৮৫২৮

আৰ্য্যশিক্ষা।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত।

অষ্টম সংস্করণ।

Calcutta·
PRINTED BY R DUTT,
HARE PRESS
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
20, CORNWALLIS STREET.
1897

আর্য্যশিক্ষা।

সীতাবর্জ্জন।

লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইলে, রামচন্দ্র বিভীষণকে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া, শিবিরে প্রবেশ করিলেন। পরে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, অশোকবন হইতে সীতাকে আনয়ন করিলেন, এবং সাধারণের প্রত্যয়ার্থে স্বদীয় চরিত্রশুদ্ধির প্রমাণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। রজনী প্রভাত হইলে, বিভীষণ রামসমীপে আগমন করিয়া কহিলেন,—"রঘুকুলতিলক। এই সুনিপুণ দাসদাসীগণ স্নানসাধন সুগন্ধ তৈল, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, আভরণ ও বহুবিধ দিব্যমালা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, অনুমতি হইলে, ইহারা আপনাদিগের শরীর সংস্কার করিয়া কৃতার্থ

হয়।" * রাম কহিলেন,—"সখে বিভীষণ! কেকয়ীনন্দন ভ্রাতা ভরত আমার নিমিত্ত সত্যারূঢ় হইয়া খিন্নমনে অবস্থান করিতেছেন, যে পর্য্যন্ত আমি সেই ধর্ম্মাত্মাকে না দেখিতেছি, সে পর্য্যন্ত আভরণাদি ধারণ করিব না। অতএব, যাহাতে সত্বর অযোধ্যানগরীতে প্রতিগমন করিতে পারি, তাহারই উপায় অবধারণ কর।"

বিভীষণ কহিলেন,—"রঘুনাথ! আমার অগ্রজ রাবণ, বলপূর্ব্বক কুবেরের পুষ্পকনামক দিব্য বিমান হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। উহা অধুনা আপনারই অধিকৃত। আপনি তাহাতে আরোহণ করিয়া অনতিবিলম্বে অযোধ্যা-নগরীতে গমন করিতে পারিবেন। অতএব প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এখানে কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়া, আমাকে পরিতৃপ্ত করুন। রামচন্দ্র কহিলেন,—"রাক্ষসেশ্বর! প্রাণাধিক ভরতকে দেখিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ একান্ত উৎসুক হইয়াছে, ভরত চিত্রকূটে আগমন করিয়া আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত পদতলে পতিত হইয়া কত অনুনয় বিনয় ও অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি নাই। তাঁহার তদানীন্তন মলিনভাব স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হয়। অতএব, তুমি দুঃখিত হইও না, তোমার সৌহার্দ্দ দ্বারাই আমি সংবর্দ্ধিত হইয়াছি। এক্ষণে যাহাতে

ভ্রাতা ভবত, কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ, পৌর ও জানপদ-বর্গ এবং সুহৃৎ ও গুরুজনদিগকে দর্শন কবিযা পরিতৃপ্ত হইতে পারি, সত্বর তাহার উপায বিধান কর।"

বিভীষণ বামেব আদেশানুসাবে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত বিচিত্র পুষ্পক বিমান আনযন কবিলেন। রামচন্দ্র বানব ও বাক্ষসগণকে বহুবিধ বত্ন, অর্থ ও বস্ত্রাদিদ্বারা পবিতুষ্ট কবিযা, সীতা, লক্ষ্মণ ও অনুচরগণের সহিত সেই পুষ্পক বথে আবোহণ কবিলেন। মহাবেগে বথ চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র, সীতাকে পথের দৃশ্য সমুদায দেখাইতে দেখাইতে গমন কবিতে লাগিলেন।

বথ লঙ্কামধ্যস্থ বণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, রাম কহিলেন,—"প্রিযে! এই সেই শোণিতপঙ্কিল বণভূমি, এই স্থানে তোমাবই অভিশাপে লঙ্কেশ্বর রাবণ সানুচর নিহত হইয়া, বসুমতীব পাপভাবেব লাঘব কবিযাছে; তোমারই উদ্ধাবার্থ অসংখ্য বানবযোদ্ধা সম্মুখযুদ্ধে তনুত্যাগ করিযা, প্রভুভক্তিব পবাকাষ্ঠা দেখাইযাছে, হনুমান্ জাম্বুবান প্রভৃতি মহাবীরগণ অদ্ভুত বণকৌশল প্রদর্শন কবিযা, দেবতাদিগেবও বিস্মব জন্মাইযাছে, এবং প্রাণাধিক লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিযা, সুবরাজ ইন্দ্রেব ভযাপনোদন করিয়াছেন। ঐ স্থানে নিশাচরবর কুম্ভকর্ণ ও বাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্ত নিহত হইযাছে। ঐ স্থানে বানরবব

হনুমান্ ধূম্রাক্ষকে বধ করিয়াছিল। ঐ স্থানে মহাত্মা সুষেণ বিদ্যুন্মালীকে বিনাশ করিয়াছেন এবং ঐ স্থানে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে অঙ্গদ, বিকটনামক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিল। রাবণ নিহত হইলে, তাহার প্রিয়মহিষী মন্দোদরী সপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ স্থানে বিলাপ করিয়াছিলেন। আমরা সমুদ্র পার হইয়া যে স্থানে রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম, ঐ সেই সমুদ্রতীর্থ দৃষ্ট হইতেছে।

শঙ্খশুক্তিসমাকুল শব্দায়মান অপার বরুণালয় মহা-সমুদ্র দর্শন কর। ঐ নলনির্ম্মিত সেতু। মনুষ্যের অসাধ্য হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত লবণসমুদ্রের উপর এই মহাসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। মৈথিলি! ঐ দেখ, নীলাম্বুরাশি-মধ্যগত ফেনাকুলিত সংকৃত সেতু শরৎকালীন তারকাস্তবকমণ্ডিত গগনমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ছায়া-পথের ন্যায় শোভা পাইতেছে। দিবাকরের কিরণজাল এই রত্নাকরের সলিলরাশি আকর্ষণ করিয়া মেঘোৎপাদন করে, তাহাতেই ধনধান্যে পৃথিবী সুশোভিত হইয়া থাকে। ঐ দেখ, তিমিগণ মুখব্যাদানপূর্ব্বক নদীমুখ হইতে সলিল গ্রহণ করিয়া মস্তকরন্ধ্র দ্বারা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে। ঐ দেখ, বৃহৎকায় নক্রগণ সহসা উত্থিত হইয়া সমুদ্রের ফেনাসকল দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। ঐ দেখ, উরগগণ অনিল-গ্রহণ নিমিত্ত বেলাভূমিতে সমুত্থিত হইয়াছে।

উত্থিত সাগরতরঙ্গের সহিত উহাদিগের কিছুমাত্র পার্থক্য অনুভূত হইতেছে না। এই আমরা, রথের অতিমাত্র বেগনিবন্ধন মুহূর্ত্তমধ্যে, মুক্তাজালে সুশোভিত ফলভারে অবনত পূগমালাসঙ্কুল সাগর পারে উপনীত হইলাম।

আমরা প্রথমতঃ এই স্থানে সেনানিবেশ করিয়াছিলাম, এবং এই স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে সেতুবন্ধন পরিসমাপ্তির নিমিত্ত এই স্থানে আমরা শিবস্থাপন করিয়াছিলাম। প্রিয়ে। ভবিষ্যতে এই স্থান ত্রৈলোক্যপূজিত সেতুবন্ধনামক তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। প্রিয় মিত্র রাক্ষসরাজ বিভীষণ এই স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।"

দেখিতে দেখিতে রথ কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হইল। রাম কহিলেন,—"প্রিয়ে। বিচিত্র কাননশোভিত প্রিয় মিত্র সুগ্রীবের রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যানগরী দর্শন কর।" কিষ্কিন্ধ্যানগরী দেখিয়া, জনকনন্দিনী প্রণয় ও অনুনয়সহকারে রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র। আমি সুগ্রীবের প্রিয়মহিষী ও অন্যান্য বানরেন্দ্র সকলের পত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, অযোধ্যানগরে গমন করিতে ইচ্ছা করি।" বানররাজ সুগ্রীব বৈদেহীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তথায় রথ স্থাপন করিলেন ও তারাপ্রভৃতি রমণীগণকে আনয়ন করিয়া হৃষ্টচিত্তে রথারোহণ করিলেন।

পুনরায় রথ চলিতে আরম্ভ করিল। ঋষ্যমূকসমীপে উপনীত হইলে, রাম পুনর্ব্বার সীতাকে কহিলেন,— "জানকি। ঐ দেখ, কাঞ্চনাদি ধাতুগণে সমাচ্ছাদিত মহাগিরি ঋষ্যমূক বিদ্যুন্মালাবিলসিত ঘনাবলীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভাবিস্তার করিয়াছে। এই স্থানে আমি বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হইয়া তোমার অন্বেষণ জন্য চতুর্দ্দিকে বহুতর চর পাঠাইয়াছিলাম; এই স্থানেই প্রিয় অনুচর হনুমান্ তোমার লঙ্কাবাসের সংবাদ আনিয়াছিলেন, এবং এই স্থান হইতেই যুদ্ধসজ্জা করিয়া আমরা তোমার উদ্ধারার্থে বহির্গত হইয়াছিলাম। ঐ বিচিত্র কাননশোভিত পম্পাসরসী দৃষ্ট হইতেছে। প্রিয়ে। তোমার বিরহদুঃখে কাতর হইয়া আমি এই স্থানে কতই বিলাপ করিয়াছিলাম। এই পম্পাতীরেই সেই ধর্ম্মচারিণী শবরীকে দেখিয়াছিলাম। ঐ স্থানে মহাকায় কবন্ধ নিহত হইয়াছিল। ঐ দেখ, জনস্থানের সেই বহু শোভাসংবলিত বনস্পতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই আমাদের সেই আশ্রমস্থান। কি আশ্চর্য্য। যে পর্ণশালা হইতে রাক্ষসেন্দ্র রাবণ তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল, সেটী যেরূপ বিচিত্র ছিল, ঠিক সেই-রূপই রহিয়াছে। ঐ নির্ম্মলসলিলা শুভদর্শনা রমণীয়া গোদাবরী, এবং তাহার সন্নিকটে কদলীবনপরিবেষ্টিত অগস্ত্যাশ্রম। ঐ মহাত্মা সুতীক্ষ্ণের প্রদীপ্ত আশ্রম।

যে স্থানে সূর্য্য ও বৈশ্বানরেব সদৃশ তেজস্বী কুলপতি অত্রি বাস করেন, ঐ তথাকাব তাপসনিবাস সকল দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থানে তুমি সেই ধর্ম্মচারিণী তাপসীকে দেখিযাছিলে, এবং ঐ স্থানে আমি মহাকায় বিবাধকে বধ কবিযাছিলাম। ঐ শৈলেন্দ্র চিত্রকূট দেখা যাইতেছে, উহাব কন্দব হইতে শ্রুতিমধুর নির্ঝবধ্বনি কর্ণগোচব হইতেছে, এবং উহাব শিখবদেশে মেঘমালা সংলগ্ন হওযায কি অপূর্ব্ব শোভা ধাবণ করিযাছে। ঐ স্থানেই মহাত্মা ভরত আমাকে প্রসন্ন করিতে আসিয়াছিলেন। এই বিচিত্র কাননশোভিতা যমুনা ও ভবদ্বাজেব সুশোভিত আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। ঐ অসংখ্য দ্বিজগণসমাকীর্ণা পুষ্পিত-কাননশোভিতা পুণ্যা ত্রিপথগা গঙ্গা চিত্রকূট-সন্নিহিত ভূমিব কণ্ঠগত মুক্তামালাব ন্যায শোভা পাইতেছে। তুমি পূর্ব্বে যাহাব নিকট স্বকীয অভীষ্ট সিদ্ধিব প্রার্থনা কবিযাছিলে, ঐ সেই শ্যামনামক বটবৃক্ষ। অধুনা ফলিত হওযাতে, উহা পদ্মবাগসহকৃত মবকতমণিরাশির ন্যায় বমণীয শোভা ধাবণ কবিযাছে। ঐ দেখ, ভাগীরথী যমুনাপ্রবাহের সহিত মিলিত হইযা, ইন্দ্রনীলমণিব প্রভাসংযুক্ত মুক্তাহারের ন্যায, নীলোৎপলে খচিত পুণ্ডরীকমালাব ন্যায়, বৃক্ষাদিব ছায়াখণ্ডিত জ্যোৎস্নার ন্যায, শুভ্রমেঘজালে জড়িত শবৎকালীন নীলনভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে।

প্রিয়ে! চল আমরা মহাত্মা ভরদ্বাজের নিকট গমন করিয়া অযোধ্যাবাসিগণের সংবাদ অবগত হই।" বলিতে বলিতে রথ স্থির হইল।

পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসরের পর পঞ্চমী তিথিতে রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে অবরোহণ করিয়া মুনিসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্! অযোধ্যানগরীর সকলে ভাল আছে ত? দুর্ভিক্ষাদিনিবন্ধন তাহাদের ত' কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় নাই? ভরত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন ত? মহাভাগ! যদি এই সকল বিষয় আপনার শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বিবৃত করুন। আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে।' মহামুনি ভরদ্বাজ হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন,—"আমার শিষ্যগণ সর্ব্বদাই অযোধ্যানগরীতে গমন করিয়া তথাকার সংবাদ অবগত হইয়া আইসেন। তোমার গৃহের সকলেই কুশলে আছেন। ভরত জটাবল্কলধারণপূর্ব্বক তোমার সেই পাদুকাযুগলকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, ত্বদীয় আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি অদ্য এই স্থানে অবস্থান করিয়া মদীয় আতিথ্যগ্রহণ কর, কল্য অযোধ্যায় গমন করিবে।" রামচন্দ্র তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলে, মহর্ষি ভরদ্বাজ যথাবিধি সকলের পরিচর্য্যা করিলেন। রাক্ষস ও বানরগণ বহুবিধ সুরস ফল ভক্ষণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে

বিচরণ করিতে লাগিল। রাম হনুমানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে বানরসত্তম। অদ্য আমার সংবাদ না পাইলে ভরত নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন; অতএব, তুমি সত্বর অযোধ্যানগরে গমন করিয়া ভরতসমীপে আমার আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন কর। প্রথমতঃ শৃঙ্গবের-পুরে উপস্থিত হইয়া কাননমধ্যবাসী প্রিয় মিত্র নিষাদ-রাজ গুহককে আমার কুশল সংবাদ বলিবে। গুহক আমার প্রিয়তম সখা, আমি সচ্ছন্দে কুশলে অবস্থান করিতেছি শুনিলে, তিনি পরম প্রীত হইবেন। নিষাদ-রাজ গুহকের নিকট হইতে অযোধ্যাপথ অবগত হইয়া ভরতের নিকট গমন করিয়া বলিবে, আমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছি।" পবননন্দন হনুমান রামের আদেশে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন ও প্রথমে শৃঙ্গ-বের পুরে গুহকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মধুর সম্ভাষণসহকারে কহিলেন,—"নিষাদরাজ। আপনার সখা সত্যপরাক্রম রাম আপনাকে কুশল সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি মুনিবর ভরদ্বাজের আশ্রমে রজনী-যাপন করিয়া আগমন করিবেন, প্রত্যূষেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।" অনন্তর হনুমান্ গুহকের নিকট হইতে অযোধ্যার পথ অবগত হইয়া পরশুরামতীর্থ, গোমতী-নদী এবং জনাকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ বহু জনপদ অতিক্রম করিয়া, নন্দিগ্রামে ভরতসমীপে উপস্থিত হইলেন।

দেখিলেন, ফলমূলাশী জটাবল্কলধারী ধর্ম্মাত্মা ভরত নিয়তপরমাত্মধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলিন ও বিবর্ণ হইয়াছে, তিনি রামপাদুকাযুগল পুরোবর্ত্তী করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জন ও রক্ষাবিধান করিতেছেন। সেনাপতি, অমাত্য ও পুরোহিতগণ সর্ব্বপ্রকার ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত রহিয়াছেন। পৌরগণও সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনন্তর, হনূমান ভরতের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"আর্য্য! রামচন্দ্র মহাসমরে রাবণের বধসাধনপূর্ব্বক জনকনন্দিনীর উদ্ধার সাধন করিয়া মহাবল লক্ষ্মণ, পতিব্রতা সীতা ও মিত্রবর্গের সহিত আগমন করিতেছেন। আপনারা কল্য প্রত্যূষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন।"

ভ্রাতৃপরায়ণ ভরত হনূমানের মুখে রামচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, আনন্দে বিমোহিত হইলেন ও সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া, প্রীতিসহকারে প্রিয়সন্দেশদাতা হনূমানকে আলিঙ্গন ও আনন্দাশ্রুদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন,—"পবননন্দন! তুমি যে সুখসংবাদ প্রদান করিলে, তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করি, আমার এমত কিছুই নাই। আমি নিজেই তোমার নিকট বিক্রীত হইলাম। 'মনুষ্য জীবিত

থাকিলে শত বৎসর পরেও সুখভোগ করিতে পারে' এই যে বাক্য প্রচলিত আছে, অদ্য তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হইল।" তদনন্তর শত্রুঘ্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! পবিত্রচিত্ত ব্রাহ্মণগণকে সুগন্ধ মাল্য দ্বারা দেবায়তনস্থিত দেবগণের অর্চ্চনা করিতে বল। স্তুতিপুরাণনিপুণ সূত ও বৈতালিক, গীতবাদ্যপারগ বাদ্যকর ও নর্ত্তকীগণ এবং অমাত্য, সেনা ও রাজন্যগণের সহিত ব্রাহ্মণগণ ও নগরের প্রধানতম বৈশ্যগণকে রামচন্দ্রের সুধাংশুসদৃশ বদনমণ্ডল দর্শন করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইতে বল। অযোধ্যা হইতে নন্দিগ্রাম পর্য্যন্ত যে সকল স্থান উচ্চ ও নিম্ন আছে, তৎসমস্ত সমতল করিয়া সমস্ত পথ পরিষ্কৃত কর। তত্রত্য তাবৎ ভূভাগ তুষারসদৃশ শীতল জলদ্বারা অভিষিক্ত এবং লাজ ও সুগন্ধি পুষ্পদ্বারা সমাচ্ছাদিত কর। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেন রাজমার্গ ও প্রাসাদ সকল উচ্ছ্রিত পতাকা দ্বারা শোভিত হয় এবং শত শত মনুষ্য রাজপথের সর্ব্বত্র বিবিধ পুষ্প, সুবর্ণ ও রজত বিকীর্ণ করে।"

আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রিগণ, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নগরী ও রাজমার্গ সকল সুশোভিত করিয়া, পৌরবর্গ-সমভিব্যাহারে রামদর্শনে যাত্রা করিলেন। কেহ হেমময় ঘণ্টাশোভিত করেণুতে, কেহ সুসজ্জিত অশ্বোপরি ও কেহ বিচিত্ররথোপরি আরূঢ় হইয়া বহির্গত হইলেন।

বীরগণ শস্ত্রপাণি অসংখ্য পদাতি ও উৎকৃষ্ট সহস্র সহস্র তুরঙ্গে পরিবৃত হইয়া পতাকাশোভিত রথে আরোহণপুরঃসর নিষ্ক্রান্ত হইলেন; তৎপরে বৃদ্ধা মহিষীরা কৌশল্যাকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া শিবিকারোহণে বহির্গত হইলেন। চীর ও কৃষ্ণাজিনধারী ভরত, পরম প্রীতমনে হেমদণ্ডভূষিত মহার্হ ছত্র, চামর ও শুক্লমাল্যদ্বারা সুশোভিত রামের পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া রাজামাত্যগণ, সার্থবাহ, বন্দী ও শ্রেণীমুখ্যগণে পরিবৃত হইয়া, রামচন্দ্রের প্রত্যুদ্গম করিলেন। তৎকালে অশ্বগণের হ্রেষারব, রথসকলের নেমিনিনাদ, মাতঙ্গগণের বৃংহিত এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি-নির্ঘোষে মেদিনীমণ্ডল মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। সমগ্র অযোধ্যানগরী যেন রামদর্শনোৎসুক হইয়া নন্দি-গ্রামাভিমুখে বহির্গত হইল।

এদিকে রামচন্দ্র মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রত্যূষে রথারোহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রথ শৃঙ্গবের পুরসন্নিধানে উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে। ঐ প্রিয়তম সখা গুহকের রাজধানী শৃঙ্গবেরপুর দেখা যাইতেছে, ঐ দেখ দূরে পুণ্যতোয়া সরযূ, ইহার জলপ্রবাহ অযোধ্যার উপকণ্ঠ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অযোধ্যাবাসিগণ ইহারই পুলিনরূপ উৎসঙ্গে পুরমস্থুখে অবস্থান করিয়া, ইহারই অমৃতময় সলিল পানে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন,

সুতরাং ইহা অযোধ্যাবাসিগণের ধাত্রীস্বরূপা। ঐ দেখ ভর্ত্তৃবিয়োগবিধুরা জননী কৌশল্যার ন্যায় সরযূ দূর হইতেই আমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য শীতল সমীরণ সঞ্চালিত তরঙ্গরূপ হস্ত প্রসারিত করিতেছে। ঐ অমরাবতীসদৃশ পিতৃরাজধানী অযোধ্যানগরী দেখা যাইতেছে। প্রিয়ে! বহুদিন পরে অযোধ্যায় পুনরাগমন করিয়াছ, উহাকে প্রণাম কর।" রাক্ষস ও বানরগণ অযোধ্যার নাম শ্রবণ মাত্র হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার উৎপতিত হইয়া, দূর হইতে অযোধ্যানগরী দর্শন করিতে লাগিল।

ভরত রামচন্দ্রের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে পবননন্দনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—হনুমন! কৈ আর্য্য রামচন্দ্রের আগমনের কোন চিহ্নই ত লক্ষিত হইতেছে না। পাছে আর্য্যকে না দেখিতে পাই, এই ভাবনায় আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে। যদি আর্য্যের দর্শন না পাই, অনলে প্রবেশ দ্বারা সমুদায় যন্ত্রণা বিদূরিত করিব। এই কথা বলিতে বলিতেই দূরে পুষ্পক রথ দৃষ্ট হইল। হনূমান্ কহিলেন, "ধর্ম্মাত্মন্! কেন বৃথা সন্দেহে হৃদয়কে বিচলিত করিতেছেন? আমি মিথ্যা আশ্বাস দেই নাই। ঐ দেখুন, অলৌকিক পুষ্পক বিমান দৃষ্ট হইতেছে। উহারই মধ্যে বৈদেহীর সহিত ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ, এবং বানররাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ অবস্থান করিতেছেন।" হনূমান্ এইরূপ

বলিতে বলিতেই তত্রত্য স্ত্রী, বালক, যুবা ও বৃদ্ধগণের গগনব্যাপী 'ঐ রাম' এই সুমহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে রথ নিকটবর্ত্তী হইল। তখন সকলেই রথ, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ হইতে মহীতলে অবরোহণ করিয়া, গগনমধ্যগত সুধাকরের ন্যায় রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন। ভরত বাষ্পাকুলিত নেত্রে রামচন্দ্রের চরণতলে নিপতিত হইলেন। রামচন্দ্র চরণতল হইতে উঠাইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর, ভরত বৈদেহীকে অভিবাদন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগত প্রশ্ন, পাদ্য ও অর্ঘাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। লক্ষ্মণ মধ্যমাগ্রজ ভরতকে অভিবাদন করিলেন। অতঃপর কৈকেয়ীনন্দন যথাক্রমে বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববান ও অঙ্গদ প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"আপনারা সুমহান্ উপকার দ্বারা আমাদের ভ্রাতৃমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃই আপনাদের সাহায্যে আর্য্য রাম তাদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন।" বানর ও রাক্ষসগণও হৃষ্টান্তঃকরণে ভরতের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বীরবর শত্রুঘ্ন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন করিয়া, বিনয়সহকারে সীতার চরণযুগল ধারণ করিলেন। রামচন্দ্র শোকাকুলা বিবর্ণা জননী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত পুরোহিত-সমীপে গমন করিলেন।

ধার্ম্মিকপ্রবর ভরত, সেই পাদুকাযুগল রামচন্দ্রের চরণযুগলে সংলগ্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"যে রাজ্য আপনি আমাকে ন্যাস স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করুন, আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া জন্ম সার্থক করি। আপনি কোষাগার ও বলসকল পর্য্যবেক্ষণ করুন, আপনার তেজোবলে এই সমস্ত দশ গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।" ভ্রাতৃবৎসল ভরত যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার তাৎকালিক আকারাদি দর্শনে বিভীষণ ও সমস্ত বানরগণ অজস্র বাষ্প বিসর্জ্জন করিয়াছিল। রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া নয়ন মার্জ্জন করিয়া দিলেন।

অনন্তর, রামাদেশে নিপুণ ক্ষৌরকারগণ ভরত ও লক্ষ্মণের জটামুণ্ডন করিয়া দিলে, তাঁহারা সুগ্রীব ও বিভীষণপ্রভৃতির সহিত স্নানাদি সমাধান করিলেন। তৎপরে, রামচন্দ্র জটামুণ্ডনপূর্ব্বক স্নানান্তে বিচিত্র মাল্য, অনুলেপন ও মহার্হ বসনে সুশোভিত হইয়া স্বীয় শরীরশোভায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিলেন। শত্রুঘ্ন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন। মনস্বিনী দশরথরমণীরা স্বহস্তে সীতার সর্ব্বাঙ্গে মনোহর অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন। কৌশল্যা হৃষ্টান্তঃকরণে যত্নসহকারে শোভন আভরণদামে বানররমণীগণকে অলঙ্কৃত করিলেন। অনন্তর সুমন্ত্র রথ আনয়ন করিলে, রাম নগরদর্শন বাসনায়

সর্ব্বালঙ্করণশোভিতা শুভকুণ্ডলধারিণী জনকনন্দিনী ও বানররমণীগণের সহিত তদুপরি আরোহণ করিলেন। মহাবীর সুগ্রীব ও হনূমান্ দিব্য বসনে শোভিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। ভরত অশ্বরশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন, এবং লক্ষ্মণ চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ শশাঙ্কসদৃশ শুভ্রবর্ণ চামর ধারণ করিয়া পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। অপর বানরগণ সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া মাতঙ্গারোহণে রামের অনুগমন করিল। এইরূপে পুরুষশার্দ্দূল রাম, শঙ্খ ও দুন্দুভি নির্ঘোষের সহিত হর্ম্ম্যমালিনী অযোধ্যানগরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, নগরবাসিগন জয়শব্দ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। ব্রাহ্মণগণ মাঙ্গল্য অক্ষত, সুবর্ণ প্রভৃতি হস্তে করিয়া মোদকহস্ত জনগণসহ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ ব্রাহ্মণ ও অমাত্যগণে পরিবৃত রামচন্দ্র নক্ষত্রগণপরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি পুরোগামী তূর্য্যাদি-বাদকদল, স্বস্তিকহস্ত জনসমূহ ও মঙ্গলপাঠকগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া গৃহে উপনীত হইলেন, এবং বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতিকে যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান করিয়া সংবর্দ্ধিত করিলেন। তৎপরে বশিষ্ঠ, জাবালি, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুগন্ধ নির্ম্মল জল দ্বারা পুরুষশার্দ্দূল রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন।

পুরবাসিগণ নানা প্রকার উৎসবে অভিষেকদিবসীয় নিশা যাপন করিল। যামিনী বিগত হইলে, সূতগণ সুললিত স্তব দ্বারা রামকে প্রবোধিত করিল এবং কিঙ্করগণ শ্বেতবর্ণ ভাজনে সলিল গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইল। রাম যথাসময়ে উদক্‌কার্য্য সমাধান্তে ইক্ষ্বাকুগণের সেবিত পবিত্র দেবগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় বিধিপূর্ব্বক দেবতা, পিতৃ ও বিপ্রগণের অর্চ্চনা করিয়া, সভ্যজনগণে পরিবৃত হইয়া বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিত, মন্ত্রী ও রাজন্যগণে পরিশোভিত সভায় প্রবেশ করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে, জনপদের অধীশ্বর ক্ষত্রিয় ও কিঙ্করসকল কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। সুগ্রীব প্রভৃতি মহাবীর্য্য বানরগণ, রাক্ষসগণপরিবৃত বিভীষণ, বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও কুলীনগণ তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবাহু রাম এইরূপে সর্ব্বজনের উপাসিত হইয়া, পৌর ও জনপদসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিদর্শন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বাহ্ণে বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্য ও পরে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, দিবসের অপর অর্দ্ধভাগ অন্তঃপুরমধ্যে অতিবাহিত করিতেন। সীতাদেবীও পৌর্ব্বাহ্ণিক দৈবকার্য্য সম্পাদন ও সকল শ্বশ্রূরই নির্ব্বিশেষে সেবা করিয়া, অবশিষ্টকাল পতিসেবায় যাপন করিতেন।

কাল সহকারে সপ্তবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে জানকীর গর্ভ লক্ষণ আবির্ভূত হইল। একদা রাম দোহদবতী সীতার সন্তোষ বিধান জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অশোক-নামক অতি রমণীয় উপবনে গমন করিলেন। ঐ উপবন সুগন্ধিপুষ্পশোভিত ও সুরসালফলভরাবনত নানাবিধ তরু, লতা ও গুল্মসমূহে সমাকীর্ণ। সুনিপুণ শিল্পিগণ তরু সকলকে সুন্দরভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রোপণ করিয়াছে, কোন কোন পাদপ স্বর্ণবর্ণ, কোন কোন পাদপ অনলশিখা-সদৃশ ও কোন বিটপী নীলাঞ্জনপ্রতিম। তথায় বহুতর বিবিধাকার দীর্ঘিকা বিরাজমান রহিয়াছে। তাহাদের সলিল অতীব নির্ম্মল, দীঘিকাসকলে প্রস্ফুটিত কমল, কুমুদ ও কহ্লারসকল শোভা পাইতেছে, এবং চক্রবাক ও হংস প্রভৃতি পক্ষিকুল ক্রীড়া করিতেছে। সোপানবৃন্দ মাণিক্য দ্বারা নির্ম্মিত, মধ্যস্থল স্ফটিকদ্বারা বদ্ধ; তীরজাত তরুরাজি বিবিধাকার প্রাসাদ এবং শিলাতল-দ্বারা দীর্ঘিকার অধিকতর সৌন্দর্য্য সাধিত হইয়াছে। পুষ্পিত তরু হইতে কুসুম সকল পতিত হওয়ায়, তলস্থ প্রস্তর সকল তারকাবলীসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। বস্তুতঃ রামচন্দ্রের এই কানন নন্দন ও চৈত্ররথের ন্যায় অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত।

রামচন্দ্র সীতাসহ অশোকবনে প্রবিষ্ট হইয়া পুষ্পসমূহে

সুসজ্জিত সুন্দর আসনে উপবেশন করিলেন, ও অসঙ্কুচিতভাবে অশেষবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার মধুরালাপনের পর সীতা কহিলেন, "নাথ। এই উপবনের শোভা সন্দর্শন করিয়া, পবিত্র তপোবনের কথা আমার স্মৃতিপথবর্ত্তিনী হইয়াছে, এবং তৎসহ মুনিপত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া নির্ম্মল ভাগীরথীসলিলে অবগাহন করিতে একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে।" সীতার অভিলাষ শ্রবণ করিয়া রাম সহাস্যবদনে কহিলেন, "প্রিয়ে। যদি তপোবনদর্শনে তোমার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কল্য তোমার সে অভিলাষ পূর্ণ করিব।" সীতা তচ্ছ্রবণে হর্ষিত হইয়া কহিলেন, তুমি সঙ্গে যাইবে ত?" রাম কহিলেন, "মুগ্ধে। তাহাতে কি আর সন্দেহ হইতে পারে?" এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে সীতা নিদ্রিতা হইলেন।

সীতা নিদ্রাভিভূতা হইলে, রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র পার্শ্বচরগণ সমভিব্যাহারে অত্যুচ্চ প্রাসাদশিখরে অধিরোহণ করিয়া আনন্দকোলাহল-পরিপূর্ণ অযোধ্যানগরীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন রাজপথসমূহ সুসমৃদ্ধ আপণ শ্রেণীতে সুশোভিত রহিয়াছে, নির্ম্মলসলিলা সরযূর বক্ষে বিবিধপণ্যপরিপূর্ণ নৌকা সকল গমনাগমন করিতেছে, এবং পুরবাসিগণ পরম সুখে অবস্থান করিতেছে। অযোধ্যার এবংবিধ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া রামচন্দ্র সাতিশয়
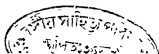
পুলকিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সে আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। অনতিবিলম্বেই ভদ্রনামা অতি বিশ্বস্ত চর সমুপস্থিত হইয়া রাজ্যের গূঢ় বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিল। রামচন্দ্র কহিলেন, "ভদ্র। তুমি প্রতিদিন কেবল আমার প্রশংসার কথাই বলিয়া থাক, আমি কেবল প্রশংসাবাদ শুনিবার জন্য তোমাকে নিযুক্ত করি নাই। সকলে ভয়ে বা লজ্জাবশতঃ প্রকাশ্যরূপে আমার কার্য্যের দোষ বর্ণনা করিতে পারে না বলিয়াই গোপনে তত্ত্বানুসন্ধান করিবার জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছি। পৌর ও জানপদগণ আমার যে সকল দোষের কথা বলে, তাহা শ্রবণ করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করা আবশ্যক। অতএব, তাহারা আমার যে সকল দোষের আন্দোলন করে, তৎসমস্ত আমাকে সত্য করিয়া বল। নিতান্ত অপ্রীতিকর ও অনিষ্ট-কর হইলেও গোপন করিও না। নির্ভয়চিত্তে সত্য কথা বল।" ভদ্র রামের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্টচিত্তে কহিল, "মহারাজ। প্রজাগণ কখনও কোনও বিষয়েই আপনার নিন্দা করে না, সকলেই এক-বাক্যে বলে, রামরাজ্যের তুল্য সুখের রাজ্য আর কখনও হয় নাই। কিন্তু রাজমহিষীর কথা উল্লেখ করিয়া তাহারা আপনার নিন্দা করে। তাহারা কহে, রাবণ বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কাপুরীতে লইয়া গিয়াছিল, সীতা বহুদিন রাক্ষসগণের বশীভূত হইয়া একাকিনী অশোকবনে

কালযাপন করিয়াছেন, তথাপি রাম সীতাকে গ্রহণ করিলেন। রাজা যাহা করেন, প্রজারা তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, সুতরাং অতঃপর আমাদের স্ত্রীগণের চরিত্র-দোষ ঘটিলে, শাসন করা দুঃসাধ্য হইবে।" ভদ্র এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

রামচন্দ্র প্রিয়তমা পত্নীর এবংবিধ লোকাপবাদ শ্রবণ করিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনার সঞ্চার হইলে, গলদশ্রু-লোচনে আকুল বচনে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সভামণ্ডপে গমন করিয়া ভদ্র-কথিত বাক্যের সত্যতা নিরূপণ করিবার জন্য মন্ত্রী ও সুহৃদ্বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা অবনতমস্তকে বলিলেন 'মহারাজ! ভদ্র যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা নহে।' তখন রাম সাশ্রুলোচনে মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিয়া ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে আহ্বান করিবার জন্য দৌবারিককে আদেশ করিলেন।

কুমারগণ মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রামের মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত নিশাকর, সন্ধ্যাকালীন আদিত্য ও নিশাকালীন কমলের ন্যায় নিষ্প্রভ। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল বাষ্পবারি নির্গত হইতেছে। তিনি কর-তলে কপোল বিন্যাস করিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহারা রামের ঈদৃশী অবস্থা

অবলোকন করিয়া স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহি-লেন। বিষম অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না। অনুজগণকে দর্শন করিয়া রাম দ্বিগুণ-বেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। অনুজগণ তদীয় আদেশে আসন গ্রহণ করিলে, রাম দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃ-গণ। তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব, তোমরাই আমার জীবন, তোমাদিগের সাহায্যবলেই, আমি রাজ্যশাসন করিয়া থাকি। তোমরা সকলেই শাস্ত্রার্থপারদর্শী, অতএব আমি যাহা বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণ কর।" রাম এই কথা বলিলে অনুজগণ, না জানি রাজা কি বলিবেন, এই আশঙ্কায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইলেন।

তদনন্তর রাম, পুরবাসিগণ সীতাসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়া থাকে, তৎসমস্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, "আমার অন্তরাত্মা সীতাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধা বলিয়া জানিলেও, আমি লোকাপবাদ ভয়ে প্রথমে তাঁহাকে গ্রহণ করি নাই। সীতা আপনার সতীত্বের উত্তমরূপ পরীক্ষা প্রদান করিলে এবং সমগ্র দেবগণ তাঁহাকে বিশুদ্ধা বলিয়া প্রকাশ করিলে আমি তাঁহাকে লইয়া দেশে আগমন করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে পৌর ও জনপদবাসী জনগণের এই সুমহান্

নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইয়াছে। সুবিমল পূর্ণচন্দ্র ভূমির ছায়ায় আবৃত হয়, কিন্তু লোকে বলে চণ্ডাল রাহুর স্পর্শে উহা কলঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং মিথ্যা হইলেও জনাপবাদ উপেক্ষণীয় নহে। যেমন বিন্দু মাত্র তৈল জলে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ বহুদূর ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রাকৃত জনমুখে অতি সামান্য অপবাদও অচিরাৎ সুদূরব্যাপী হইয়া থাকে। অপবাদনিবাকরণ ও প্রজারঞ্জন করিবার জন্য আমার আপনার জীবন এমন কি তদপেক্ষাও প্রিয় তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, আমি রাজপদে অধিষ্ঠিত। প্রজারঞ্জনই রাজার এক মাত্র ধর্ম্ম। পৃথুরাজ প্রজারঞ্জন করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে এই রাজপদ প্রাপ্ত হয়েন। আত্ম-সুখের জন্য একপ রাজপদের অবমাননা করা নিতান্ত অন্যায়। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ চিরকাল সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজারঞ্জন করিয়া আসিতেছেন। আমি কি প্রকারে সেই চিরপ্রচলিত কৌলিক নিয়মের অন্যথাচরণ করিব? প্রজাগণ যে বলিতেছে, 'এখন অবধি কুলস্ত্রীরা দুশ্চারিণী হইলে তাহাদিগকে শাসন করিতে পারিবে না' সে কথা মিথ্যা নহে। আমি এই সকল আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছি পূর্ব্বে যেমন পিতৃসত্যপালনার্থ সাগরবসনা ধরণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সেইরূপ আজি প্রজারঞ্জনার্থ সসত্ত্বা প্রিয়তমা পত্নীকে

পবিত্যাগ কবিব। অতএব লক্ষ্মণ! তুমি কল্য প্রভাতে সীতাকে রথে আরোহণ কবাইযা, গঙ্গার পবপাবে মহাত্মা বাল্মীকিব আশ্রমে পবিত্যাগ কবিয়া আইস। অনতিপূর্ব্বে সীতা আমাকে বলিয়াছেন, 'আমি গঙ্গাতীবে মুনিগণেব আশ্রমসকল সন্দর্শন করিব' তুমি তাঁহাব সেই অভিলাষ পূর্ণ কব।" এই বলিযা রাম অধোবদনে বাষ্পবাবি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনুজগণ, রামেব মুখে এই সর্ব্বনাশের কথা শ্রবণ কবিযা, ক্ষণকাল হতবুদ্ধিব ন্যায় নিস্তব্ধ বহিলেন। অনন্তব, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মূর্খ প্রজাগণেব কথায় নিবপবাধা জানকীবে পবিত্যাগ কবা উচিত নয়, ইহা বুঝাইযা দিবার জন্য নানা প্রকাব যুক্তিগর্ভ বাক্য বলিলেন। কিন্তু কোন কথাই প্রজাবঞ্জনতৎপব মহানুভব বামেব হৃদযে স্থানলাভ কবিল না। তিনি কহিলেন, "বহুকাল নিতান্ত দুশ্চরিত্র বাবণেব গৃহে একাকিনী থাকিযা যে, কোন নাবী বিশুদ্ধা থাকিতে পারে, একথা কেহই বিশ্বাস করিতে পাবে না। সুতরাং প্রজাগণ সীতাকে নিশ্চয় অসতী ও আমাকে অসতীসংসর্গী মনে কবিতেছে। এরূপ দোষাশ্রিত হইয়া আমার জীবন ধারণ করা নিতান্ত বিড়ম্বনা। সুতরাং আমাকে হয় সীতা, নয় আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু আপন প্রাণ পরিত্যাগ

করিলে, আমাব প্রজাবঞ্জনধর্ম্ম পালন করা হয না। অতএব লক্ষ্মণ! তুমি আব অন্য মত কবিও না। সীতাকে পরিত্যাগ কবিযা বুলের কলঙ্ক মোচন কব।" তখন উপস্থিত বিপদের কোন উপায না দেখিযা, ভ্রাতৃগণ দুঃখে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইযা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কবিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ সীতাব নিকট গমন কবিযা কহিলেন, "দেবি! আপনি আশ্রমদর্শনেব প্রার্থনা কবিযাছিলেন, সেই জন্য আর্য্য বামচন্দ্র আপনাকে গঙ্গাতীবে ঋষিগণেব পবিত্র আশ্রমে লইযা যাইতে আমাব প্রতি আদেশ কবিযাছেন।" বৈদেহী, লক্ষ্মণেব বাক্য শ্রবণ কবিযা, পবম পবিতোষসহকাবে বহুমূল্য বসন ও বিবিধ বত্নবাজি গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বনবাসকালে, মুনিপত্নীদিগেব সহিত আমাব অত্যন্ত প্রণয হইযাছিল, তাঁহাদিগকে এই সকল আভরণ, বসন ও ধন দান কবিব।" সীতা লক্ষ্মণকে সেই সকল আভবণ ও বস্ত্রাদি দেখাইতেছেন, এমন সময়ে সুমন্ত্র বথ আনযন কবিল। সীতা তপোবন দর্শনে এমন উৎসুক হইযাছিলেন যে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রথে আরোহণ কবিলেন। দ্রুতবেগে বথ চলিতে লাগিল, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বথ অযোধ্যা অতিক্রম করিল। সীতা বহুতব রমণীয প্রদেশ অবলোকন করিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিতেছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইল। তখন তিনি

ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায ব্যাকুলহৃদযে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমার দক্ষিণনয়ন স্পন্দিত, গাত্র কম্পিত এবং হৃদয নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে। আমি একান্ত অধীর হইয়া পড়িতেছি, পৃথিবী যেন শূন্য দেখিতেছি। আর্য্যপুত্র বা তোমার অন্য ভ্রাতৃগণের কোন অমঙ্গল হয নাই ত? আমার শ্বশ্রূরা ত সকলেই ভাল আছেন? নাগরিক ও জনপদবাসী প্রাণিবর্গের কুশল ত? আমার যেন মনে হইতেছে আর্য্যপুত্রকে আমি আর দেখিতে পাইব না। ভাল, লক্ষ্মণ! তিনি আমার সঙ্গে আসিবেন বলিয়াছিলেন, আসিলেন না কেন? রথে উঠিবার সময তপোবন দর্শনে একান্ত ঔৎসুক্য নিবন্ধন আমি সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" লক্ষ্মণ সীতার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ন হইলেন, ও অতি কষ্টে মনের ভাব গোপন করিয়া বিকৃতস্বরে কহিলেন, "আপনি যাঁহাদের জন্য চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই ভাল আছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে রথ গোমতীতীরে উপস্থিত হইল। তাঁহারা সে রাত্রি গোমতীতীরস্থিত আশ্রমে বাস করিলেন। প্রভাতে পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন ও মধ্যাহ্নকালে ভাগীরথীতীরে উপনীত হইলেন। পরপারে জানকীরে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া, লক্ষ্মণ একান্ত বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সীতা লক্ষ্মণকে রোদনপরায়ণ দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন, এবং কহিলেন, "বৎস! তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? আমি চিরাভিলষিত জাহ্নবীতীরে আসিয়াছি, এ সময়ে তুমি আমাকে কি নিমিত্ত বিষাদিত করিতেছ? কল্য তুমি আমাকে বলিয়াছ সকলেই কুশলে আছেন, তবে রোদনের কারণ কি? তুমি সর্ব্বদা আর্য্যপুত্রের পার্শ্বে অবস্থিতি কর, দ্বিরাত্রি তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইয়াছ বলিয়া কি শোকাকুল হইয়াছ? লক্ষ্মণ! আর্য্যপুত্র আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, কিন্তু আমি ত ওরূপ শোক করিতেছি না। যদি ইহাই তোমার রোদনের কারণ হয়, তবে ত্বরায় আমাকে গঙ্গার পরপারে লইয়া গিয়া তাপসদিগকে দর্শন করাও। আমি মুনিপত্নীগণকে বস্ত্রাভরণ দান ও মহর্ষিদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া প্রত্যূষেই অযোধ্যাপুরীতে প্রতিগমন করিব। আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমারও মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে।" সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ নয়নযুগল মার্জ্জনা করিয়া, পবিত্র গঙ্গা পার হইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিলেন।

পরপারে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণ উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন ও বাষ্পাকুললোচনে বহুতর বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "হায়! কেন আর্য্য আমাকে লোকনিন্দার হেতুভূত এই

ক্রূর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এখন আমার মরণই শ্রেয়ঃ।" ইহা বলিয়া পুনরায় ভূতলে পতিত হইলেন। সীতা লক্ষ্মণের তথাবিধ অবস্থা দর্শন করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "লক্ষ্মণ। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কি হইয়াছে শীঘ্র বল, আর আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না। আর্য্যপুত্রের মঙ্গল ত?" লক্ষ্মণ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ও অধোবদনে কহিলেন, "দেবি! বলিব কি; বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আপনি বহুকাল একাকিনী রাবণগৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া, পৌর ও জানপদবর্গ আপনার নিদারুণ অপবাদ ঘোষণা করিতেছে। তাহা শ্রবণ করিয়া আর্য্য রাম আপনাকে বিশুদ্ধা জানিয়াও অপবাদনিবারণ ও প্রজারঞ্জনজন্য আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এই বলিয়া লক্ষ্মণ পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। বৈদেহী লক্ষ্মণমুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অনেক যত্নে সীতার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। জ্ঞান লাভ করিয়া জানকী উন্মত্তার ন্যায় স্থিরদৃষ্টিতে রহিলেন। পরে বাষ্পজলে নয়ন প্লাবিত করিয়া দীনবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ! বিধাতা আমাকে দুঃখ ভোগের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। বোধ হয় আমি পূর্ব্বে কাহাকেও পতিবিযুক্ত করিয়াছিলাম; সেই অপরাধে আমি সতী ও পবিত্রচরিত্রা

হইলেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! আমি বনবাসক্লেশের জন্য কিছুমাত্র দুঃখ বোধ করিতেছি না। কিন্তু 'মহাত্মা রঘুনন্দন রামচন্দ্র তোমাকে কি কারণে ত্যাগ করিয়াছেন? তুমি কি অসৎ কার্য্য করিয়াছ?' মুনিগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি প্রত্যুত্তর দিব, ইহা ভাবিয়াই আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। লক্ষ্মণ! আমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে, এ সময়ে প্রাণত্যাগ করিলে ভর্ত্তার বংশ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা না হইলে এখনই জাহ্নবীজলে প্রাণত্যাগ করিতাম। আমি যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধা পরমভক্তিসমন্বিতা ও ভর্ত্তার একান্ত হিতাভিলাষিণী, তাহা আর্য্যপুত্র বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। তিনি যে কেবল অযশোভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তিনি ভ্রাতৃবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, পৌরগণের প্রতিও নিয়ত সেইরূপ আচরণ করেন। পৌরজনের প্রজা রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম। তদ্দারা তিনি অনুত্তম কীর্ত্তি লাভ করিবেন। আমি পৌরগণের কৃত অপবাদ ও রঘুনন্দনের জন্য যাদৃশ অনুশোচনা করি, স্বকীয় শরীরের জন্য তাদৃশ শোক করি না। পতিই নারীর পরম দেবতা, পতিই নারীর পরম গতি, পতিই নারীর পরম বন্ধু এবং পতিই নারীর পরম গুরু। অতএব, যাহাতে তাঁহার নিন্দা বা অপবাদ উপস্থিত

হয়, তাহার প্রতিবিধান করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রাণত্যাগ করিয়াও পতির প্রিয়ানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সুতরাং ইহাতে আমার কোন আক্ষেপ নাই। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে। আমি তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু লক্ষ্মণ! আর্য্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া ও মমতায় পরিপূর্ণ। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত শূন্যহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, তুমি সত্বর যাইয়া তাঁহার সান্ত্বনাবিধান কর। সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবে। দেখিও আমার শোকে আকুল হইয়া, তিনি যেন প্রজারঞ্জন কার্য্যে অমনোযোগ না করেন। প্রজারঞ্জনই রঘুবংশীয়গণের প্রধান ধর্ম্ম। লক্ষ্মণ! তুমি তাঁহাকে বলিবে, আমার আর কোন প্রার্থনা নাই, কেবল ইহাই প্রার্থনা,—"নয়ন হইতে অন্তরিত হইলাম বলিয়া যেন তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তরিত না হই, পরজন্মেও যেন তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হই। সীতা এইরূপ কহিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং ভাগীরথীর উত্তরতীরে উপনীত হইয়া রথে আরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ পরাবৃত্ত হইয়া সীতাকে দর্শন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সীতা চিত্রার্পিতার ন্যায় রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, রথ

নয়নপথের বহির্ভূত হইলে, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

সীতাদেবীকে রোদন করিতে দেখিয়া, মুনিকুমারেরা ভগবান্ বাল্মীকির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! ভাগীরথীর সন্নিহিত বনভাগে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী এক যুবতী একাকিনী অনাথার ন্যায় রোদন করিতেছেন। আমরা সাহস করিয়া তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। আপনি যাহা বিহিত বোধ হয়, করুন।" তপোবলসম্পন্ন ধর্ম্মজ্ঞ বাল্মীকি মুনিকুমারদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং রোরুদ্যমানা সীতাকে অবলোকন করিয়া সুমধুরবাক্যে কহিলেন, "পতিব্রতে! বিলাপ পরিত্যাগ কর। তুমি যে কারণে এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। তুমি মিথিলাধিপতি জনকের কন্যা, অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্রবধূ এবং বসুকীর্ত্তিক রামচন্দ্রের মহিষী। প্রজারঞ্জন ও লোকাপবাদভয়নিবারণের জন্য রামচন্দ্র বিনাদোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি সম্পূর্ণরূপ পাপস্পর্শশূন্যা, জগতে তুমি সতীর আদর্শরূপে কীর্ত্তিত হইবে। আমি আপন তনয়ার ন্যায় সতত তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। মদীয় আশ্রমের অদূরে তাপসীগণ তপস্যা করিতেছেন, তাঁহারা তোমার সহচারিণী হইবেন।" সীতা

বাল্মীকির এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, এবং শিষ্যার ন্যায় চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর, বাল্মীকি মুনিপত্নীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ইনি অযোধ্যাধিপতি ধীমান রামের পত্নী, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ ও মিথিলাধিপতি রাজর্ষিপ্রবর জনকের দুহিতা। বিনা দোষে ইনি পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছেন। অতএব তোমরা পরম স্নেহে ইঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" এই কথা বলিয়া বৈদেহীকে তাপসীগণের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক মহাতপা বাল্মীকি শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

লক্ষ্মণ, দূর হইতে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি কেশিনীনদীতীরে রজনী যাপন করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নসময়ে অযোধ্যানগরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দীনভাবাপন্ন রামচন্দ্রের নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। লক্ষ্মণ নিকটবর্ত্তী হইয়া অগ্রজের চরণযুগল বন্দন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে করুণবচনে কহিলেন, "দুরাত্মা লক্ষ্মণ আর্য্যের আজ্ঞানুসারে পতিপ্রাণা জনকদুহিতাকে গঙ্গাতীরে পরিত্যাগ করিয়া আসিল। লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র রাম 'হা প্রেয়সি' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। লক্ষ্মণ বহু

যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে, রাম অশ্রুপূর্ণনয়নে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ বিনয়গর্ভবচনে কহিলেন, "আর্য্য! ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের শোকে এরূপ অভিভূত হওয়া উচিত নহে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। অসীম ঐশ্বর্য্যও কালে বিনষ্ট হইয়া যায়, সাতিশয় উন্নতি হইলেও সময়ে তাহার পতন হয়, সংযোগের অবসানেই বিয়োগ হয়, জন্মের পরই মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহা বিধিনির্ব্বন্ধ ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। নতুবা কে মনে করিয়াছিল, আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত না হইয়া বনগমন করিবেন? কে মনে করিয়াছিল, দুরাচার রাবণ পতিপ্রাণা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে? এবং পুরবাসিগণ সীতা-সংক্রান্ত কথার এরূপ আলোচনা করিবে, ও সেই সামান্য কারণে আপনি আর্য্যাকে পরিত্যাগ করিবেন, ইহাই বা কাহার মনে ছিল? এই সকল বিবেচনা করিয়া আপনার শোক সংবরণ করা উচিত। আপনাকে বুঝাই, আমার এমত সাধ্য নাই। কিন্তু, যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া আপনি নিরপরাধা সীতাকে পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে যদি তাঁহার জন্য এরূপ শোকাভিভূত হয়েন, তাহা হইলে সে অপবাদ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইবে।" লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে রাম কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও চারিদিনের মধ্যে

একবারও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে প্রজাপালনকার্য্যের ক্রটি করা নিতান্ত অন্যায় বিবেচনা করিয়া, অতিকষ্টে শোক সংবরণ করিলেন, ও অন্তরে সীতার মোহিনীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রজাপালন করিতেলাগিলেন, ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিলেন না। পত্নীর সাহচর্য্য ভিন্ন যজ্ঞাদি সম্পন্ন হয় না বলিয়া, বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ পুনরায় বিবাহকরিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই আর বিবাহ করিলেন না। হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সহিত যজ্ঞাদি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, সীতা বাল্মীকির আশ্রমে থাকিয়া কুশ ও লব নামে যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। কুশ ও লব শৈশব হইতে বাল্মীকির নিকট বিবিধবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সেই অপূর্ব্ব মহাকাব্য কলকণ্ঠ শিশুদ্বয়কে শিক্ষা করাইলেন। যখন কুশ ও লব সুমধুর-স্বরে মহর্ষিরচিত সুললিত রামচরিত গান করিতেন তখন সকলেই মোহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিত।

রামচন্দ্র, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া নৈমিষারণ্যে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করিয়া সুহৃদ্ নৃপতি ও ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিলে, ভগবান্ বাল্মীকি কুশ, লব ও

শিষ্যগণের সহিত তথায় গমন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি কুশ ও লবকে কহিলেন, "তোমরা প্রতিদিন ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে, নরপতি গণের পটমণ্ডপে, রাজমার্গে ও সভাসদ্‌বর্গের সম্মুখে বীণাসংযোগে পরমানন্দে রামায়ণ গান করিবে। যদি মহারাজ রামচন্দ্র তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে তোমরা তাঁহার নিকট গিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিবে। ফলমূলভোজী আশ্রমবাসী তাপসগণের ধনের আবশ্যকতা নাই, অতএব তোমরা কোন মতে কাহারও নিকট ধন গ্রহণ করিবে না। যদি রামচন্দ্র তোমাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তোমরা এই মাত্র বলিবে যে, আমরা বাল্মীকির শিষ্য।"

রাত্রি প্রভাত হইলে, কুমারযুগল প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, মহর্ষির আদেশানুসারে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। একে বাল্মীকির রচনা অতি মনোহারিণী, তাহাতে দিব্যরূপলাবণ্যসম্পন্ন কুশ ও লব অলৌকিক নৈপুণ্যসহকারে বীণাবাদন করিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছেন, যে শুনিল সেই মোহিত হইল, সকলেই নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। অনন্তর, এই সংবাদ রামচন্দ্রের শ্রুতিগোচর হইলে, তিনি সঙ্গীত-শ্রবণ-মানসে তাঁহাদিগকে স্বসমীপে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা রাজাদেশে তৎ-

সন্নিহিত হইয়া গান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাদিগের কলেবরে আত্মসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া পূর্ব্বেই বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন, পরিশেষে কবির রচনালালিত্য এবং শিশুযুগলের মধুরস্বর ও সঙ্গীতনৈপুণ্যে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। পৌর ও জানপদবর্গ এবং সভাস্থ সমস্ত লোকই রামচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অবলোকন ও সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে সহস্র সুবর্ণ প্রদান করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, "আমরা বনবাসী, ফলমূল আহার ও বল্কল পরিধান করি, আমাদের সুবর্ণে প্রয়োজন কি? আপনার সমক্ষে যে আমরা আপনার এই অনুপম চরিত কীর্ত্তন করিতে পারিলাম ও আপনি যে তাহা শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন, ইহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি।" বালকদিগের এবংবিধ প্রবীণতা ও বীতস্পৃহতা দেখিয়া সকলেই অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তখন রামচন্দ্র আগ্রহাতিশয়সহকারে কাব্যপ্রণেতার ও তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কুমারযুগল কহিলেন, "এই কাব্য মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত। আমরা তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি ও তাঁহার নিকট সমুদায় শিক্ষা করিয়াছি। যদি আপনার ইচ্ছা ও অবসর থাকে আমরা

সমগ্র কাব্য আপনাকে শ্রবণ করাইতে পারি।" রাম কহিলেন, "আজ তোমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে, অতএব, এক্ষণে তোমরা আবাসে গমন কর, কল্য হইতে প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া শ্রবণ করিব।" পরদিন হইতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে কুশ ও লব রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মধুরস্বরে রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। ঋষি ও নৃপতিগণ, পৌর ও জানপদবর্গ এবং রাজমহিষী ও ঋষিপত্নীগণ অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিবস অতীত হইলে, রামচন্দ্র কুশ ও লবকে সীতার পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন, ও দূতদ্বারা মহর্ষি বাল্মীকিকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি সীতা স্বীয় বিশুদ্ধির কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন, অথবা আপনি কোন প্রকারে পৌরগণের হৃদয় হইতে সীতাসংক্রান্ত সন্দেহ অপনীত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি সীতাকে গ্রহণ করিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করি, আর আমি সীতাবিয়োগদুঃখ সহ্য করিতে পারি না। কুমারযুগলকে অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত আকুল ও সীতাশোক দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।" বাল্মীকি শ্রবণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি কল্য সভা আহ্বান করিও, আমি সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন করিব। সীতা সাধারণের সম্মুখে আপনার বিশুদ্ধির বিষয়ে শপথ করিবেন, আমিও সকলকে বুঝাইয়া বলিব।"

পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজ রামচন্দ্র আনন্দিতচিত্তে সীতাপরিগ্রহবাসনায় সভা আহ্বান করিলেন, মন্ত্রী ও রাজন্যবর্গ এবং পৌর ও জানপদগণে সভা পরিপূর্ণ হইল। শতসহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সীতা পরিগ্রহ-ব্যাপার দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইল। অনন্তর মুনিবর বাল্মীকি কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। জনকনন্দিনী মনোমধ্যে রাম-চন্দ্রকে ধ্যান করিতে করিতে অবনতবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষির অনুগামিনী হইয়া সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মুনি-পুঙ্গব বাল্মীকি আসন পরিগ্রহ না করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"মহারাজ! সীতাকে সুব্রতা ও ধর্ম্মচারিণী জানিয়াও তুমি কেবল লোকাপবাদভয়ে ইহারে আমার আশ্রমপদে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, আমি ইহাকে পরম-সাধ্বী জানিয়া যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি, ইঁহার গর্ভে তোমার এই যমজ কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি এই দ্বাদশবৎসর ইহাদিগকে যথাবিহিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে ইহাদের ধনুর্ব্বেদ ও রাজধর্ম্ম শিক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ইহাদিগকে গ্রহণ কর। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি জানকীর তুল্য সতী নারী এ জগতে আর নাই। কুশ ও লব তোমারই আত্মজ। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, জানকী একান্ত বিশুদ্ধস্বভাবা।"
রামচন্দ্র বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মন্!

সীতা যে নিতান্ত বিশুদ্ধচারিণী তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, এই কুশ ও লব যে আমারই যমজাত পুত্র, তাহাতেও আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনজন্যই আমি মদ্গতপ্রাণা জানকীরে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। পৌর ও জানপদগণের সন্দেহ অপনীত হইলে, বিশুদ্ধ-স্বভাবা সীতাকে গ্রহণ করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

কাষায়বসনধারিণী জনকনন্দিনী রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সমাগত দর্শকবৃন্দসম্মুখে অবনত বদনে কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, "জননি বসুন্ধরে। আমি যদি পতি ভিন্ন অপর কাহাকেও কখন মনোমধ্যে চিন্তা না করিয়া থাকি, যদি কর্ম্ম,বাক্য ও মনের দ্বারা সর্ব্বদা কেবল পতিরই অর্চ্চনা করিয়া থাকি,তবে তুমি আমাকে স্বীয় গর্ভে স্থান দান কর।" এই কথা বলিতে বলিতে সীতা বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। রাম এ পর্য্যন্ত লোকাপবাদভয়ে অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সীতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া 'হা প্রেয়সি।' বলিয়া মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে পতিত হইলেন। সভাস্থ সকলে অতি কষ্টে তাঁহার চেতনা সঞ্চার করিল বটে, কিন্তু আর তিনি সুস্থ হইতে পারিলেন না। বৈদেহীর অদর্শনে জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন, কুত্রাপি শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। মনোমধ্যে সীতামূর্ত্তি ধ্যান করিয়া প্রজারক্ষাবিধায়ক কার্য্যমাত্র অবলম্বনে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিলেন।
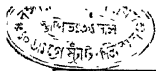
প্রাচীন হিন্দুগণের বসতিবিস্তার।

ভারতবর্ষ অতিপ্রাচীন দেশ, এবং হিন্দু জাতি অতি প্রাচীন জাতি। অতি প্রাচীনকালে হিন্দুগণ সকল বিষয়েই বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যেমন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র হিন্দুসন্তানের বাস দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। হিন্দুসন্তানগণের বাসস্থান প্রথমে হিমাচল-সন্নিহিত সরস্বতীতীরবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত * মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যদি কোন হিন্দুসন্তান সেই ব্রহ্মাবর্ত্তের পবিত্র নদীতীরে দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশের স্মরণাতীত অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রাচীনকালীন পুরাবৃত্ত আলোচনা করেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা কীদৃশ উৎসাহ সহকারে আপনাদিগের বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন, ও কিরূপ পরাক্রমে ক্রমে ক্রমে বিন্ধ্যসীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, সমুদ্রতটের পরান্ত সীমা পর্য্যন্ত সমুদায়

* আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত পশ্চিমাংশ স্থিত দেশ, ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে খ্যাত ছিল।

স্থান আপনাদিগের বাসভূমিতে পরিণত ও স্বাধিকাবভুক্ত করিযাছিলেন।

মনু লিখিয়াছেন, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী (ঘাগর বা কাগার) এই দুই দেবনদীর মধ্যবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ও সঙ্কীর্ণ জাতিদিগের যে আচাব পবম্পবাক্রমে প্রচলিত আছে, তাহাই সদাচার। ব্রহ্মাবর্ত্তেব সমীপবর্ত্তী কুরুক্ষেত্র (স্থানেশ্বব), মৎস্য (জযপুব), পঞ্চাল (কান্যকুব্জ) ও শূবসেনক (মথুবা) দেশ ব্রহ্মর্ষি নামে খ্যাত। মনুষ্যগণ এই ব্রহ্মর্ষিদেশজাত ব্রাহ্মণগণেব সন্নিধানে স্ব স্ব আচাব শিক্ষা কবিবেন। উত্তবে হিমালয ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এতদুভয পর্ববতেব মধ্যে বিনশনেব (কুরুক্ষেত্র) পূবব অবধি প্রযাগের পশ্চিম পয্যন্ত যে দেশ ব্যাপ্ত আছে, তাহাব নাম মধ্যদেশ। উত্তবে হিমালয, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্বে পূর্ব্বসমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিমসমুদ্র এই চতুঃসীমাবদ্ধ দেশেব নাম আয্যাবর্ত্ত। দ্বিজাতিগণ এই দেশেই বসতি কবিবেন। শূদ্রেবা আপনাদেব বৃত্তিব সুবিধানুসাবে যে কোন দেশে অবস্থিতি কবিতে পাবে।

বাস্তবিক, প্রাচীনকালে ব্রহ্মাবর্ত্তসীমা সবস্বতীতীবেই মুনিঋষিদিগের আশ্রম সংস্থাপিত ছিল। তাঁহাদিগেব যজ্ঞ তপস্যাদি যাবতীয ব্যাপাব ঐ স্থানেই অনুষ্ঠিত হইত। সমস্ত মুনিঋষিগণ যে স্থানে সমবেত হইযা বিবিধ

শাস্ত্রালাপ ও দীর্ঘকালসাধ্য যজ্ঞসম্পন্ন করিতেন, এবং যে স্থানের পুণ্যবর্ণনা সমস্ত পুরাণেতিহাসে পরিব্যাপ্ত, ঋষিগণের সেই প্রিয়তম পবিত্র রম্য নৈমিষারণ্যও এই সরস্বতীনদীর তীরবর্ত্তী ছিল। ইহারই পবিত্রতটে সিন্ধু-দ্বীপ,দেবাপি ও বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, দেববিভাগকর্ত্তা মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরও আশ্রম এই পবিত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যিনি কুত্রাপি জ্ঞানার্জ্জনে সক্ষম হইতেন না, তিনি স্বাধ্যায়ধ্বনিসংঘোষিত সরস্বতীতটে বেদজ্ঞানলাভে সুসিদ্ধ হইতেন। বেদ লুপ্তপ্রায় হইলে, ঋষিগণ এই সরস্বতী-তীরস্থিত সারস্বত মুনির নিকট হইতে বেদ শিক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুরাকালীন ভূপতিগণের সন্ধি বিগ্রহাদি সমস্ত ব্যাপারই এই প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। জনশ্রুতি এই যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া লোকসৃষ্টি ও যজ্ঞসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

সরস্বতীতীর হইতে হিন্দুসন্তানগণ ক্রমে যমুনা ও গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বসতি বিস্তার করিলেন। মনুসংহিতা রচনাকালে হিন্দুবংশের বাসস্থান বিন্ধ্যহিমালয়ের অন্তর্বর্ত্তী সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত হইয়াছিল। মনুসংহিতাকার আর্য্যাবর্ত্তকে মানবের কর্ম্মভূমি ও তদ্ভিন্ন সমস্ত দেশ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সূর্য্যবংশীয়গণ

অতি প্রাচীনকাল হইতে অযোধ্যায় অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। কিম্বদন্তী এই যে, বৈবস্বত মনু অযোধ্যাপুরী নির্ম্মাণ করেন, এবং তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু অবধি সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ তথায় বসতি করেন। কি অভিপ্রায়ে যে সূর্য্যবংশীযগণ, পবিত্র সরস্বতীতীর পরিত্যাগ করিয়া, সরযূতীরে অযোধ্যাপুরী নির্ম্মাণ করেন, তাহার কোন বিশিষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অযোধ্যা অতি বৃহৎ ও সুসম্পন্ন মহানগরী ছিল। সেই প্রাচীনকালে অযোধ্যা যেরূপ সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সেরূপ নগর অতি অল্পই দেখা যায়। একদা, এই মহানগরী যে মর্ত্ত্যে অমরাবতীতুল্য ছিল, কবিগুরু বাল্মীকির বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। কবিগুরুর অযোধ্যাবর্ণনার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সরযূতীরে প্রভূত ধনধান্যশালী, উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান অতি বৃহৎ কোশল নামক জনপদে সর্ব্বলোক-বিখ্যাত অযোধ্যানাম্নী নগরী প্রতিষ্ঠিত। ঐ মহাপুরী দ্বাদশ যোজন আয়ত, ত্রিযোজন বিস্তৃত, সুবিভক্ত মহাপথসমূহে সুশোভিত, সর্ব্বযন্ত্র ও সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন এবং সুদৃঢ় কবাটতোরণসমন্বিত ছিল। উহার সুন্দর সুবিভক্ত বৃহৎ রাজপথ সকল সর্ব্বদা জলসিক্ত ও বিকসিত পুষ্পে সমাকীর্ণ থাকিত, এবং উহার চতুর্দ্দিক্ মেঘমালার ন্যায় নিবিড় শালবনে বেষ্টিত ছিল, শত শত শতঘ্নী ও গম্ভীর জলদুর্গম-

পরিখাদ্বারা পরিব্যাপ্ত দুবাসদ বহুতব দুর্গে বেষ্টিত থাকায়, অযোধ্যানগবী শত্রুগণেব একান্ত দুর্গম ছিল। শত্রুপক্ষ তাহার নিকটেও গমন কবিতে পাবিত না। অযোধ্যা-নগরীতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবদ বাজা, অনেক সাধু পুরুষ, নানাদেশনিবাসী বণিক্‌গণ, নানা প্রকাব শিল্পবিদ্যাবিশাবদ-গণ এবং সূত ও মাগধগণ বাস কবিত, বহুতব পর্ব্বততুল্য অত্যুচ্চ বত্নময প্রাসাদ, নবনাবীগণেব সুসমৃদ্ধ ক্রীড়াগার ও নাট্যশালা এবং রমণীয উদ্যান ও আম্রবনে নগবী সুশোভিত ছিল। তাহাব কোন স্থানই বসতিশূন্য ছিল না। গৃহসমস্ত ঘনসন্নিবিষ্ট ও সমস্ত গৃহেরই বাহ্যপ্রদেশ সুসজ্জিত ছিল। তথায দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণব সকল মুহুর্মুহু বাদিত হইত। অযোধ্যা পৃথিবীব সমস্ত নগরী হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ কবিযাছিল। তথায অস্ত্রশস্ত্র প্রযোগবিশাবদ ক্ষিপ্রহস্ত সহস্র সহস্র মহাবথ ছিলেন। তাঁহারা উদাসীন, লুক্কায়িত, অসহায ও পলায়িত ব্যক্তিগণেব প্রতি কখনও অস্ত্রাঘাত করিতেন না।

মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পৌত্র মিথিকর্ত্তৃক মিথিলাপুবী স্থাপিত হইযাছিল। ইক্ষ্বাকুব সহোদব করুষেব সন্তান কারুষ ক্ষত্রিযেরা বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাস কবিতেন। তাঁহাব অন্য ভ্রাতা শর্যাতির পৌত্র রেবত আনর্ত্তদেশেব অধিপতি হইযা কুশস্থলী (দ্বাবকা) নগবীতে বাজধানী কবিযা-ছিলেন। ইক্ষ্বাকুব ভ্রাতা নেদিষ্টবংশীয নৃপতি মিথিলা-

সন্নিহিত বৈশালী নগবীব * প্রতিষ্ঠাতা। ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র নানা দিগ্দেশে গমন করিযাছিলেন। অনেকে ভারতের বহির্ভাগেও বাজ্য স্থাপন কবিযাছিলেন।

সূর্য্যবংশ অপেক্ষা চন্দ্রবংশীয ভূপালদিগেব দেশাধিকাবেব বিবরণ অনেক অধিক দেখিতে পাওযা যায। মনুসন্তান প্রদ্যুম্ন প্রযাগের পূর্ব্ব অংশে প্রতিষ্ঠানপুবী স্থাপন কবিযা চন্দ্রবংশীয পুরুববা নৃপতিকে সমর্পণ করেন। পুরুববাব জ্যেষ্ঠ পুত্রেব নাম আয়ুঃ। আয়ুব পুত্র ছত্রবৃদ্ধের সন্তানেবা পুণ্যনগবী কাশী স্থাপন করেন। পুরুববাব অন্য এক পুত্র অমাবসুব বংশীয় নৃপতিগণ পশ্চিমে কান্যকুব্জ এবং পূর্ব্বদক্ষিণে মগধ ও কামরূপ পর্য্যন্ত অধিকাব বিস্তার কবিযাছিলেন। তৎকুলোদ্ভব কুশবাজেব চাবি পুত্র প্রত্যেকে এক একটা নগবী স্থাপন করিয়াছিলেন—কুশনাভ মহোদয (কান্যকুব্জ), অমূর্ত্তবয প্রাগজ্যোতিষ (কামরূপ), বসু গিবিব্রজ † এবং কুশম্ব কৌশাম্বী ‡ নগব স্থাপন কবিযাছিলেন। আয়ুব অন্য এক পুত্রের নাম নহুষ। নহুষাত্মজ সুবিখ্যাত

* বৈশালী নগবী এক্ষণে বিদ্যমান নাই। বোধ হয, গঙ্গা ও গণ্ডকী নদীব সঙ্গমস্থানে বৈশালী অবস্থিত ছিল।

† মগধ দেশের অন্তর্গত ফল্গু নদীর তীরে যে পঞ্চ পর্ব্বত আছে সেই পঞ্চ পর্ব্বতেব মধ্যে জবাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজ অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধেরা উহাকে রাজগৃহ বলেন।

‡ বোধ হয় প্রয়াগ ও মগধের মধ্যে কোন স্থানে কৌশাম্বী ছিল।

রাজা যযাতির তনয় যদুর বংশোদ্ভব পরাবৃত নৃপতির সন্তানেরা, পূর্ব্বদিকে মিথিলা, দক্ষিণে বিদর্ভ, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পারিপাত্র পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে নর্ম্মদা তীরে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন। পরাবৃতের পুত্র পরিঘ ও হরি বিদেহ (ত্রিহুত) নগরে অবস্থিতি করেন, এবং জ্যামঘ নামে তাঁহার অন্য এক পুত্র গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋক্ষবৎপর্ব্বত * অধিকার করিয়া শুক্তিমতীতে বসতি করেন। তাঁহার পুত্র বিদর্ভ হইতে বিদর্ভদেশের, এবং তাঁহার পৌত্র চেদি হইতে চেদিরাজ্যের উৎপত্তি হয়। যযাতির অন্য এক পুত্রের নাম অণু। অণুর বংশীয় শিবির সন্তানেরা পঞ্জাবাদি পশ্চিমোত্তর খণ্ডের অন্তঃপাতী শিবি, সৌবীর, মদ্র ও কৈকয় † প্রভৃতি দেশ স্থাপন করেন। উশীনরের ভ্রাতা তিতিক্ষুর কুলোদ্ভব বলির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র ‡ নামে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়।

---

* গোণ্ডোয়ানার অন্তর্গত যে পর্ব্বতমালা হইতে নর্ম্মদা ও তাপ্তীনদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম ঋক্ষবান।

† পশ্চিমে সিন্ধু এবং পূর্ব্বে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার সঙ্গম স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান শিবি, সিন্ধুর সন্নিহিত প্রদেশ সৌবীর, বিপাশা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ মদ্র, বিপাশানদীর কিয়দ্দূর পশ্চিমে পর্ব্বতময় প্রদেশ কৈকয় নামে প্রথিত ছিল।

‡ ভাগলপুরের সন্নিহিত প্রদেশের নাম অঙ্গ, ও উৎকলের দক্ষিণ দ্রাবিড় পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশের নাম কলিঙ্গ, বঙ্গের উত্তর বা পূর্ব্ব অংশস্থ প্রদেশ সুহ্ম। কেহ কেহ বলেন, এক্ষণে যেখানে আরাকান ও ত্রিপুরা অবস্থিত, তাহাই সুহ্ম নামে অভিহিত হইত। এক্ষণকার বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার কিয়দংশ পুণ্ড্র নামে খ্যাত ছিল।

তাঁহারা প্রত্যেকে যে দেশে বাস করিয়াছিলেন, তাহা স্ব স্ব নামে খ্যাত করেন। যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশীয় রাজারা মধ্যদেশে ও মগধরাজ্যে রাজত্ব করেন। তৎকুলোদ্ভব হস্তী হস্তিনাপুরী * সংস্থাপন করেন। হস্তীর পুত্র অজমীঢের বংশ বহু স্থানে বিস্তারিত হইয়াছিল। তৎপুত্র নীলের বংশোদ্ভব হর্য্যশ্ব ও তাঁহার পঞ্চ পুত্র পাঞ্চালরাজ্যে রাজত্ব করেন। পঞ্চ খণ্ডে পঞ্চ পুত্রের অধিকার প্রযুক্ত সেই রাজ্য পাঞ্চালনামে খ্যাত হইয়াছিল। ঐ পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে কাম্পিল্য কাম্পিলানামে আর একটী স্বতন্ত্র পুরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অজমীঢের অন্য এক পুত্রের নাম ঋক্ষ। পাঞ্চালেরা ঋক্ষতনয় সম্বরণকে রণে পরাস্ত করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট করেন। সম্বরণ হস্তিনাপুরী হইতে সপরিবারে অমাত্য ও সুহৃদ্গণসহ পলায়ন করিয়া পশ্চিমে সিন্ধুনদতীরস্থ পর্ব্বতসন্নিধানে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। পরে পুনর্ব্বার হস্তিনাপুরী তাঁহাদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। সম্বরণের পুত্র কুরুর নামে কুরুজাঙ্গল † দেশ ও কুরুক্ষেত্র তীর্থের নাম প্রসিদ্ধ হয়। এই ঋক্ষবংশীয় বৃহদ্রথ প্রভৃতি ভূপতিগণ মগধরাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। যযাতির অন্য পুত্র দ্রুহ্যুর কুলোদ্ভব গান্ধার, গান্ধাররাজ্য (কান্দাহার) অধিকার করেন, ও তৎকুলোদ্ভব

* দিল্লীর পূর্ব্বে প্রায় ৩০ ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে হাস্তনা অবস্থিত ছিল।

† বোধ হয় গঙ্গা যমুনার অন্তর্ব্বেদের উত্তর ভাগস্থ জঙ্গলময় প্রদেশ কুরুজাঙ্গল নামে অভিহিত হইত।

প্রচেতার পুত্রগণ উত্তরদিগ্বর্ত্তী ম্লেচ্ছদেশে আধিপত্য স্থাপন করেন। পাণ্ডুপুত্র সুপ্রসিদ্ধ যুধিষ্ঠির যমুনাতীরে ইন্দ্রপ্রস্থ-নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইন্দ্রপ্রস্থ দিল্লীনামে অভিহিত। সুদ্যুম্নের পুত্র উৎকল উৎকল ও গয় গয়া নগরী নির্ম্মাণ করেন। হৈহয়কুলোৎপন্ন মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মাহিষ্মতীপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজিও মাহীষ্মতী মহেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। তৎপ্রদেশের অধিবাসিগণ মাহিষ্মতীকে "সহস্র বাহুকা বস্তি" বলিয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে, এই নগরই চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের প্রথম কীর্ত্তি।

দাক্ষিণাত্য রামচন্দ্রের বনবাসের পূর্ব্বে অরণ্যময় অসভ্য অব্রহ্মণ্য দেশ ছিল। তৎকালে স্থানে স্থানে দুই একটী ঋষির আশ্রম ভিন্ন আর কোনও আর্য্যনিবাসই দাক্ষিণাত্যে লক্ষিত হইত না। অনন্তর, রামচন্দ্র রাবণবিনাশপূর্ব্বক অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাগমন করিলে, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদি দক্ষিণ দেশে গমনপূর্ব্বক পাণ্ড্য, চোল ও তোণ্ড * প্রভৃতি বহুতর রাজ্য সংস্থাপন করেন, ও ব্রাহ্মণ-

---

* পাণ্ড্যরাজ্যের দক্ষিণ সীমা কন্যাকুমারী, উত্তর সীমা বরক নদী, পূর্ব্ব সীমা সমুদ্র এবং পশ্চিম সীমা মলয়গিরি ও চেররাজ্য। পাণ্ড্যমণ্ডলের উত্তর পিনাকিনীনদী পর্য্যন্ত চোলরাজ্যের সীমা। পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যের পশ্চিমে চের বা কঙ্গ রাজ্য, ইহার উত্তরে কর্ণাট, দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে কেরল। তোণ্ডমণ্ডলের দক্ষিণ সীমা পিনাকিনী ও উত্তর সীমা ত্রিপথি।

গণ তথায় যাত্রা করিয়া শাস্ত্রপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। চোল, তোণ্ড ও পাণ্ড্যরাজ্য রামায়ণনির্দ্দিষ্ট দণ্ডকারণ্যের অন্তঃপাতী ছিল। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে কতকগুলি তীর্থযাত্রী রামেশ্বরতীর্থে গমনপূর্ব্বক বন পরিষ্কার করিয়া তথায় বসতি করেন। আর্য্যাবর্ত্তবাসী মপুরানায়কপাণ্ড্য নামে একজন বৈশ্য বৈজা-নদীর তীরস্থ প্রদেশ পবিত্রত করিয়া মধুবনগর পত্তন করেন এবং অযোধ্যাপুরী হইতে তয়মন-চোল নামে এক ব্যক্তি কাবেরী নদীর সন্নিহিত ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া ত্রিশিরপল্লীতে চোল নামে অভিহিত এক নগরী স্থাপন করেন। চোলরাজ্যের চতুশ্চত্বারিংশ রাজা কুলোত্তুঙ্গচোলের এক জারজ সন্তান জন্মিয়াছিল, রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজারা জন্মরাত্যর জন্য, তাঁহাকে যুবরাজ রূপে স্বীকার করিল না, এ নিমিত্তে কুলোত্তুঙ্গ তাঁহাকে একখণ্ড বনভূমি অর্পণ করিলেন। সেই প্রদেশের নাম তোণ্ডমণ্ডল ও তাহার রাজধানীর নাম কাঞ্চী নগর হইল।

ভৃগুবংশাবতংস সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর পরশুরাম প্রভৃত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া, সেই নরহত্যাপাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধানজন্য দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত গোকর্ণতীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, তথায় তিনি সমুদ্রতটের প্রসারণ দ্বারা কেবলরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণসন্তান আনয়নপূর্ব্বক তথায় সংস্থাপন করেন। সহ্যাদ্রিখণ্ডে দ্রাবিড় ভাষায় লিখিত কোন

গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, সেই দেশ ব্রাহ্মণহীন দেখিয়া পরশুরাম কতিপয় কৈবর্ত্তকে যজ্ঞোপবীত প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন। ঐ কাল্পনিক ব্রাহ্মণেরা সর্পভয়ে ভীত হইয়া, কেরল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। তখন পরশুরাম কুরুক্ষেত্র হইতে আর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া তথায় স্থাপিত করিলেন।

প্রাচীন হিন্দুগণ কেবল ভারতবর্ষমধ্যে নিবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহারা ভারতের বহিস্থ অনেক দেশে বাসস্থান-নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এক্ষণকার ন্যায়, পূর্ব্বকালে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না। প্রাচীন হিন্দুগণ সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ ও সমুদ্রপোতচালন প্রভৃতি কার্য্যে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। তাঁহাদের সমুদ্রপথে ভ্রমণ, বাণিজ্য কার্য্য, ও বসতি স্থাপন-জন্য বহু দূরতরদেশে গমনের অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুসংহিতায় সমুদ্রপোতমূল্যের বিধান আছে, রামায়ণে সমুদ্রবণিক ও সামুদ্রিক রত্নের অনেক উল্লেখ আছে, শকুন্তলার ধনবৃদ্ধিবণিকের আখ্যান, হিতোপদেশের কন্দর্পকেতুর আখ্যান, পদ্মপুরাণের চাঁদসদাগর ও কবিকঙ্কণ চণ্ডীর শ্রীমন্তসদাগর প্রভৃতির আখ্যান দ্বারা এবং বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে বিজয়সিংহের সিংহলাধিকারের যে বিবরণ আছে, তদ্দারা প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আদিপুরাণ প্রভৃতিতে যে সমুদ্রযাত্রা-নিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহা কলিকাল সম্বন্ধে। সত্যাদি যুগত্রয়ে

হিন্দুগণ ইচ্ছানুসারে সমুদ্রযাত্রা করিয়া আবশ্যকমত সমুদ্র-পারে বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদন ও বসতি স্থাপন করিতেন।

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যজাতির গ্রন্থে ও অনেক দ্বীপের পুরাবৃত্তেও হিন্দুজাতির সমুদ্রভ্রমণসম্বন্ধে অনেক প্রমাণ ও আখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল দেখিয়া পুরা-তত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, হিন্দুবণিকেরা শকট্রা-দ্বীপে যাইয়া বাণিজ্যার্থে বাস করিতেন, এবং যাবা বোর্ণিয়ো প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতে জায়ফল, দারুচিনি প্রভৃতি বাণিজ্য-দ্রব্য আনয়ন করিতেন। যাবাদ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীরা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা সপ্তদশ শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাবসময়ে যাবাবাসী হিন্দুগণ স্বদেশপরিত্যাগপূর্ব্বক তন্নিকটস্থ বালি নামক ক্ষুদ্রদ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। অদ্যাপি তাঁহারা আপনা-দিগের প্রাচীন ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক তথায় কালযাপন করিতেছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত এবং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদি দেবগণের উপাসক। তাঁহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ। অদ্যাপি তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। যাবাদ্বীপে যে হিন্দুর বাস ছিল, অদ্যাপি তাহার বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় অদ্যাপি হিন্দুদিগের প্রাচীন দেবমন্দির, নানাপ্রকার দেবতার প্রতি-মূর্ত্তি এবং হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত নানা পুস্তক বর্ত্তমান আছে;

হিন্দুদিগের অনেক আচার ব্যবহারও তথায় অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। তদ্দেশপ্রচলিত এক উপাখ্যানে লিখিত আছে, অতি পূর্ব্বকালে কতকগুলি সুশীল ও কতক গুলি দুঃশীল অসুর এক সর্পকে বন্ধনরজ্জু ও এক পর্ব্বতকে মন্থানদণ্ড করিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। এই আখ্যান যে পুরাণোক্ত সমুদ্রমন্থনের আখ্যান হইতে গৃহীত, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। বোর্ণিয়োদ্বীপস্থ সরাবক্‌ নামক প্রদেশেও হিন্দুর বাস ছিল। তথাকার এক জাতীয় মনুষ্য অদ্যাপি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত।

হিন্দুগণের সমুদ্রপোতচালনক্ষমতাও নিতান্ত অল্প ছিল না। বিদেশীয়দিগের গ্রন্থে তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একখানি চীন গ্রন্থে লিখিত আছে, ন্যূনাধিক ১৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে সিফাহিয়ন নামা একজন চীনদেশীয় বৌদ্ধ আপন দেশে স্বধর্ম্মের দুরবস্থাদর্শনে অতি খিন্নমনা হইয়া তীর্থপর্য্যটন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহকরণার্থে তদ্ধর্ম্মের আকরস্থান ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি চীন, তাতার ও তিব্বতাদি দেশ ভ্রমণানন্তর হিমালয়পর্ব্বত বেষ্টন পূর্ব্বক সিন্ধুনদ উৎক্রমণ করিয়া পঞ্জাব, দিল্লী, মথুরা, প্রয়াগ, বৈশালী, রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যাদি নানা বৌদ্ধতীর্থ ভ্রমণ করেন। পরে মগধ ও তাম্রলিপ্তিতে (তমলুকে) দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি ও অনেক বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই

সময়ে সেই স্থানের কতকগুলি বণিক্ সমুদ্রপথে সিংহলে যাত্রা করে। তিনি তাহাদের সহিত যাত্রা করিয়া পঞ্চদশ দিনে সিংহলরাজ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় দুই বৎসর বাস করিয়া ফাহিয়ন পালিভাষায় লিখিত কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন, এবং তৎসমুদায় সমভিব্যাহারে লইয়া এক বৃহৎ সমুদ্রপোতে আরোহণ করিলেন। ঐ পোতে দুই শত মনুষ্যের স্থান হইতে পারিত। কি জানি সমুদ্রে কোন দুর্দৈব ঘটিয়া পোত ভগ্ন হয়, এই আশঙ্কায় পোতের পশ্চাতে এক ক্ষুদ্র নৌকা বদ্ধ থাকিত। বায়ুসহকারে পোত পূর্ব্বাভিমুখে দুই দিন গমন করিলে, প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইল, ও পোতের তলদেশ ছিন্ন হইল। তখন পোতস্থিত বণিকেরা পোত জলমগ্ন হইবে এই আশঙ্কায় সাতিশয় ভীত হইল, ও সকলেই সেই ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিবার মানস করিল। কিন্তু অত্যন্ত গুরুভারের আশঙ্কায় নাবিকেরা তাহার বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া সকলেই পোতস্থ গুরু বস্তু সকল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া জল সেচন করিতে লাগিল। ফাহিয়নও স্বীয় অনাবশ্যক দ্রব্য সকল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া নাবিকদিগের সহিত জলসেচন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ দিন ও ত্রয়োদশ রাত্রি পরে ঐ মহাবায়ু প্রশমিত হইলে, তাহারা এক উপদ্বীপের তটে উপনীত হইল, এবং ভাঁটা পড়িলে পোতচ্ছিদ্রের অন্বেষণপূর্ব্বক

তাহা বোধ করিয়া পুনর্ব্বার সাগরপথে যাত্রা করিয়া নবতি দিবস পরে যাবাদ্বীপে উপস্থিত হইল। ঐ সমুদ্র এত প্রশস্ত যে,তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমভাগ একান্ত দুর্জ্ঞেয়। যখন রজনী অত্যন্ত তিমিরাবৃত হইত,তখন পোতস্থ ব্যক্তিরা ভীষণ জলতরঙ্গের ভয়াবহ গর্জ্জন, কূর্ম্মকুম্ভীরাদি সামুদ্রিক জন্তুগণের আস্ফালনশব্দ, ও কদাচিৎ বিদ্যুতের অগ্নিস্ফুরণ ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করিতে পারিত না। তৎকালে পোত কোন্ স্থানে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাও নির্ণয় করা দুরূহ হইত।

এই সময়ে যাবাদ্বীপে বহুতর বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী ব্রাহ্মণের অধিবাস ছিল। সে সময়ে তথায় বৌদ্ধব্যবস্থা প্রচলিতই হয় নাই। ফাহিয়ন যাবায় দশ মাস বাস করিয়া, পুনর্ব্বার দুই শত মনুষ্যের উপযোগী এক বৃহৎ পোতে আরোহণপূর্ব্বক কতকগুলি বণিকের সহিত যাত্রা করিলেন। এক মাস অতীত হইলে, সমুদ্রমধ্যে অতি ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে পোতস্থ বণিক্ ও অন্যান্য যাত্রিগণ অত্যন্ত ভীত হইল। সকলেই মনে করিল, এই শ্রমণের সংসর্গ জন্যই তাহাদিগের এই সকল দুর্দ্দৈব ঘটিতেছে। তখন সকলে একত্রে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে নিকটবর্ত্তী কোন দ্বীপের তটে ইহাকে নামাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, একজনের নিমিত্ত সকলের আপদে পড়া উচিত নহে। কিন্তু ফাহিয়নের পরমহিতৈষী এক ব্যক্তি আপত্তি করায় তাঁহাকে নামাইয়া দেওয়া হইল না।

তাহারা কিযদধিক পঞ্চাশৎ দিবসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইযাছিল। সপ্ততি দিবস পর্য্যন্ত সমুদ্রে থাকাতে তাহাদের ভোজ্যপেয সমুদায দ্রব্য প্রায শেষ হইল। তখন যে অবশিষ্ট ভোজ্য ছিল, তাহা সমুদ্রের লবণাম্বু দ্বাবা পাক করিতে লাগিল, ও ব্যযাবশিষ্ট পানীয জল পানার্থ অংশ কবিযা লইল। এই অবশিষ্ট জলেবও শেষ হয দেখিযা বণিকেবা ভূমিপ্রাপ্তিব আশায উত্তব-পশ্চিমাভিমুখে পোত পবিচালিত কবিল, এবং ক্রমাগত দ্বাদশ দিবস গমন কবিযা লাও নামক পর্ব্বতেব দক্ষিণাংশে উপস্থিত হইল। তাহাবা কোথায আসিযাছে স্থিব কবিতে না পাবিযা, স্থাননির্ণযার্থ ক্ষুদ্র নৌকায আবোহণ কবিযা নদীমুখে প্রবেশ করিবাব উদ্যোগ কবিতেছে, এমন সমযে দুইজন ব্যাধকে দর্শন কবিযা ফাহিযান জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমবা কোন্ জাতীয মনুষ্য? তাহাবা উত্তব কবিল, আমবা বৌদ্ধমতাবলম্বী। তদনন্তর তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, "এ বাজ্যেব নাম কি?" তাহারা কহিল, "ইহার নাম থসিঙ্গ্ চিউ, ইহা লিওবংশাধিকৃত সাংকো-এঙ্গকিউঙ্গ নামক রাজ্যেব সীমান্তবর্ত্তী।" তখন বণিকগণ চীনদেশে আসিযাছে জানিতে পাবিযা পবম হর্ষ প্রাপ্ত হইল, এবং দেশমধ্যে প্রবিষ্ট হইযা বাণিজ্যকার্য্যে মনো-যোগী হইল। বিদেশীযদিগেব গ্রন্থে ভারতবাসীব সমুদ্র-যাত্রাবিষয়ে এরূপ অনেক আখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ।

পাণ্ডুতনয়গণ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর বিরাটরাজভবনে অজ্ঞাতবাস দ্বারা প্রতিজ্ঞাত পণ পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইয়া আপনাদের প্রাপ্য রাজ্য প্রার্থনা করিলে, দুর্য্যোধন তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন যুদ্ধব্যতীত স্বরাজ্য প্রাপ্তির আশা নাই দেখিয়া, পাণ্ডবগণ যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন। দুর্য্যোধনও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ সেই ভীষণ গৃহযুদ্ধে একতর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়া, দশ দিন অমানুষ বিক্রম সহকারে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে শর-শয্যায় শয়ন করিলেন। তদনন্তর শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া পঞ্চ দিবস অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে, সূতপুত্র কর্ণ সেনাপতিপদ লাভ করিয়া দুই দিবস প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন।

কর্ণের শেষ দিনের লোমহর্ষণ রণাভিনয় সন্দর্শন

করিয়া শত্রু মিত্র সকলেই স্তম্ভিত হইল।" অর্জ্জুন প্রবল পরাক্রান্ত সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কর্ণ ভীষণবেগে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। যুধিষ্ঠির আত্মরক্ষার্থ বিপুল বিক্রমসহকারে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কর্ণের অসহনীয় তেজঃ নিবারণ করিতে পারিলেন না। মহাবীর কর্ণ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির, কর্ণের দুর্দ্দমনীয় পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন। কর্ণ শরজালবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের অনুধাবন করিতে দেখিয়া, রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ভীমের সহিত কর্ণের লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির নিতান্ত ব্যথিত ও অপমানিত হইয়া শিবিরে গমন করিলেন।

মহাবীর অর্জ্জুন বহুসংখ্যক সংশপ্তক নিহত করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, "জনার্দ্দন। ঐ দেখ, সৈন্যগণ কর্ণশরে বিদলিত হইতেছে, বলসমুদায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে। অতএব যে স্থানে সূতপুত্র আমাদিগের সৈন্য বিদ্রাবিত করিতেছে, সেই স্থানে রথ চালনা কর।" বাসুদেব কহিলেন, "পার্থ। রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছেন, অগ্রে তাঁহারে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে নিপীড়িত করিবে।" এই

বলিয়া কৃষ্ণ অবিলম্বে ধনঞ্জয়সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের দর্শনার্থ গমন করিলেন। ধনঞ্জয় সৈন্যমধ্যে অনেক অনু-সন্ধান করিয়াও যুধিষ্ঠিরের দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন চিন্তাকুলিতচিত্তে ভীমসেন সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মন্! ধর্ম্মরাজ এক্ষণে কোথায়?" ভীম কহিলেন, "ভ্রাতঃ! ধর্ম্মনন্দন, সূতপুত্রের শরনিকরে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া এস্থান হইতে গমন করিয়াছেন। তিনি জীবিত আছেন কিনা সন্দেহ।" অর্জ্জুন শুনিয়া নিতান্ত-উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "আর্য্য! আপনি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত শীঘ্র প্রস্থান করুন। আমার বোধ হইতেছে, তিনি সূতপুত্রের শরনিকরে গাঢতর বিদ্ধ হইয়া শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি দ্রোণা-চার্য্যের নিশিত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়াও সংগ্রামস্থল পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু আজি যখন তাঁহারে সংগ্রাম-স্থলে অবলোকন করিতেছি না, তখন নিশ্চয় তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব, আপনি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত অবিলম্বে গমন করুন। আমি বিপক্ষগণকে অবরোধ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি।" ভীমসেন কহিলেন, "ভ্রাতঃ! ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তোমারই গমন করা কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে রণস্থল পরিত্যাগ করিলে শত্রুপক্ষীয়েরা আমাকে ভীত মনে করিবে।"

মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমপরাক্রম ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মরাজের অন্বেষণে কৃষ্ণসহ শিবিরে গমন করিয়া, দেখিলেন, তিনি নিতান্ত বিমনা হইয়া একাকী শয়ন করিয়া আছেন, কোন অত্যহিত হয় নাই দেখিয়া অর্জ্জুন যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে অসময়ে শিবিরে আগত দেখিয়া, কর্ণ নিহত হইয়াছে মনে করিলেন এবং প্রীত-মনে তাঁহাদিগের যথোচিত অভিনন্দন করিয়া হর্ষগদ্গদ বচনে কহিলেন, "ধনঞ্জয়! তোমাদের মঙ্গল ত? মহারথ কর্ণকে নিহত করিয়াছ ত? মহাবীর পরশুরামের নিকট হইতে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া কর্ণ একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল। অদ্য কর্ণ আমারে পরাজিত করিয়া সমরাঙ্গণে অনেক পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, কেবল ভীমসেনের প্রভাবেই আমি অদ্য জীবিত আছি। অতুলবিক্রম পিতামহ ভীষ্ম ও গুরু দ্রোণাচার্য্য হইতে যে দুরবস্থা হয় নাই, আজি সূতপুত্র কর্ণ হইতে তাহা হইয়াছে।"

অর্জ্জুন, রাজা যুধিষ্ঠিরের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষসদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে আমার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। সেই মহাবীর ও সংশপ্তক-গণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে আমি কর্ণকৃত ব্যাপা-

বের কিছুমাত্র অবগত হইতে পারি নাই। ঐ সকল বল নিবাকৃত করিয়া আমি সংগ্রামার্থ কর্ণের সম্মুখে গমন করিতেছিলাম, কিন্তু রণস্থলে আপনাকে দেখিতে না পাইয়া ও মধ্যমাগ্রজমুখে আপনার অপমানবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে আপনার দর্শনার্থে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আপনাকে সুস্থ দেখিয়া চিন্তা দূর হইল, এক্ষণে আমি কর্ণকে বিনাশ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। আপনি আসিয়া আমাদের উভয়ের যুদ্ধ সন্দর্শন করুন।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণকৃত অপমানে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন, পরে অর্জ্জুনকে অসময়ে শিবিরে আগমন করিতে দেখিয়া, কর্ণ নিহত হইয়াছে মনে করিয়া, অতুল আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে অর্জ্জুনবাক্য শ্রবণে নিতান্ত নিরাশ ও অভিতপ্ত হইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। আক্রোধের ক্রোধ হইলে প্রায়ই জ্ঞানশূন্য হয়। যুধিষ্ঠির ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া কহিলেন, "অর্জ্জুন। বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত অশব্দচক্রসম্পন্ন কপিধ্বজ তোমার রথ, হেমপট্টসমলঙ্কৃত খড়্গ তোমার অস্ত্র, দুর্ধর্ষ গাণ্ডীব তোমার ধনুঃ ও স্বয়ং বাসুদেব তোমার সারথি, তথাচ তুমি সূতপুত্রকে ভয় কর। তোমার গাণ্ডীবে ধিক্, তোমার বাহুবীর্য্যেও ধিক্।"

যুধিষ্ঠিরের এবংবিধ পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন

নিতান্ত সন্তপ্ত হইযা কহিলেন, "আপনি • আমাকে অযথা তিরস্কার করিতেছেন। পিনাকপাণি মহাদেব আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। আমি নিবাত-কবচদিগকে নিহত করিযাছি, আমিই ভূপতিগণের সহিত সমুদায় পৃথিবী জয় করিযা আপনার বশীভূত করিয়াছি, আমার পরাক্রমেই আপনার দিব্য সভা নির্ম্মিত ও সমাপ্ত-দক্ষিণ রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে, আর আমি কর্ণকে • ভয করি। স্বয়ং রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া আমাকে ভীত বলিযা তিরস্কার করা আপনার শোভা পায় না। ভীমসেন কৌরবপক্ষীয বীরগণের সহিত 'যুদ্ধ করিতেছেন, তিনি বরং আমাকে এরূপ তিরস্কার করিতে পারেন। আপনি অক্ষক্রীড়ায আসক্ত হইযা স্বয়ং অসাধুব্যবহৃত ঘোরতর অধর্ম্মানুষ্ঠান করিযা এক্ষণে আমাদিগের প্রভাবে অরাতি-গণের পরাজয়সাধনের অভিলাষ করিযাছেন; সহদেব অক্ষক্রীড়ার বহুতর দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিল, তথাপি আপনি অক্ষক্রীড়া পরিত্যাগ করেন নাই। স্বয়ং দুঃখোৎ-পাদন করিযা আমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ও গাণ্ডীবের নিন্দা করা নিতান্ত অন্যায।" এইরূপ বলিতে বলিতে অর্জ্জুন কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিলেন।

হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে অসি নিষ্কাসিত করিতে দেখিযা কহিলেন, "পার্থ। তুমি কি নিমিত্ত খড়গ গ্রহণ করিলে? এখানে ত তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত নাই।"

মহাত্মা হৃষীকেশ এইরূপ কহিলে, মহাবীর ধনঞ্জয় দীর্ঘ-নিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "জনার্দ্দন! তুমি ত জান, আমার প্রতিজ্ঞা আছে, যিনি গাণ্ডীবের নিন্দা করিবেন, আমি তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিব।" মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বারংবার ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "ধনঞ্জয়! এক্ষণে নিশ্চয় জানিলাম, তুমি যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি ধর্ম্মভীরু, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনই ঈদৃশ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন না। আজি তোমাকে এরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া নিতান্ত মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, সে নরাধম। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি কি তাহা অবগত নহ? অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বরং ধর্ম্মার্থে সত্য ভঙ্গ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রাণিহিংসা কখনই কর্ত্তব্য নহে। সজ্জনেরা সমরে অপ্রবৃত্ত, শরণাগত, বিপদ্‌গ্রস্ত, প্রমত্ত ও রণপরাঙ্মুখ শত্রুরেও বিনাশ করা নিন্দনীয় কহিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর প্রাণসংহারে সমুদ্যত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই অবিমৃষ্য-কারিতাজাত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য নিতান্ত মূর্খের

ন্যায় অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। দুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্মতব ধর্ম্মপথ অবগত না হইয়াই গুরুর বিনাশে অভিলাষ করিয়াছ। ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, তৎসম্বন্ধে আমি শ্যেনকপোত সংবাদ নামে একটী প্রাচীন উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কব।

একদা মহাবাজ ঔশীনব শিবি উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একটী কপোত শ্যেনভয়ে ভীত ও শরণার্থী হইয়া তাঁহাব উরুদেশমধ্যে লুক্কায়িত হইল। অবিলম্বে শ্যেন, রাজার নিকট আগমন কবিয়া আপনাব ভক্ষ্য কপোত প্রার্থনা কবিল। রাজা কহিলেন, "হে বিহগবর, এই কপোত প্রাণভয়ে ভীত হইয়া জীবিতপ্রত্যাশায় আমাব শরণাপন্ন হইযাছে, সুতবাং আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পাবি না। শরণাগত ব্যক্তিরে পরিত্যাগ কবা অপেক্ষা পাপ বোধ হয আর নাই। অতএব আমি ইহাকে ত্যাগ কবিতে পাবিব না।"

শ্যেন কহিল, মহাবাজ। সমুদায জীব আহার্য্যদ্রব্যজাত হইতে উৎপন্ন হইয়া, আহাব দ্বাবাই পবিবর্দ্ধিত হয এবং আহাব কবিযাই জীবিত থাকে। ভোজন পবিত্যাগ কবিলে কদাচ কাহাবও জীবনবক্ষা হয না। আপনি কপোত প্রদান না কবিলে, আহারবিবহে আমার প্রাণ নিশ্চযই শবীব পবিত্যাগ কবিযা প্রস্থান করিবে। আমাব মৃত্যু হইলে পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরি-

বারবর্গও বিনষ্ট হইবে। অতএব মহারাজ! আপনি একটী প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বহু প্রাণীর প্রাণ-সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে আপনার ধর্ম্ম-লাভের সম্ভাবনা কোথায়? যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তরবিরোধী তাহা কখনও ধর্ম্ম নহে। পরস্পর অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম-পদবাচ্য।' যাহাতে বাধা নাই, সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান সাধু-গণের কর্ত্তব্য। অথবা, উভয় ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনা করিয়া যাহাতে অধিকতর ধর্ম্ম লাভের সম্ভাবনা, তাহারই অনুসরণ করা উচিত। কপোতকুল আমাদের বিধিনির্দ্দিষ্ট খাদ্য। আপনি কপোতের প্রতি দয়াপরবশ হইতে পারেন, কিন্তু খাদ্য হরণ করিয়া আমাদের প্রাণ নাশ করিবার অধিকার আপনার কোথায়? যদি সমস্ত কপোতকুল আপনার আশ্রয় গ্রহণ করে ও দয়া করিয়া আপনি তাহাদের সকলকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে কি আহারাভাবে শ্যেনকুলের বিনাশ হইবে না? পরাৎপর পরমেশ্বরের সৃষ্ট শ্যেনকুলের বিলোপ করিলে কি প্রাণিহিংসাজনিত পাপ জন্মিবে না? একটী কপোত-রক্ষাজনিত পুণ্য অপেক্ষা এ কার্য্য কি অধিক পাপজনক নহে?'

রাজা শ্যেনমুখে ঈদৃশ যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "বিহগবর! তুমি যেরূপ কল্যাণকর বাক্য কহিতেছ, তাহাতে বোধ হয়, তোমার

কিছুই অবিদিত নাই। কিন্তু তুমি কি প্রকারে শরণার্থীবে পরিত্যাগ কবা সাধুধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ? ভোজনই তোমাব প্রয়োজন, অতএব তুমি অন্য প্রকাবে অধিকতর আহার আহরণ করিতে পার। অথবা আমি তোমাব নিমিত্ত মৃগ, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি পশু আহবণ কবিতে পাবি, অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে, তাহাও এইক্ষণে প্রস্তুত হইতে পাবে।" শ্যেন কহিল, 'মহীপাল! আমবা মৃগ, বরাহ প্রভৃতি কোনজন্তুই ভক্ষণ করি না, বিধাতা আমাদেব যে আহাব বিধান কবিয়াছেন, আমাকে তাহাই প্রদান করুন। শ্যেনপক্ষী কপোতই ভক্ষণ করিয়া থাকে। অন্য প্রাণী বধ কবিয়া আমাকে ভক্ষণ কবিতে দিলে, আপনারও ত প্রাণিহিংসাজনিত পাপ জন্মিবে।'

রাজা শ্যেনেব এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কোন প্রকাব উত্তর দিতে পাবিলেন না। অথচ শবণার্থীবে পবিত্যাগ কবাও তাঁহার মতে নিতান্ত অধর্ম্মজনক বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে অন্য উপায় না দেখিযা স্বকীযদেহ হইতে কপোতপবিমিত মাংস কর্ত্তন কবিযা শ্যেনকে প্রদান কবিলেন।

তাই বলিতেছি, অর্জ্জুন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করা বড়ই দুরূহ। কোন কার্য্যই সকল সময়ে ধর্ম্মজনক ও সকল সময়ে পাপজনক হয় না। এক অবস্থায় যাহা পুণ্যজনক, অবস্থান্তরে তাহাই আবাব পাপজনক। যাহা সচরাচব পাপজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, অবস্থা

বিশেষে তাহাও ,পুণ্যজনক হয। উদ্দেশ্যেব উপবেই পাপ-পুণ্য নির্ভব করে। বলাক নামক ব্যাধ প্রাণিহিংসা করিযা স্বর্গে গমন কবিযাছিল, এবং কৌশিক নামক ব্রাহ্মণ সত্য বাক্য কহিযা ঘোব নবকে পতিত হইযাছিল। কাবণ, বলাক যে প্রাণীব প্রাণ বধ কবিযাছিল, সে প্রতিদিন বহুতর প্রাণীব প্রাণ নাশ কবিত। সেই বহু প্রাণিহত্যা নিবারণাভি-প্রাযে বলাক তাহাকে সংহার কবিযাছিল বলিযা, ঐ হিংসা দ্বাবা তাহার বহু প্রাণিরক্ষারূপ ধর্ম্মসঞ্চয হইয়াছিল। কিন্তু কৌশিকের সত্য বাক্যে কতকগুলি নিরীহ লোকেব প্রাণ-বিনাশ হইযাছিল এই জন্য তদ্দ্বাবা তাঁহার পরানিষ্টকবণরূপ পাপ সঞ্চিত হইযাছিল।

বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ কৌশিক গ্রামেব অনতিদূবে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। তিনি কখনও মিথ্যা বাক্য বলিতেন না, সকলেই তাঁহাকে সত্যবাদী বলিযা জানিত। একদা, কতকগুলি লোক দস্যুভযে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ কবিলে, দস্যুরা বহু যত্নসহকারে সেই বনমধ্যে তাহাদিগেব অন্বেষণ কবিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাদেব সন্ধান পাইল না। পরিশেষে তাহারা কৌশি-কের সমীপে সমুপস্থিত হইযা কহিল, 'ভগবন্! কতক-গুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন কবিযাছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিযাছে, যদি আপনি অবগত থাকেন, সত্য করিয়া বলুন।' কৌশিক দস্যুগণের অভিপ্রায় বুঝিতে

পাবিযাও সত্য বাক্য বলা উচিত ভাবিয়া, তাহাদিগকে কহিলেন, তাহাবা এই বৃক্ষলতাগুল্মপবিবেষ্টিত অটবীমধ্যে গমন কবিয়াছে।' তখন সেইক্রূবকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইযা তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিক সেই পাপে লিপ্ত হইযা ঘোব নবকে নিপতিত হইলেন।

প্রাণিগণের রক্ষার নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। হিংস্রকদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মেব সৃষ্টি। ইহা প্রাণিগণকে ধারণ (বক্ষা) কবে বলিযাই ধর্ম্মনামে নির্দ্দিষ্ট হইযাছে। অতএব যদ্দাবা প্রাণিগণেব বক্ষা হয, তাহাই ধর্ম্ম। যদি কেহ দুবভিসন্ধিপ্রণোদিত হইযা অন্যের বিনাশসাধনমানসে কাহাবও নিকট তাহার তথ্যানুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন কবাই উচিত। সত্য কথা বলিযা তাহার প্রাণনাশেব সহাযতা কবা কিছুতেই উচিত নহে। যে স্থলে শপথ না কবিলে চৌবসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিবাব উপাযান্তব নাই, সে স্থলে শপথ তাদৃশ দূষণীয নহে। ঐরূপ দান সৎকর্ম্ম হইলেও চৌবদিগকে ধনদান কবা কদাপি বিধেয নহে। পাপাত্মাদিগকে ধনদান কবিলে, অধর্ম্মাচবণনিবন্ধন দাতাকে নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয। তোমার এই প্রতিজ্ঞারক্ষাও ঐরূপ নিতান্ত অধর্ম্মজনক। যে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইলে পাপানুষ্ঠান করার সম্ভা-

বনা আছে, সেবপ প্রতিজ্ঞা করিতেই নাই। সুতরাং তোমার এই অযথা সত্য রক্ষা করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণবধকরা যে অত্যন্ত অধর্ম্মজনক তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রেব নিক্ষিপ্ত শবনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া একান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তিনি রোষভবে একপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ কবিয়াছিলেন। একপ অবস্থায় কৃত কোন কার্য্যেবই দোষ গ্রহণ কবা উচিত নহে। যাহাহউক তোমাব প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়াছে। কেননা, ধর্ম্মবাজ এক্ষণে জীবন সত্ত্বেও মৃত বলিয়া নির্দিষ্ট। এই জীবলোকে মাননীয় ব্যক্তি যত দিন সম্মান লাভ কবেন, ততদিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পাবেন, অপমানিত হইলেই তাঁহাকে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ কবিতে হয়। গুরুকে 'তুমি' বলিয়া নির্দ্দেশ কবিলেই তাহাবে বধ কবা হয়। বৃদ্ধবর্গ, বীরগণ, তুমি, ভীম, নকুল ও সহদেব, তোমবা সকলেই ধর্ম্মবাজকে বিলক্ষণ সম্মান করিয়া থাক, আজি তুমি তাঁহারে যেরূপ অপমানিত করিয়াছ, তাহাতেই তাঁহাব বধসাধন করা হইয়াছে।

ধর্ম্মভীরু সব্যসাচী কৃষ্ণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিমনা ও অনুতপ্ত হইলেন, এবং দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই নিষ্কাসিত অসিদ্বারা আত্ম-

বিনাশ সাধনে সমুদ্যত হইলেন। বাসুদেব তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "অর্জ্জুন। কি জন্য তুমি এরূপ মহানিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? ধর্ম্মোপদেশের কি এই ফল লাভ হইল?" মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত বিষণ্ণবদনে কহিলেন, "কৃষ্ণ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। অতএব, এক্ষণে আমি আত্মবিনাশ দ্বারা সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। এরূপ গুরুতর পাপের ত অন্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত নাই।" বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "পার্থ। তুমি রাজারে দুর্ব্বাক্য কহিয়া আপনারে মহাপাপে লিপ্ত জ্ঞান করিতেছ ও সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধান জন্য আত্মবিনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছ, কিন্তু যদি তুমি খড়গাঘাতে তাঁহাকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মভীরুতা কোথায় থাকিত? তুমি আত্মঘাতী হইলে ভ্রাতৃবধ অপেক্ষাও ঘোরতর পাপে মগ্ন হইবে। আত্মহত্যা সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। আর তুমি ত এক্ষণে বাস্তবিক জীবিতও নহ। পূর্ব্বেই তুমি আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছ। কারণ, যে ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা করে, সে মৃত বলিয়াই পরিগণিত হয়। তুমি অদ্য যেরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়াছ, তাহাতে তুমি এক্ষণে মৃত বলিয়াই পরিগণিত।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুঃখিত চিত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি-

লেন ও অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অর্জ্জুন! আমি অতি অসৎ কার্য্য করিয়াছি, তাহাতেই তোমরা বিষম দুঃখে পতিত হইয়াছ। আমি নিতান্ত ব্যসনাসক্ত, মূঢ়, অলস, ভীরু ও পরুষ, আমা হইতেই আমাদের কুল বিনষ্ট হইল। অতএব আমি অচিরাৎ বনে গমন করিব। আমি অতি অকর্ম্মণ্য, আমার রাজকার্য্যে প্রয়োজন নাই। মহাত্মা ভীমসেন রাজ্যলাভের উপযুক্ত। এক্ষণে ভীমসেনই রাজা হউন।" ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বনগমনে উদ্যত হইলেন।

তখন মহামতি বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইয়া গাণ্ডীবের নিন্দা করিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই অর্জ্জুন ধর্ম্মলোপভয়ে এরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন। অতএব মহারাজ! অর্জ্জুন সত্যভঙ্গভয়ে আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা ক্ষমা করুন।" মহাবীর অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ কোষমধ্যে অসিসংস্থাপন পূর্ব্বক লজ্জাবনতবদনে ধর্ম্মরাজের চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি ধর্ম্মনাশভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে যে সমস্ত দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তৎসমুদায় ক্ষমা করুন।" ধর্ম্মরাজ ধনঞ্জয়কে পদতলে নিপতিত ও রোরুদ্যমান অবলোকন করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন ও তাঁহাকে উত্থাপন ও

আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ রোদন করিয়া কহিলেন, "অর্জ্জুন। কর্ণ উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের সমক্ষে আমার প্রতি নিরতিশয় কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল; সেই বিষাদে আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিলাম। আমার জীবনে কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। এই কারণেই আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া তোমাকে কটূক্তি বলিয়াছি। এখনও কর্ণকৃত অপমান স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অতএব তুমি ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হইও না।" অনন্তর কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া করুণবচনে কহিলেন, "কেশব। আমার বোধ হইতেছে বিধি আমাদের প্রতি নিতান্তই বাম। নচেৎ আজি আমার এরূপ মতিভ্রম উপস্থিত হইল কেন? আমার আজিকার এই পাপ হইতে নিশ্চয়ই শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। হায়। আমারই পাপে আমাদের কুল নির্ম্মূল হইল। কেশব। আর আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। অর্জ্জুন চিরকাল দাসের ন্যায় আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। আমি অকারণে ইহাঁর মনে দারুণ ব্যথা দিয়াছি।" তখন কৃষ্ণ মধুর বচনে কহিলেন "মহারাজ। আপনি শান্ত হউন, কেন আপনি বৃথা অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছেন? অর্জ্জুন আপনার আজ্ঞাবহ, পূর্ব্বেই তিনি প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। কর্ণও অচিরাৎ স্বকৃত পাপের ফল ভোগ করিবে।"

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর।

দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে মহাবলপরাক্রান্ত, প্রভূতগুণ-সম্পন্ন ও পুরবাসিগণের একান্ত প্রীতিভাজন দেখিয়া সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইলেন এবং কর্ণ ও শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাদের বিনাশসাধনের উপায় স্থির করিয়া পিতৃসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে পিতঃ! আপনি জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই, কনিষ্ঠ পাণ্ডু পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন। এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈত্রিক রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদনন্তর তদীয় পুত্র, এইরূপে পাণ্ডুবংশীয়েরাই এই বিপুল সাম্রাজ্য ভোগ করিবে, আমরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জনগণের নিকট হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিব। কিন্তু এরূপ জীবন থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। অতএব, যদি ইহার কোন প্রতিবিধান না করেন, তবে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ-ত্যাগ করিব। আপনি যদি কৌশলক্রমে কিছু দিনের

জন্য পাণ্ডবগণকে বিদেশে প্রেরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা প্রজাগণকে বশীভূত করিয়া রাজ্য অধিকার করিতে পারি।" মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন ও কৌশল ক্রমে পাণ্ডবগণকে বারণাবতনগরে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্য্যোধনের পরামর্শে পুরোচননামা সচিব তথায় এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিল ও মাতৃসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণকে সেই গৃহে বাস করিতে দিল। পাণ্ডবগণ মহাত্মা বিদুরের নিকট হইতে পূর্ব্বেই দুর্য্যোধনের এই দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়াছিলেন ও তাঁহার সহায়তায় সেই গৃহ মধ্যে এক সুরঙ্গ খনন করিয়া রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ কোন্ সময়ে পুরোচন জতুগৃহ দগ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবে, এই আশঙ্কায় পাণ্ডবগণ আপনারাই সুযোগক্রমে সেই গৃহে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক সুরঙ্গপথে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন, ও ব্রাহ্মণবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে একচক্রানগরে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া দ্রুপদজনপদের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায়ই বা গমন করিবেন?" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহাশয়! আমরা পঞ্চ সহোদর একত্র হইয়া জননীসমভিব্যাহারে

একচক্রানগরী হইতে আসিতেছি; আপনারা কোথায় যাইতেছেন, জানিতে ইচ্ছা করি।” ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, “আমরা পাঞ্চালরাজ্যে গমনমানসে নির্গত হইয়াছি; ভাল হইল, সকলে একসঙ্গে যাইব। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের এক পরমসুন্দরী দুহিতা আছে, সেই কমলনয়না দ্রৌপদীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নীলোৎপলগন্ধ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। তাঁহার স্বয়ংবর হইবে, তদুপলক্ষে তথায় নানা দিগ্‌দেশ হইতে স্বাধ্যায়সম্পন্ন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা যতব্রত তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর মহারথ, অস্ত্রবিদ্যানিপুণ কতশত রাজা ও রাজপুত্র আগমন করিবেন। তাঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া নানাপ্রকার দ্রব্যজাত, বিবিধ ভোক্ষ্যভোজ্য, গোসমূহ ও ধনাদি দান করিবেন। আমরা তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ, স্বয়ংবর সন্দর্শন এবং মহোৎসবজনিত আনন্দ অনুভব করিয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রত্যাগমন করিব। তথায় সূত, মাগধ, বৈতালিক, নট, নর্ত্তক ও নানাদেশীয় মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধৃবর্গ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিবেন। আপনারা কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে সেই সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রদত্ত দ্রব্যজাত প্রতিগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন।” যুধিষ্ঠির কহিলেন “যে আজ্ঞা, আমরা সকলেই আপনাদিগের সমভিব্যাহারে রাজকন্যার স্বয়ংবর ও তজ্জনিত মহোৎসবসন্দর্শনে গমন

করিব।" ইহা বলিয়া স্বাধ্যায়সম্পন্ন বিশুদ্ধস্বভাব প্রিয়ংবদ পাণ্ডুতনয়েরা ব্রাহ্মণগণের সহিত পাঞ্চালদেশে উপনীত হইলেন এবং স্কন্ধাবার ও নগর পরিদর্শনপূর্ব্বক এক কুম্ভকারের আলয়ে বাস করিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

রাজা যজ্ঞসেনের মনে মনে অভিলাষ ছিল, পাণ্ডুতনয় কিরীটীকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু অর্জ্জুনের কোন অনুসন্ধান না পাইয়া, অভিলষিত পাত্র পাইবার মানসে এক সুদৃঢ় দুর্নাম্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন; এবং কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া দিলেন 'যে ব্যক্তি এই সজ্য শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকে কন্যাদান করিব।'

এইরূপ ঘোষণা শ্রবণ করিয়া, চতুর্দ্দিক্ হইতে বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্রশিক্ষানিপুণ তরুণবয়স্ক নরেন্দ্রবর্গ বিচিত্র বেশভূষা সমাধান করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক আগমন করিলেন। রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, সাধ্য, যম, ও কুবের প্রভৃতি দেবগণ বিমানারোহণপূর্ব্বক রাজসভায় আগমন করিলেন। অসংখ্য দৈত্য, সুপর্ণ, মহোরগ, দেবর্ষি, গুহ্যক, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা এবং বিশ্বাবসু ও পর্ব্বত প্রভৃতি ঋষিগণ সমাগত হইলেন। নানা দিগ্দেশ

হইতে কত শত ব্রাহ্মণ আসিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সমাগত ব্রাহ্মণগণসমভিব্যাহারে আসনপরিগ্রহপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজ্যের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

দ্রুপদরাজ সমাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। রাজগণ সৎকারে পরিতুষ্ট হইয়া মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন। পৌরজনেরা স্বয়ংবর সন্দর্শনমানসে মণ্ডপসন্নিকটস্থ শিশুমার বৃক্ষোপরি আরোহণ করিবার জন্য মহাকোলাহল করিতে লাগিল। নগরের প্রাগুত্তর-প্রান্তে এক পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ংবরসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরাজি বিরাজিত ছিল। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী তুষারজালজড়িত হিমালয়শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাসাদের কুট্টিমভূমি রমণীয় মণিময় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত, দ্বার সকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপানমার্গসমুদায় সুসংঘটিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম উহার অতীব মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ প্রদেশ সুবাসিত গন্ধবারিদ্বারা পরিষিক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহার্হ আসন ও দুগ্ধফেননিভশয্যা সকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন স্থানে বাদ্যোদ্যম, কোথাও বা জনগণ নানাবিধ মহোৎসব করিতেছে। ভূপালগণ রমণীয় বেশভূষাসমাধানপূর্ব্বক তত্রত্য বিমান-

শ্রেণীতে সমাসীন হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সমাগত নৃপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিতেও লাগিলেন। পৌরবৃন্দ ও জানপদগণ পরার্দ্ধ্য মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন।

অনন্তর রাজসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। রত্নোপকরণ ও সুনিপুণ নর্ত্তকীগণের অভিনয় দ্বারা সভার শোভা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সভারম্ভের ষোড়শ দিবসে কৃতস্নানা দ্রৌপদী অপূর্ব্ব বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক বিচিত্র কাঞ্চনী মালা গ্রহণ করিয়া নৃপসমাজে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রবংশীয় পুরোহিত হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অগ্নির তর্পণ ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন করিলেন এবং তূর্য্যাজীবদিগকে বাদ্যোদ্যম করিতে নিবারণ করিলেন। এইরূপে সেই প্রদেশ নিঃশব্দ হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ভগিনী দ্রৌপদীকে লইয়া রঙ্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং গম্ভীরস্বরে মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ। আপনারা শ্রবণ করুন। এই ধনুর্ব্বাণও লক্ষ্য উপস্থিত আছে। যিনি যন্ত্রের ছিদ্রপথে পঞ্চশর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য পাতিত করিতে পারিবেন, মদীয় ভগিনী কৃষ্ণা সেই মহাত্মার ভার্য্যা হইবেন।" দ্রুপদপুত্র সভামধ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়া সমবেত ভূপতিগণের নাম, গোত্র ও কার্য্যাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভগিনি। দেখ এই সমুদায় রাজন্যবর্গ তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন।

যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।"

দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকুল সুর্পণ, নাগ, অসুর ও সিদ্ধগণকর্ত্তৃক পরিসেবিত সেই সভাভবন রমণীয় গন্ধে সুবাসিত এবং বিকীর্য্যমাণ দিব্য কুসুমসমূহের সুগন্ধে আমোদিত হইল। মহাস্বন দুন্দুভিধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল, চতুর্দ্দিক্ বিমানসম্বাধ এবং বেণু, বীণা ও পণবনিনাদে পরিপূরিত হইল। কর্ণ, দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, দ্রৌণায়নি, সুনীথ, বক্র, কলিঙ্গ, বঙ্গাধিপ, পাণ্ড্যবিদেহরাজ, ও যবনাধিপ প্রভৃতি রাজতনয়েরা কিরীট, হার ও অঙ্গদ প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব বলবীর্য্য প্রদর্শন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই সেই ভীষণ শরাসনে জ্যাসংযুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। সজ্য করিবার চেষ্টা করিবামাত্র তাহারা ধনুর্দ্ধোটিতে আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের অঙ্গের আভরণ সকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা নিস্তেজ ও হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শান্তভাব অবলম্বন করিলেন, তাঁহাদের দ্রৌপদীলিপ্সা একবালে নিরস্ত হইয়া গেল।

এইরূপে পরাক্রান্ত অনেক রাজকুমার বিফলপ্রযত্ন হইয়া

প্রস্থান করিলে, চেদিদেশাধিপতি শিশুপাল শরাসনে শর সন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অবশেষে ভগ্নজানু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবীর্য্য জরাসন্ধ ধনুর আঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন, মদ্রাধিপতি শল্য ধনুকে জ্যারোপণ করিতেও সমর্থ হইলেন না। অমিতবিক্রম কর্ণ ও দুর্য্যোধনও বিফলপ্রযত্ন হইলেন।

সমাগত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাঙ্মুখ হইলে, অর্জ্জুন উদায়ুধ হইয়া বিপ্রমণ্ডলীমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পার্থকে কার্ম্মুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনা হইয়া রহিলেন, কেহ হর্ষিত হইলেন, এবং কেহ কেহ বা পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে যাহাতে ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী শল্যপ্রমুখ সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, একজন হীনবল অকৃতাস্ত্র সামান্য ব্রাহ্মণকুমার তদ্বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে? এই ব্যক্তি গর্ব্বিত হইয়াই হউক, অথবা কন্যাগ্রহণহর্ষে মোহিত হইয়াই হউক, কিংবা বিপ্রস্বভাবসুলভ প্রলোভ-চপলতাপ্রযুক্তই হউক পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণ-দিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, অতএব ইহাকে নিবারণ কর। কেহ কেহ কহিলেন, আমরা উপ-

হাস্যাস্পদ হইব না, আমাদিগের কোন প্রকার লাঘবও হইবে না এবং রাজাদিগেরও দ্বেষ্য হইব না। কেহ কেহ বলিলেন, এই পীনস্কন্ধ দীর্ঘবাহু প্রশান্ত গম্ভীরাকৃতি গজেন্দ্র-বিক্রম মৃগেন্দ্রগতি সুরূপ যুবার আকার ও অবিচলিত অধ্যবসায় দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ইনি কখনই বিফলপ্রযত্ন হইবেন না। ইঁহার মহীয়সী উৎসাহশীলতা লক্ষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখনই ঈদৃশ কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না।

অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বর-প্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। শিশুপাল, সুনীথ, বাণেয়, দুর্য্যোধন, শল্য ও শাল্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহসকল দৃঢ়প্রযত্নেও যে ধনু-সজ্য করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমেষ-মধ্যে সেই শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক পাঁচটী শর গ্রহণ করিলেন, পরে ছিদ্রপথে সেই অতিকষ্টবেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ স্ব স্ব বসন বিধূননপূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদ্যকরেরা শতাঙ্গ তূর্য্য বাদন

করিতে লাগিল এবং সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। অর্জ্জুনের বিজয়শব্দে সমন্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

দ্রুপদরাজ পার্থকে নয়নগোচর করিয়া, সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং দ্রৌপদীকে তাঁহার গলে মাল্যপ্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিবার অভিলাষ করিলেন দেখিয়া ভূপতিগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "দ্রুপদরাজ সমাগত রাজমণ্ডলকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া বরবর্ণিনী দ্রৌপদীকে বিপ্রসাৎ করিবার বাসনা করিয়াছেন। ইনি নরাধিপগণকে আহ্বান ও যথাবিধি সৎকার করিয়া উত্তমরূপ ভোজন করাইলেন কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদের তাদৃশ সম্মান রক্ষা করিলেন না। বস্তুতঃ বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলকালে উন্মূলিত করিলেন। কি আশ্চর্য্য! দ্রুপদ, দেবতুল্য নৃপসমূহের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও আপন কন্যার অনুরূপ বিবেচনা করিলেন না! স্বয়ংবরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কেবল ক্ষত্রিয়েরই স্বয়ংবর বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। অতএব সমধিক গুণসম্পন্ন হইলেও কোন ক্রমে ইনি সম্মানযোগ্য হইতে পারেন না, প্রত্যুত উক্ত অপরাধে এই দুরাত্মা নৃপাধমকে সপুত্র বিনষ্ট করিব। আর যদি এই কন্যা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করে, তাহা হইলে উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া

আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিব। ব্রাহ্মণ লোভা-কৃষ্ট হইয়া অথবা নৈসর্গিক চপলতাপ্রযুক্ত রাজাদিগের অনভিমত কার্য্য করিলেও তিনি অবধ্য।” এই বলিয়া রাজগণ অবমানভয়ে, স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত, ও পরে অন্য স্বয়ংবরে এইরূপ না হয়, এই অভিপ্রায়ে দ্রুপদের প্রাণসংহার করিবার নিমিত্ত আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন।

সেই সশস্ত্র ক্রোধান্ধ অসংখ্য রাজশার্দ্দূল বেগে ধাবমান হইতেছে দেখিয়া, দ্রুপদরাজ ভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাগত হইলেন। দ্বিজর্ষভসকল কহিলেন, “তোমাদিগের ভয় নাই, আমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।” অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, “আপ-নারা পার্শ্বে থাকিয়া দর্শন করুন। যেমন মন্ত্রদ্বারা দন্দ-শূক আশীবিষ নিবারণ করে, তদ্রূপ আমি সূচ্যগ্র বিশিখ-শতদ্বারা ইহাদিগের নিবারণ করিতেছি।” এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন শুক্ললব্ধ শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক মদস্রাবী-গজেন্দ্রের ন্যায় বেগাভিদ্রুত রাজেন্দ্রদিগের সম্মুখীন হইয়া, পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। লোকান্তক যম যেমন ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করেন, তদ্রূপ রিপুনিসূদন ভীম বৃক্ষশাখা গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। অমর্ষপ্রদীপ্ত মহীপালেরাও ভীমার্জ্জুন-জিঘাংসু হইয়া, অস্ত্র-গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।

এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিযা মহানুভব কৃষ্ণ মহাবীর্য্য বলদেবকে কহিলেন, "আর্য্য!" যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনি যে অর্জ্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক নির্ভযে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইনি বৃকোদর। ভীম ব্যতিরেকে যুদ্ধস্থলে ঈদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে? যে কমললোচন গৌরবর্ণ পুরুষ অতি বিনীতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন ইনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। আর কুমারতুল্য সুকুমার ঐ কুমারযুগল দেখিয়া বোধ হইতেছে উহাঁরাই নকুল ও সহদেব হইবেন। শুনিয়াছিলাম, পৃথা পুত্রগণসহ সেই ভয়াবহ জতুগৃহদাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে।" এই সমস্ত শ্রবণানন্তর নির্ম্মলজলদসন্নিভ বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কৃষ্ণ! পিতৃস্বসা পৃথা ও পাণ্ডবদিগকে বিপদ্‌বিমুক্ত জানিয়া অদ্য পরম প্রীত হইলাম।"

যুযুৎসু রাজগণ ব্রাহ্মণগণের প্রতি ধাবমান হইলে, মহাতেজা কর্ণ অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে গমন করিলেন। জিগীষাপরবশ বীরযুগলের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন শত শত নিশিত শরদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণ, অর্জ্জুনের অনুপম ভুজবীর্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "হে বিপ্রবর! তোমার ভুজবীর্য্য, অস্ত্রশিক্ষা ও

অক্লিষ্টতা দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম। আমার বোধ হইতেছে, তুমি মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদ অথবা সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু হইবে। আত্মপ্রচ্ছাদনের নিমিত্ত বিপ্ররূপ ধারণ-পূর্ব্বক আমাব সহিত যুদ্ধ করিতেছ। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা পাণ্ডুতনয় কিবীটী ব্যতিবেকে অন্য কেহই আমাব সহিত যুদ্ধ কবিতে সমর্থ হয না।" অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে কর্ণ। আমি ধনুর্ব্বেদ নহি, ভগবান্ বিষ্ণুও নহি; আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও পৌরন্দব অস্ত্রে সুশিক্ষিত হইযাছি। অদ্য তোমাকে পরাজয় কবিবার নিমিত্ত বণক্ষেত্রে উপস্থিত হইযাছি।" রাধেয় এই কথা শ্রবণ কবিযা অর্জ্জুনের দুর্জ্জয় ব্রাহ্মতেজঃ স্বীকারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে পবাঙ্মুখ হইলেন।

অপর রণপ্রদেশে বলবিদ্যাসম্পন্ন যুদ্ধবিশাবদ মত্ত গজেন্দ্রাকার শল্য ও বৃকোদব পবস্পর সমাহ্বানপূর্ব্বক মুষ্ট্যাঘাত ও জানুপ্রহার দ্বারা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভযে প্রচণ্ডবেগে উভযকে আকর্ষণ ও পাষাণপাতসদৃশ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। প্রহার-বেগে বণস্থলে ঘোরতর চট্‌চটা শব্দ উত্থিত হইল। তাঁহারা দুই জনে ক্ষণকাল তুমুল সংগ্রাম করিলে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীম বাহুদ্বারা শল্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে দ্বিজাতিমণ্ডল হাস্য করিতে লাগিলেন। ভীমসেন শল্যকে ভূতলশায়ী করিয়াও তাঁহার প্রাণ বিনাশ করি-

লেন না। শল্য নিপতিত ও কর্ণ শঙ্কিত হইলে, সমস্ত রাজগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিলেন, এবং সকলে একবাক্যে ভীমার্জ্জুনকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণকুমারেরা কাহার পুত্র, ইহাদিগের বাস কোথায়, তৎসমুদায় পরিজ্ঞাত হওঁয়া উচিত, মহাবল পরশুরাম, দ্রোণ ও পাণ্ডুতনয়কিরীটী ব্যতিরেকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে, এমন লোক ভূলোকে কে আছে? দেবকীসুত কৃষ্ণ এবং কৃপাচার্য্য ব্যতিরেকে দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় এমন ব্যক্তি লক্ষ্য হয় না। বলদেব, বৃকোদর ও মহাবলপরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্য কোন্ বীর মদ্রাধিপতি শল্যকে সমরশায়ী করিতে পারে?"

কৃষ্ণ রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনয়বচনে কহিলেন, "হে ভূপালবৃন্দ। ইঁহারা রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, অতএব আপনারা ক্ষান্ত হউন, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" রাজগণ কৃষ্ণের অনুনয়ে সংগ্রামে বিরত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। 'অদ্য রণস্থলে ব্রাহ্মণ জয়ী হইয়াছেন, এবং পাঞ্চালী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলেন,' এই কথা বলিতে বলিতে সমাগত জনসমূহ প্রস্থান করিল। রৌরবাজিনধারী ভীম ও অর্জ্জুন বিপ্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া অতি সাবধানে গমন করিলেন। তাঁহারা শক্রহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া মেঘাবরণ বিনির্ম্মুক্ত পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

চিতোর।
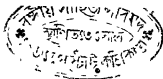
সূর্য্যবংশাবতংস অযোধ্যাধিপতি রামতনয় লবের বংশে কনকসেন নামা এক প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। লাহোর (লবকোট) তাঁহার প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণের রাজধানী ছিল। ১৪০ খৃষ্টাব্দে কনকসেন বিপুল সেনাসহকারে সৌরাষ্ট্রে গমনপূর্ব্বক তথাকার প্রমারবংশীয় নৃপতিকে পরাজিত করিয়া, তথায় আপনার অধিকার স্থাপন করেন। পরে তদ্বংশীয় বিজয়সেননামা নৃপতি বিজয়পুর, বল্লভীপুর ও বিদর্ভ নামে তিনটী নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, বল্লভীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। কালক্রমে কোন ম্লেচ্ছনরপতির আক্রমণে বল্লভীপুররাজ শিলাদিত্য নিহত হয়েন, ও তাঁহার রমণীগণ চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। তাঁহার গর্ভবতী রাণী প্রমারবংশীয় চন্দ্রাবতীরাজের দুহিতা পুষ্পবতী ঘটনাক্রমে অন্য স্থানে থাকাতে জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। পুষ্পবতী এক পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিয়া তথায় এক পুত্র প্রসব

করেন, এবং তাঁহাকে কমলাবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণজায়ার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক ভর্ত্তার উদ্দেশে চিতারোহণ করেন। গুহায় জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া, ঐ পুত্রের নাম গোহ, এবং তাঁহা হইতে তাঁহার বংশের নাম গেহলোট বা গিহ্লোট হয়। গোহ, ব্রাহ্মণজায়া কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া ইদর নামক ভীলজনপদে ভীলবালকদিগের সহিত ক্রীড়ায় বাল্য-কাল অতিবাহিত করেন, এবং পরিশেষে ভীলরাজের অনুগ্রহে ভীলদিগের অধিনায়ক হয়েন। কনকসেন হইতে আটপুরুষ পরে গোহ জন্মগ্রহণ করেন। গোহের পর তদ্বংশীয় সপ্ত নৃপতি সেই গিরিকাননপূর্ণ ইদর প্রদেশের রাজসিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। অষ্টম নৃপতি নাগাদিত্য একদা মৃগয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া মৃগের অনুসরণ করিতেছেন, এমন সময়ে উদ্ধতস্বভাব ভীলগণ প্রচণ্ড-ভাবে তাঁহাকে আক্রমণ ও সংহার করিয়া আপনাদিগের ইদররাজ্য পুনর্লাভ করিল।

হতভাগ্য নাগাদিত্য ভীলকরে জীবন হারাইলে, তাঁহার পরিবারমধ্যে ঘোর হাহাকার পড়িয়া গেল। নাগাদিত্যের বাপ্পা নামে একটী ত্রিবর্ষবয়স্ক পুত্র ছিল, তাহাকে লইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ঘোরতর বিপন্ন মনে করিতে লাগিলেন। চারি দিকেই ভীল, পলায়ন করিবার স্থান নাই দেখিয়া তাঁহারা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হই-লেন। যে কমলাবতী অনাথ গোহের জীবনরক্ষা করি-

য়াছিলেন তাঁহার বংশধরগণ গিহ্লোটরাজপরিবারের কুল-পুরোহিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা পুরোহিত নাম সার্থক করিবার জন্য প্রাণপণে রাজপুত্র বাপ্পাকে রক্ষা করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন ও তাঁহাকে লইয়া ভাণ্ডির নামক দুর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় যদুবংশীয় জনৈক ভীল, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিল। কিন্তু সে স্থান সম্পূর্ণ নিরাপদ বিবেচনা না হওয়ায় পরে তাঁহাকে পরাশর নামক মহারণ্য-মধ্যে লইয়া গেলেন। ঘনসন্নিবিষ্ট বনপাদপনিচয়ে সমাকীর্ণ সেই অরণ্যানীর মধ্যে ত্রিকূটপর্ব্বত উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান। ত্রিকূটগিরির পদতলে নগেন্দ্র নামে একটী সামান্য নগর অবস্থিত। তথায় শিবোপাসক শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। বাপ্পা সেই শান্তশীল দ্বিজগণের করে সমর্পিত হইলেন। সেই নিবিড় মহারণ্যের গম্ভীর শান্তিময় স্নিগ্ধচ্ছায়াতলে উন্নত ভূধরের বিশাল উপত্যকাপ্রদেশে ভগবদ্ভক্ত নিরীহ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া রাজপুতবালক বাপ্পা স্বচ্ছন্দে ও সানন্দমনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাপ্পার বাল্যজীবনের নানা প্রকার অদ্ভুত বিবরণ প্রচলিত আছে।

বাপ্পা বাল্যকালে নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, পরিশেষে চিতোর নগরে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে চিতোর প্রমার বংশীয় মৌর্য্য ভূপতির অধীন ছিল। গোহজননীর সম্বন্ধে ভূপতির সহিত সম্বন্ধ আছে জানিয়া, বাপ্পা তাঁহার নিকট

গমন করিযাছিলেন। চিতোবরাজ, বাপ্পার গুণে মুগ্ধ হইযা তাঁহাকে আপনাব সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। ক্রমে বাপ্পা অসাধারণ বীবত্বপ্রভাবে চিতোবের রাজসিংহাসন অধিকাব কবিযা হিন্দুসূর্য্য, রাজগুরু ও সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ কবিলেন। তিনি প্রাচীন বযসে কাশ্মীর, কান্দাহাব, ইবাক, ইবান, তুবান, স্পাহান ও কাফ্রিস্থান প্রভৃতি পশ্চিমদেশ সমূহের ভূপতিদিগকে পরাজিত করিযাছিলেন। বাপ্পাব অনেক পুত্র ছিল, তাঁহারা ও তদ্বংশীযগণ সকলেই বিলক্ষণ প্রভাশালী হইযাছিলেন। আইন আকববী গ্রন্থে লিখিত আছে, আকববের সময়ে বাপ্পারাওযের বংশে পঞ্চাশৎ সহস্র বীব পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইযা উঠিযাছিলেন। চিতোবভূমি যে বীবপ্রসবিনী বলিযা বিখ্যাত, বাপ্পারাওই তাহার মূল। বাপ্পারাও বাল্যকাল হইতে পবম শিবভক্ত ছিলেন। তাঁহার স্থাপিত শিবলিঙ্গের নাম একলিঙ্গ, এই জন্য তিনি 'একলিঙ্গের দেওযান' আখ্যা প্রাপ্ত হইযাছিলেন। ৭২৮ খৃষ্টাব্দে বাপ্পারাও পঞ্চদশবর্ষ বয়সে চিতোরের সিংহাসনে আবোহণ করেন। এই বাপ্পারাও চিতোবের গিহ্লোটকুলের প্রথম রাজা।

বাপ্পারাওযের পববর্ত্তী অষ্টাদশ নৃপতির পরে সুপ্রসিদ্ধ সমবসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই বাপ্পার উপযুক্ত বংশধর। তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী আজিও রাজস্থানের

অনেক গিরিগাত্রে বিরাজমান রহিয়াছে। ধোমান নরপতির অদ্ভুতবীরত্ববিবরণ ভট্টকবিদিগের গ্রন্থে উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণিত রহিয়াছে। তিনি চতুর্বিংশতি বার প্রচণ্ড যবনদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সমরসিংহের সময়ে যবনগণ ভারতে আপতিত হইয়া চতুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে দিল্লীর সম্রাট্ পৃথ্বীরাজকে নিহত করিয়া দিল্লী হস্তগত করেন। মহারাজ সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের ভগিনী পৃথার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সম্ভাব ছিল। তিনি যবনদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য- সসৈন্যে পুত্রের সহিত হস্তিনায় গমন করিয়াছিলেন।

পুণ্যভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তের প্রান্তবাসিনী পবিত্রসলিলা দৃষদ্বতীর (কাগারনদী) বিশাল তীরভূমিতে ক্ষত্রিয় ও মুসলমানে তিন দিন ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। প্রথম দুই দিবস কোন পক্ষেরই জয় পরাজয়ের কোন লক্ষণ লক্ষিত হইল না। তৃতীয় দিবসে রাজপুতগণ দৃষদ্বতীর পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতেছেন, পৃথ্বীরাজের প্রিয়তমা মহিষী সংযুক্তা স্বহস্তে পতিকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া তাঁহার কটিবন্ধে অসিকোষ লম্বিত করিয়া দিতেছেন, এমন সময়ে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া প্রচণ্ডশব্দে বিপক্ষগণের রণঢক্কা বাজিয়া উঠিল। পৃথ্বীরাজ চমকিত হইলেন। যুদ্ধারম্ভের নিরূ-

পিত সময়ের পূর্ব্বে এইরূপ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া পৃথ্বীরাজ দ্রুতবেগে রণক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন ও অবিলম্বে শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। ভারতের সেই শেষ গৌরবের দিন ভারতের অদ্বিতীয় মহাবীর বাপ্পারাওয়ের বংশধর সমরসিংহ ও তৎপুত্র কল্যাণ ভীমবিক্রমে বিশ্বাসঘাতক অগণ্য অরাতিসৈন্য সংহার করিয়া স্বদেশপ্রেমিকতার ও অদ্ভুত বীরত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনাদের ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুতসেনা ও প্রসিদ্ধ সামন্তগণসমভিব্যাহারে সমর-প্রাঙ্গণে প্রাণত্যাগ করিলেন।

যে পবিত্র পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া আর্য্যগৌরব ব্রহ্মর্ষিগণ সুধাময় সামগানে দেবতাদিগকে আনন্দিত করিতেন ও সেই শ্রবণমনোহর বেদগানে বিমোহিত হইয়া যাহার তলদেশবাহিনী অস্বচ্ছসলিলা দেবতরঙ্গিণী তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে বহিয়া যাইত, আজি সেই পুণ্যময়ী সৈকতভূমি ভীমদর্শন শ্মশানে পরিণত। আজি তাহার সে স্বচ্ছবক্ষঃ নরশোণিতে প্লাবিত। তদুপরি আজি অসংখ্য শৃগালকুক্কুর ও শকুনিগৃধিনী বিকটরবে চীৎকার করিতেছে। সেই রক্ষকবিহীন জনশূন্য শ্মশানসদৃশ নগর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দুর্দ্দান্ত যবনগণ পাণ্ডবপ্রবীর যুধিষ্ঠিরের পবিত্র সিংহাসন অধিকার করিল।

পরে যবননৃপতিগণ ক্রমে ক্রমে ভারতের সকল প্রদেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়া আপনাদের অধীন

করিয়াছিলেন, কিন্তু বাপ্পারাওয়ের বংশধর কখনও তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। মহারাজ সমরসিংহের মৃত্যু হইলে, শিশু রাজকুমার কর্ণ যতদিন বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলেন, ততদিন শাসনভার বিধবা রাজমহিষী কর্ম্মদেবীর হস্তে সমর্পিত রহিল। বিজয়ী যবনসেনাপতি অসংখ্য সেনাসহ মিবার আক্রমণ করিলে, কর্ম্মদেবী বীরবেশে সজ্জিত হইয়া, সৈনিক ও সামন্তগণসহ তীব্রবেগে প্রতিরোধ করিলেন। আলুলায়িতকুন্তলা তেজস্বিনী কর্ম্মদেবী অশ্বারোহণে রণচণ্ডীবেশে ভীম বিক্রমের সহিত যবন দলন করিতে লাগিলেন। যবনরাজের বীর প্রতিনিধি রাজপুত-রমণীর যুদ্ধে আহত হইয়া অতি কষ্টে জীবনরক্ষা করিলেন। তাঁহার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল।

কর্ণ পরলোকগত হইলে, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র রাহুপ সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। তিনিও যবনদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। রাহুপ হইতে ঐ বংশীয় নৃপতিগণ রাণা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রাহুপের পরে নয় জন ভূপতি ক্রমাগত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তন্মধ্যে ছয়জন নৃপতি যবনদিগের অপবিত্রগ্রাস হইতে পবিত্র গয়াতীর্থের উদ্ধারসাধন জন্য শরীরপাত করিয়াছিলেন। উক্ত ছয় জন রাজপুতবীরের মধ্যে যে মহাপুরুষ আত্মহৃদয়ের শোণিতবিনিময়ে পবিত্র

সনাতনধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিযাছিলেন, তাঁহার নাম পৃথ্বীমল্ল। স্বধর্ম্মপ্রেমিক ও স্বদেশানুরাগী এই কতিপয় রাজপুতবীরের প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ও আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত উদাহরণ স্বচক্ষে দর্শন করিযা যবনগণ ভীত ও স্তম্ভিত হইযাছিল। সেই জন্য মহারাজ পৃথ্বীমল্লের দেহত্যাগের পর হইতে অনেক দিন অবধি তাঁহারা আর সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। সেই দিন হইতে আলাউদ্দিনের শাসনকাল পর্য্যন্ত হিন্দুগণ নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মা-লোচনা করিতে পারিযাছিলেন।

১২৭৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসিংহ অতি অল্প বযসে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, তাঁহার অপ্রাপ্তব্যবহারকালে তদীয় পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ভীমসিংহ লোকললামভূতা বিখ্যাত পদ্মিনীর পাণিগ্রহণ করেন। আলাউদ্দিন পদ্মিনীকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ চিতোরনগর অবরোধ করিযা ঘোষণা করিলেন, পদ্মিনীকে প্রাপ্ত না হইলে তিনি স্বদেশে প্রতিগত হইবেন না। বহুদিন অবরুদ্ধ থাকিযাও চিতোরবরাজ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না দেখিযা, আলাউদ্দিন চতুরতা অবলম্বন করিযা প্রচার করিলেন, তিনি পদ্মিনীকে গ্রহণ করিতে চাহেন না, একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে পাইলেই তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, অন্ততঃ স্বচ্ছদর্পণে সেই লাবণ্যবতী রমণীর প্রতিচ্ছাযা দেখিতে

পাইলেও তিনি চিতোর পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। ভীমসিংহ শেষোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আলাউদ্দিনকে স্বীয় প্রাসাদে আহ্বান করিলেন। রাজপুত মিথ্যাবাদী বা বিশ্বাসঘাতক নহে জানিয়া, আলাউদ্দিন নির্ভয়ে কতিপয় শরীররক্ষকমাত্র সঙ্গে লইয়া, চিতোরনগরে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর স্বচ্ছ মুকুরে অনুপমা পদ্মিনীর মোহিনী প্রতিচ্ছায়া অবলোকন করিয়া স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিলেন। ভীমসিংহ দিল্লীর সম্রাটের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য কতিপয় অনুচর মাত্র সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত দুর্গের পাদদেশ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। সেই সুযোগে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত অনুসারে নিকটস্থ গুপ্তস্থান হইতে কতকগুলি অস্ত্রধারী যবনসৈনিক আসিয়া অসতর্ক রাজপুতপতিকে বন্দী করিয়া ফেলিল। ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া আলাউদ্দিন প্রচার করিলেন, 'পদ্মিনীকে প্রাপ্ত না হইলে ভীমসিংহকে মুক্তিদান করিব না।' এই শোচনীয় সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পদ্মিনী যারপর নাই শোকাকুল হইলেন, ও পরিশেষে অনেক চিন্তা করিয়া স্বীয় পতির উদ্ধারের এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি আলাউদ্দিনের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, "আমি পতির উদ্ধারের জন্য আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু আমার যে সকল সহচরী ও দাসী আছে তাহারা শিবিকারোহণে আমার সঙ্গে যাইবে।" আলাউদ্দিন

তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, চিতোরের যাবতীয় প্রধান প্রধান বীর রমণীবেশে প্রধান প্রধান বীরগণবাহিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া পদ্মিনী ও তাঁহার সহচরীপরিচয়ে আলাউদ্দিনের শিবিরে গমন পূর্ব্বক ভীমসিংহের উদ্ধার সাধন করিলেন। সেই যুদ্ধে দ্বাদশবর্ষীয় বালক বাদল ও তাঁহার পিতৃব্য গোরা যে অদ্ভুত বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অতি আশ্চর্য্য। তাহা দেখিয়া যবনগণ কম্পিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। আলাউদ্দিন পদ্মিনীলাভে হতাশ ও যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কিছুকাল পরে চিতোরধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনরায় বিপুল বলসঞ্চয়পূর্ব্বক চিতোর আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্বযুদ্ধে চিতোর বীরশূন্য হইয়াছিল, তথাপি রাজপুতগণ প্রবল পরাক্রমের সহিত প্রতিরোধ করিলেন। রাণা লক্ষ্মণসিংহ একাদশ পুত্রের সহিত ঐ যুদ্ধে প্রাণ সমর্পণ করিলেন কিন্তু কিছুতেই চিতোর রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন চিরপ্রচলিত জহরব্রত অবলম্বন করিয়া পদ্মিনীসহ অগণ্য রাজপুতমহিলা অনলে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক আপনাদের ধর্ম্ম ও সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।

লক্ষ্মণসিংহের পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ হাম্মীর পুনরায় চিতোর উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে ক্ষেত্রসিংহ, লাক্ষ, মকুল, কুম্ভ, রায়মল্ল ও সংগ্রামসিংহ (সঙ্গ) চিতোর-

সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মুসলমানের সহিত বার বার বিবাদ হইলেও ইঁহাদের সময়ে চিতোরের কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয নাই। প্রত্যুত, হামীর, মকুল, কুম্ভ ও সংগ্রামসিংহ মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহের পর হইতে চিতোরের পতনের সূত্রপাত হয। তাঁহার পুত্র রত্নের অপমৃত্যু হইলে, তদীয় অপর পুত্র বিক্রমাদিত্য সিংহাসনাধিরোহণ করেন। বিক্রমাদিত্যের চরিত্রদোষে বিরক্ত হইয়া, সর্দ্দারগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই সুযোগে গুজরাটের অধিপতি বাহাদুরশাহ আবার চিতোর ধ্বংস করিলেন, আবার জহরব্রত অবলম্বন করিয়া সহস্র সহস্র রাজপুতমহিলা অনলে ঝম্প-প্রদান করিয়া আপন আপন সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। পরে দিল্লীর মোগলনৃপতি হুমায়ুনের সহাযতায বিক্রমাদিত্য পুনরায় চিতোরসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার চরিত্র সংশোধিত হয নাই। সর্দ্দারগণ তৎকৃত অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, সকলে একযোগে সমরসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র ষড়্‌বর্ষীয উদযসিংহের বযঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত সংগ্রামসিংহের দাসীপুত্র বনবীরকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। বনবীর সিংহাসন লাভ করিয়া ভাবী কণ্টক দূর করিবার অভিপ্রাযে বিক্রমাদিত্যকে সংহার করিয়া, উদযসিংহের প্রাণবধের

উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু অসাধারণ প্রভুপরায়ণা ধাত্রী পান্না আপন পুত্রের বিনিময়ে উদয়সিংহের প্রাণরক্ষা করিলেন। বনবীরের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, রাজকুলহিতৈষিণী পান্না আপনার পুত্রকে উদয়সিংহের শয্যায় শয়ন করাইলেন ও উদয়সিংহকে ফলের ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলেন। বনবীর উদয়সিংহভ্রমে ধাত্রীপুত্রের প্রাণসংহার করিলেন। উদয়সিংহ গুপ্তভাবে কমলমীরে আশাসাহনামা ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে বনবীরের নীচাশয়তায় নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়া, সর্দ্দারগণ তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।

১৫৯৭ সংবতে (১৫৪১-৪২ খৃঃ) উদয়সিংহ চিতোর-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। উদয়সিংহের কিছুমাত্র রাজগুণ ছিল না। এমন কি যে সাহসিকতা ও বীরবিক্রম গিহেলোটকুলের প্রধানতম ধর্ম্ম তাহার কণামাত্রও তাঁহাতে ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে প্রবল প্রতাপান্বিত আক্‌বর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। যদি আর কেহ এ সময়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে উদয়সিংহের কাপুরুষতায় মিবারের তাদৃশ অনিষ্ট সংঘটিত হইত না। অথবা সমরসিংহের পরেই যদি প্রতাপসিংহ সিংহাসনাধিরূঢ়

হইতে পারিতেন, তাহা হইলেও আকবর দ্বারা মিবারের কোন অনিষ্ট সংঘটিত হইত না, প্রত্যুত তাহা হইলে হয়ত সেই সময় হইতে ভারতের যবনাধিকার বিলুপ্ত হইত। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ আকবরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী দক্ষ যবনরাজের সময়ে বাপ্পারাওয়ের বিখ্যাত বংশে কাপুরুষ উদয়সিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহের পর হইতেই চিতোরের দুরবস্থা আরম্ভ হইয়াছিল। বনবীরের প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য, বিক্রমাদিত্যের হীনজনোচিত অবিবেকিতা এবং বনবীরের অযোগ্যতায় দেশের অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল; অবশেষে উদয়সিংহের কাপুরুষতায় তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। প্রচণ্ড-পরাক্রম আকবর অতি অল্পদিনের মধ্যে উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত দেশ আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়া রাজপুতদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মারবার প্রভৃতি রাজস্থানের সকল প্রদেশের রাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। অনেক রাজপুত তাঁহার প্রসাদ লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে আপন আপন কন্যা ও ভগিনী সম্প্রদান করিল। চিতোর এ পর্য্যন্ত আপন তেজঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, কিন্তু উদয়সিংহের দোষে সে তেজঃ অধিক দিন থাকিতে পারিল না। আকবর উদয়সিংহকে অলস, অকর্ম্মণ্য ও বিলাসমগ্ন দেখিয়া, স্বীয় অভীষ্ট সাধনের উপযুক্ত অবসর পাইলেন ও বিজয়ী

সৈনাসহ চিতোরপুরী অবরোধ করিলেন। অতি অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরেই কাপুরুষ উদয়সিংহ বন্দী হইলেন। কিন্তু উদযসিংহের অন্যতর পত্নী সসৈন্যে মোগলশিবিরে আপতিত হইয়া প্রবল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাঁহার হস্তস্থ প্রচণ্ড ভল্লাঘাতে ও নিক্ষিপ্ত শরপাতে অনেক যবনসৈনিক নিপতিত হইল। ক্ষণকাল যুদ্ধের পরই যবনগণ পশ্চাদপসৃত হইল। রুদ্রচণ্ডা রাজপুতরমণী অধিকতর উৎসাহ ও বিক্রমের সহিত আকবরের প্রধান সেনানিবেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বীরনারীর অদ্ভুত বীরতা দর্শনে মোগলসম্রাট্ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন এবং নানা প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রমণীর যুদ্ধে ভারতের সম্রাট্‌শেখর মোগলবীর আকবর পরাভূত হইলেন।

উদয়সিংহ কারামুক্ত হইয়া আগমন পূর্ব্বক প্রকাশ্য সভায় বার বার এমন ভাবে সেই রমণীর প্রশংসা করিলেন, যে, তাহাতে সর্দ্দারগণ একান্ত মর্ম্মপীড়িত ও অপমানিত হইলেন। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সর্দ্দারগণ বিষম অন্তর্বিপ্লবে লিপ্ত হইলেন। চিতোরের এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা অবগত হইয়া, আকবর আপনার ঘোরতর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিয়া পুনরায় চিতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তখন তাঁহার

বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষ, শরীরে বিপুল বল ও হৃদয়ে প্রচণ্ড উৎসাহ। তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রতাপে ভারতবর্ষের অধিকাংশ তাঁহার পদতলে পতিত, অনেক দুর্জ্জয় দুর্গ তাঁহার ভীমবিক্রমে বিচূর্ণিত, অনেক রাজপুতনৃপতি তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য যুক্তকরে দণ্ডায়মান। মিবারের সর্ব্বনাশসাধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া আকবর সমগ্র বল একত্র করিয়া ভীমমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক চিতোরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভীরু উদয়সিংহ স্বনগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া চিতোর রক্ষকশূন্য হইল না। চিতোরের কুলাঙ্গার অধীশ্বর চিতোর পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু চিতোরের পবিত্রনামের এমনই মহিমা যে, অসংখ্য বিক্রমশালী বীর উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে চিতোররক্ষার্থে যবনবিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। রাজস্থানের ভিন্ন ভিন্ন জনপদ হইতে সর্দ্দার ও সামন্তগণ স্ব স্ব সেনাদল লইয়া চিতোরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান রক্ষা করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। অনেক অন্তঃপুরচারিণী রাজপুতরমণী অন্তঃপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব সুকোমল কলেবরে কঠিন লৌহকবচ ও অসিচর্ম্ম আবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতার লীলানিকেতন চিতোরপুরীর রক্ষা বিধান জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাদের সকলেরই অদ্ভুত বীরত্ববিবরণ জলদক্ষরে ইতিহাসপটে বিরাজ করিতেছে।

সূর্য্যতোরণদ্বার দিয়া চিতোবদুর্গে প্রবেশ কবিবাব অভিপ্রায়ে উদ্বেলসাগবসদৃশ দুর্দান্ত মোগলগণ তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বীবরব সহিদাস দৃঢ বিক্রমেব সহিত দ্বাব বক্ষা কবিতে লাগিলেন। তাঁহাব সহকাবী সৈনিকগণ একে একে ভূপতিত হইতে লাগিল, তথাপি তিনি মুহূর্ত্তেব জন্য নিরুৎসাহ হইলেন না। যতক্ষণ তাঁহার দেহে জীবন বহিল, যতক্ষণ ধমনীমধ্যে শোণিত প্রবহমান থাকিল, যতক্ষণ বজ্রমুষ্টি শিথিল না হইল, ততক্ষণ শত্রুদল কিছুতেই সেই তোবণদ্বাবমধ্যে প্রবেশ কবিতে পাবিল না। সমস্ত ক্ষত্রিয়বীবই তাহাব ন্যায় অদম্য সাহসেব সহিত শত্রুকুলকে বিত্রাসিত কবিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বেদনোবেব অধিপতি জয়মল্ল ও কৈলবাবাব অধিপতি পুত্ত যে লোকবিস্ময়কব অমানুষবীবত্ব প্রকাশ কবিয়াছিলেন, মিবারেব ইতিহাসেব এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় তদ্দ্বাবা উজ্জ্বল হইয়া বহিয়াছে। তাহাদেব অমানুষবীবত্ব ও বণনৈপুণ্যেব বিবরণ স্বয়ং আকবর স্বহস্তে প্রকটিত কবিয়া গিয়াছেন।

যখন শালুম্ব্রাধিপতি চন্দাবৎ-বীব সহিদাস সূর্য্য-তোবণদ্বাবে আত্মোৎসর্গ কবিলেন, তখন হতাবশিষ্ট চন্দাবৎবীবদিগেব অধিনেতৃত্বভাব পুত্তেব কবে সমর্পিত হইল। তৎকালে পুত্তেব বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষমাত্র। তরুণ বীর পুত্তেব জনক পূর্ব্বযুদ্ধে জীবনোৎসর্গ কবিয়াছিলেন।

তাঁহার মাতা পুত্রের জীবন অপেক্ষা চিতোরের গৌরব অধিকতর মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়া, তাঁহাকে চিতোর রক্ষা করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে বলিলেন, এবং বালিকা পুত্রবধূকে রণবেশে সজ্জিত করিয়া স্বয়ং সহচরীগণে পরিবৃতা হইয়া সমরসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। সেই বীররমণীর উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়মহিলা অন্তঃপুরবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার অনুগমন করিলেন। দেখিতে দেখিতে রমণীগণ শ্রবণভৈরব রণবাদ্যের সহিত রণগীতি গাহিতে গাহিতে ভয়ঙ্করী রণচণ্ডীর বেশে যবনসেনাসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। যাঁহারা কখনও অন্তঃপুরচ্ছায়া পরিত্যাগ করেন নাই, সুকুমার ব্যবহার যাঁহাদের জীবনের মুখ্য ব্রত, তাঁহারা সকলপ্রকার স্নেহ, সুকুমারতা ও মমতার জলাঞ্জলি দিয়া রণতুরঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক স্বদেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বীরবর পুত্ত মাতা ও বনিতার সহিত মিলিত হইয়া অনেক সমরকুশল যবন-বীরের প্রাণসংহার করিলেন। অবশেষে যবনহস্ত হইতে আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া রমণীগণ স্ব স্ব হস্তস্থ তরবারাঘাতে স্ব স্ব হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া সেই ভীষণ সমরশয্যায় অনন্তকালের জন্য শয়ন করিলেন।

আপনাদিগের কন্যা, ভগিনী ও বনিতাদিগকে উক্ত-

ঝম্পে জীবনোৎসর্গ কবিতে দেখিয়া, চিতোরের বীবগণ সাংসারিক সকল বন্ধন ভুলিয়া গেলেন ও একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক শত্রুসেনার নিকটবর্ত্তী হইলেন। বিশাল মোগল-অনীকিনী উদ্বেল সাগরেব ন্যায় প্রচণ্ডবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রলয়কালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তাহাদিগের বিকট কামান-শ্রেণী জ্বলন্ত গোলকপুঞ্জ উদ্গার করিয়া শ্রবণভৈরবনিনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল। সেই সমস্ত গোলকপ্রহাবে কতশত বাজপুত খণ্ডবিখণ্ড হইয়া শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে বাজপুতবাহিনী ক্ষীণ হইয়া পড়িল, কিন্তু তথাপি বাজপুতবীবগণ আত্মসমর্পণ কবিলেন না। স্বদেশ বক্ষাব ও আত্মোৎসর্গেব বীবমন্ত্রে উৎসাহিত হইযা তাঁহারা হস্তস্থ শাণিত তববাবিব আঘাতে আপতিত জ্বলন্ত গোলকসমূহ নিবাবণ কবিতে কবিতে উন্মত্তেব ন্যায় মুহুর্মুহুঃ বিকট সিংহনাদ পবিত্যাগ কবিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে একটী জ্বলন্ত গোলক ছুটিয়া আসিয়া প্রধান সেনাপতি জযমল্লেব হৃদযে প্রবিষ্ট হইল, বীববব জযমল্ল সেই দারুণ আঘাতে অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভীষণ ক্রোধে ও জিঘাংসায় তাঁহার হৃদয একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কাপুরুষ শত্রুকুল ধর্ম্মবিগর্হিত উপায অবলম্বন কবিয়া দূব হইতে তাঁহাকে নিপাতিত কবিল, ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয যে

কি নিদারুণ যন্ত্রণায় সংক্ষোভিত হইল, তাহা ধারণা করা কঠিন।

মর্ম্মাহত জয়মল্ল স্বীয় অন্তিম জীবন সগৌরবে উৎসর্গ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। অবিলম্বে লোমহর্ষণ ভয়াবহ জহরব্রতের আয়োজন হইতে লাগিল, এবং আট সহস্র রাজপুত একত্রে 'বাঁরা' গ্রহণপূর্ব্বক অন্তিম পীত বসন পরিধান করিলেন, ও পরস্পর বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক চরম সাহসে নির্ভর করিয়া এককালে মোগলবাহিনীমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। তখন দুর্গদ্বারগুলি উদ্ঘাটিত হইল, সেই উদ্ঘাটিত দ্বারপথে জীবনমমতাহীন উন্মত্ত রাজপুতগণ প্রচণ্ড গিরিনদের ন্যায় বহির্গত হইয়া শত্রুসেনাদিগকে দলিত করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের অসংখ্য সৈন্য নিপতিত হইল। কিন্তু অনন্ত মোগল-অনীকিনীর কিছুমাত্র হ্রাস উপলব্ধ হইল না। এক রক্তবীজের শোণিতপাতে যেন শত শত রক্তবীজ উত্থিত হইতে লাগিল। কাহার এমন শক্তি আছে যে, সেই অসংখ্য রক্তবীজের গতি রোধ করিতে পারে। অবিলম্বে চিতোর বীরশূন্য হইল। চিতোরের শোচনীয় অধঃপতন হইল। কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল রাজপুতসামন্তসমিতির অধি-নায়কগণ এবং রাজার সপ্তদশ শত অতি নিকট কুটুম্ব এই দুর্দ্দিনে চিতোর-রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। নয় জন রাজমহিষী, পাঁচজন রাজকুমারী, দুইটী শিশুরাজতনয়

এবং সমস্ত সর্দ্দারকুলের মহিলাগণ সেই দিন কঠোর জহর-ব্রত সমাপনে ও কঠোরতর অগ্নিতে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

একদা যে চিতোরনগরী স্বরনগরী অমরাবতীর তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, নিষ্ঠুর আকবর আজি তাহাকে শ্মশানে পরিণত করিলেন। শোভনীয় সৌধরাজি ও সুদৃশ্য মন্দিরগুলি একেবারে চূর্ণ করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন। প্রবাদ এই যে, এই ভীষণ যুদ্ধে যে সকল রাজপুত হত হইয়াছিল, তাহাদের যজ্ঞোপবীত ওজনে সার্দ্ধৈকচতুঃসপ্ততি মণ হইয়াছিল। তাই সেই দিন হইতে, চিতোরধ্বংসের পাপ-স্পর্শ ভয়ে ৭৪॥০ চিহ্ন চিহ্নিত পত্র, নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে উন্মোচন করিতে সাহসী হয় না। ফলতঃ এরূপ লোমহর্ষণ যুদ্ধ পৃথিবীতে অতি অল্পই সংঘটিত হইয়াছে।

হতভাগ্য উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক কিছু দিন রাজপিপ্পলী নামক গভীর অরণ্যস্থ গোহিলদিগের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া আরাবল্লির অভ্যন্তরস্থ গিররো নামক স্থানে গমন করিলেন। পূর্ব্বে উক্ত গিররো উপত্যকার পুরোভাগে উদয়সিংহ একটী সুপ্রশস্ত সরোবর খনন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তথায় বিশাল সেতুদ্বারা একটী ক্ষুদ্র গিরিতরঙ্গিণীর স্রোতঃ প্রতিরোধ করিয়া তদুপরিস্থ গিরিব্রজের সানুদেশে নাচৌকী নামে একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদ

নির্ম্মাণ করিলেন। অচিরকালমধ্যে তথায় অনেকগুলি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল, ও ক্রমে সেই স্থান একটী বৃহৎ নগরে পরিণত হইয়া উঠিল; উদয়সিংহের নামানুসারে ঐ নগরের উদয়পুর নাম হইল, ও তদবধি উহা মিবারের রাজধানী হইল। চিতোরধ্বংসের চারিবৎসর পরে উদয়সিংহ মানবলীলা সংবরণ করিলেন ও তৎপুত্র মহাবীর প্রতাপসিংহ সেই শূন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

প্রতাপসিংহ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজধানী ও সহায় সম্বল কিছুই ছিল না। অবিরাম কঠোরতর বিপদে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও অধীন সামন্তগণ একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি, কি প্রকারে চিতোরের পুনরুদ্ধার করিবেন, কিরূপে অবমানকর্ত্তা যবনদিগের দুরাচরণের শাস্তিবিধান করিয়া পিতৃপুরুষগণের পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, সেই চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন। সেই চিন্তা যতই বলবতী হইতে লাগিল, ততই তাঁহার হৃদয় সাহস ও উৎসাহে দৃঢ়তর হইয়া উঠিল, ততই তিনি স্বীয় মহামন্ত্রসাধনে উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় আশার চরিতার্থতা সাধনজন্য যে সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তাঁহার বৈরী আকবর তৎসমস্তই বিফল করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বদিগকেও নানা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া

তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে চালিত করিলেন। মারবার, অম্বর ও বিকানীরের রাজকুমারগণ মিত্র বুন্দিরাজ এবং ভ্রাতা সাগরজি ও শক্তসিংহ পর্য্যন্ত তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর হইলেন।

যখন তিনি শুনিলেন স্বজাতীয় আত্মীয়গণ যবনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাঁহার মনোবেদনার পরিসীমা রহিল না। দারুণ রোষে ও বিষাদে তাঁহাদিগকে শত সহস্র ধিক্কার প্রদান করিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার উৎসাহ ও সাহস কমিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "জননীর পবিত্র স্তনদুগ্ধ কখনই কলঙ্কিত করিব না।" এই প্রতিজ্ঞার বলেই তিনি একাকী ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ মোগলসম্রাটের বিপুল সেনাবল ও সমবেত চেষ্টা বিফল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই লোকবিস্ময়কর ব্যাপার সংসাধন করিবার সময় তাঁহাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে,—অনাহারে, অনিদ্রায়, কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার কতদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তিনি ক্রমাগত শৈল হইতে শৈলান্তরে ও অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন, আবার সুযোগ ক্রমে অরাতিসেনার উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে সমূলে সমুৎসাদিত করিয়া নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ

করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাদৃশ ভয়ঙ্কর বিপৎকালে তাঁহার পরিবারবর্গের ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। তাঁহারা রাজোচিত সুখসেব্য পানভোজনে বঞ্চিত হইয়া তিক্ত-কষায় বন্যফলমূলে ও গিরিতরঙ্গিণীনীরে ক্ষুৎপিপাসা-শান্তি করিয়াছেন, আত্মরক্ষার্থে কণ্টকাকীর্ণ হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল গিরিকাননে পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তথাপি প্রতাপ নিজ মন্ত্রসাধনে তৎপর থাকিতে ক্ষণমাত্রও বিরত হয়েন নাই। তাঁহার অদম্য বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া, আকবর অনেক বার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু বীর-হৃদয় প্রতাপসিংহ ঘৃণাসহকারে সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "স্বাধীনতাপহারী দস্যুর সহিত সন্ধি! দাসত্ব কি ইহার নামান্তর নহে? বীরপূজ্য বাপ্পারাওয়ের বংশধর, স্বজাতিবিদ্বেষী ম্লেচ্ছের অনুগ্রহ কামনা করিবে?"

উচ্চতম পদ ও বিপুল ধন-লাভের আশায় মুগ্ধ হইয়া অনেক রাজপুতবীর যবনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি প্রতাপ এককালে নিঃসহায় হয়েন নাই, তাঁহার অনুরক্ত সর্দার ও সামন্তগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। প্রতাপের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে আকবর তাঁহাদিগকে কত প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন

নাই। তাঁহাদিগের অদ্ভুত বীরত্ব, মহত্ত্ব, স্বজাতিবৎসলতা ও আত্ম-ত্যাগের বিবরণ তাৎকালিক ভারতেতিহাসের প্রদীপ্ত আলোকস্বরূপ।

জননীর পরলোকপ্রাপ্তি হইলে, শোকার্ত্ত পুত্রগণ যেরূপ শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া সকলপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন, স্বদেশ-প্রেমিক প্রতাপও সেইরূপ জননী জন্মভূমির পরাধীনতাশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া শোকনিদর্শন স্বরূপ সকল প্রকার সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চিরকাল যে স্বর্ণরজতাদিনির্ম্মিত বহুমূল্য পাত্রনিচয় পান ভোজন-পাত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইত, প্রতাপ তৎসমূহ দূরে নিক্ষেপ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বৃক্ষপত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন, এবং চিরাভ্যস্ত সুকোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কঠিন তৃণশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। যে রণদামামা চিরকাল সেনাদলের সম্মুখভাগে বাদিত হইত তাহা সর্ব্ব-পশ্চাতে স্থাপিত করিলেন। প্রতাপ আদেশ করিলেন "যত দিন জননী জন্মভূমির দুর্দ্দশার সম্যক্ প্রতিবিধান না হইবে, তত দিন কেহই এই সকল নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে পারিবেন না।" তৎকৃত আদেশ অনুসারে আজিও সেই দামামা শোকবাদ্যের ন্যায় মিবারের সেনাদলের পশ্চাদ-ভাগে বাদিত হইয়া থাকে, এবং আজিও সেই স্বদেশানুরাগী মহাবীরের সন্তানসন্ততিগণ আপনাদিগের শ্মশ্রুরাজিতে এক বারও ক্ষুরস্পর্শ করান না। তাঁহারা এক্ষণে সুবর্ণ ও রজত-

ময পাত্র ব্যবহার এবং সুকোমল শয্যায শয়ন করিতেছেন বটে, কিন্তু সেই সমস্ত পাত্রেব অধস্তলে তরুপত্র এবং শয্যানিচয়ের নিম্নদেশে তৃণ পাতিত কবিযা থাকেন।

আকবব বিপুল-সহায-সম্পন্ন, কিন্তু প্রতাপের সহায বল নিতান্ত অল্প, কিরূপে সেই অল্প সহায-বলের সাহায্যে আকববেব বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তাহার উপায চিন্তা কবিযা প্রতাপ কমলমীরে প্রধান রাজপাট স্থাপন কবিলেন, এবং গোগুণ্ডা ও অন্যান্য কযেকটী গিরিদুর্গেব সংস্কারসাধন ও দৃঢ়ীকরণ কবিযা লইলেন। মিবাবেব সমতলক্ষেত্রে এরূপ অল্প সেনাদল সংবক্ষণ কবা যুক্তিযুক্ত নয বিবেচনা করিযা, দুর্গম গিরি-প্রদেশের নিভৃত দেশে স্বীয সেনাদল সংগুপ্ত রাখিলেন এবং ঘোষণাপত্র প্রচাব কবিলেন "যেন অচিরে সকল ব্যক্তি লোকালয পবিত্যাগ কবিযা সপরিবারে পর্ব্বত-মধ্যে আশ্রয গ্রহণ করে, যে ইহাব অন্যথাচরণ কবিবে, সে শত্রু মধ্যে পবিগণিত হইবে ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।" এই ঘোষণাপত্র প্রচাবিত হইবামাত্র, প্রজাগণ স্ব স্ব আবাসনিলয় পবিত্যাগ করিযা, দলে দলে মিবাবেব পর্ব্বতমালার মধ্যে আশ্রয গ্রহণ করিতে লাগিল। অবি-রত জনস্রোতে পথ ঘাট পূর্ণ হইয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যেই মিবারেব অধিকাংশ স্থল নিষ্প্রদীপ হইল। যে

সমস্ত লোকালয় পূর্ব্বে লোকজনের কোলাহলে ও আনন্দ-বোলে দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইত, আজি তৎসমুদয় নীরব ও নির্জ্জীব মরুভূমিতে পরিণত হইল; যে ক্ষেত্র-সমূহ শ্যামল শস্যের নয়নস্নিগ্ধকর সৌন্দর্য্যে দিবারাত্রি তরঙ্গায়িত হইত, তৎসমুদায় দীর্ঘতৃণগুল্মে পরিপূর্ণ হইল; যে সকল প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত রাজপথ অনুদিন লোক-সমাগমে পরিপূর্ণ থাকিত, তৎসমুদায় অরণ্যকণ্টকবৃক্ষে পরিবৃত হইয়া পড়িল। যে সমস্ত শোভনীয় অট্টালিকায় কোমলতার আধার সুর-সুন্দরীতুল্য সীমন্তিনীগণ বাস করিতেন,তৎসমস্ত হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ হইল। যে সৌন্দর্য্য-প্রভাবে মিবারভূমি মনোমোহন নন্দনকাননের সমতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সমুদায় সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গেল, সে সুখের নন্দনকানন দুঃখের আবাসভূমি ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল। সুতরাং এক্ষণে সে* শ্মশানভূমিতে দুর্বৃত্ত যবনদিগের ঈর্ষ্যাকটাক্ষপাতের আর কোন আশঙ্কাই রহিল না। কেহ তাঁহার আদেশ অপালন করিয়া পূর্ব্ব আবাসে অবস্থিত আছেন কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য প্রতাপসিংহ সেই শোচনীয় শ্মশান ভূমির প্রতিপ্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেন।

যে সমস্ত রাজপুত আকবরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রতাপ তাহাদিগের সহিত সমুদায় সামাজিক সম্বন্ধ উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য অনেক

রাজপুত তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল। একদা রাজা মানসিংহ প্রতাপের নিকট আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করিবার বাসনায় তৎসমীপে সমাচার প্রেরণ করিলেন। প্রতাপ তখন কমলমীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অম্বরপতির আগমনসমাচার প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য তিনি উদয়সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। সেই সরোবরের সমুচ্চ তীরভূমিস্থ শিলাময় পবিদ্রুত অঙ্গনের উপর অম্বরপতি মানসিংহের জন্য নানা প্রকার ভোজনের আয়োজন হইল। আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত ও সজ্জিত হইলে, রাজকুমার অমরসিংহ অম্বররাজকে আহ্বান করিলেন। মানসিংহ ভোজনস্থলে উপস্থিত হইয়া রাণা প্রতাপসিংহকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমরসিংহ বিনয়নম্র বচনে উত্তর করিলেন, "পিতার শিরঃপীড়া হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি আসিতে পারিলেন না।" মানসিংহ কহিলেন, "রাণাকে বল, আমি তাঁহার শিরঃপীড়ার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিয়াছি, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তিনি আমার সহিত ভোজন না করিলে আর কে আমার সহিত ভোজন করিবে? অতএব তাঁহাকে আসিতে বল।" প্রতাপ নানা প্রকার ছল করিলেন, কিন্তু মানসিংহ কিছুই শুনিলেন না, তিনি প্রতাপসিংহের সহিত একত্র ভোজন করিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলেন। তখন

প্রতাপসিংহ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া পাঠাইলেন, "যে রাজপুত তুর্কিকে আপনার ভগিনী সমর্পণ করে, সূর্য্যবংশীয় বাপ্পা-রাওয়ের বংশধরগণ তাহার সহিত একত্র আহার করিতে পারে না।" রাজা মানসিংহ আপনা হইতেই এই অবমাননার ভাগী হইলেন। কারণ রাণা কিছু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই; তিনি রাণার প্রতিজ্ঞা জানিতেন, রাণা যে তাঁহাদিগের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছিলেন তাহাও অবগত ছিলেন।

রাজা মানসিংহ অন্নব্যঞ্জনের কিছুই স্পর্শ করিলেন না। তাঁহাকে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া, প্রতাপ তৎসম্মুখে উপনীত হইলেন। মানসিংহ তাঁহার প্রতি কঠোর ভ্রূকুটিপাত করিয়া বলিলেন, "আপনি যদি চিরজীবন বিপদে অতিবাহিত করিতে অভিপ্রায় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে অভিপ্রায় অচিরে সফল হইবে। মিবারভূমি আর আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করিবে না। যদি আপনার দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার নাম মানসিংহ নহে।" প্রতাপ ঘৃণাসহকারে উত্তর করিলেন, "ভাল ভাল, আপনার কথায় সন্তুষ্ট হইলাম, রণক্ষেত্রে আপনাকে দেখিতে পাইলে পরম আপ্যায়িত হইব।" এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আকবরের রোষানল প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রাণাকৃত অবমাননার উপযুক্ত প্রতি-

শোধ প্রদান করিবার জন্য অচিবে ভীষণ সমরোদ্যোগ করিলেন।

আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ সেলিম সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে বিশাল মোগল অনীকিনী পরিচালিত করিলেন। রাজা মানসিংহ এবং সাগরজির জাতিভ্রষ্ট তনয় বিখ্যাত মহব্বৎ খাঁ তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। বীরকেশরী প্রতাপের দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুত ও কতিপয় ভীলবীর মাত্র সহায়, হৃদয়ের প্রচণ্ড উৎসাহই তাঁহার একমাত্র সম্বল। সেই সহায় ও সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সেই সুবিশাল মোগল অক্ষৌহিণীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সাহসী হইলেন। রাজকীয় সেনাদল সর্বপ্রথমে অপ্রতিহত প্রভাবে আরাবল্লির বহির্ভাগস্থ পর্বত-প্রদেশমধ্যে প্রবেশ করিল। তৎপরে সেই নিবিড় গিরিব্রজের পশ্চিমভাগের অপেক্ষাকৃত সুগম প্রদেশ দিয়া গমন করিয়া, আরাবল্লির প্রধান গিরিপথে উপস্থিত হইল।

প্রায় সমগ্র রাজপুতসমিতি ও সমস্ত ভারতবর্ষ আকবরের পদানত। সেই পদানত হতভাগ্য রাজপুতদিগের উদ্ধারের বাসনায় বীরকেশরী প্রতাপসিংহ একাকী মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আকবরের প্রচণ্ড অনীকিনীর সহিত তুলনা করিলে প্রতাপের সেনাদল অতি সামান্য—অনন্ত সাগরের তুলনায়

সামান্য গোষ্পদ মাত্র। কিন্তু সেই কতিপয় মাত্র রাজপুতসৈনিকের ধমনীতে যে জ্বলন্ত উৎসাহস্রোতঃ তাড়িত বেগে প্রবাহিত হইতেছিল, ও তাহাদের হৃদয়ে যে মহামন্ত্র নিহিত ছিল, তাহা সামান্য নহে। তাহারই উত্তেজনায় প্রোৎসাহিত হইয়া, তাঁহারা স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন।

আরাবল্লির বিস্তৃত কূটপথময় দুষ্প্রবেশ্য প্রদেশমধ্যে বীরকেশরী প্রতাপসিংহ সদলে অতি সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঐ প্রদেশ দীর্ঘে চল্লিশ ক্রোশ এবং প্রস্থে প্রায় তদনুরূপ হইবে। সেই সুবিশাল প্রদেশ কেবল পর্ব্বত ও কাননমালায় পরিবেষ্টিত; মধ্যে মধ্যে অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী বক্রগতিতে ইতস্ততঃ ধাবিত। সেই প্রদেশের নাম হলদিঘাট। সম্বৎ ১৬৩২ (খৃঃ ১৫৭৬) অব্দে শ্রাবণ মাসের সপ্তম দিবসে উভয়, দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া, সেই বিখ্যাত হলদিঘাটের অতি ভযাবহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এরূপ ভযাবহ প্রচণ্ড সমর—স্বাধীনতা-রক্ষার্থ একপ কঠোরতম উদ্যম ভারতবর্ষ ও গ্রীকভূমি ভিন্ন জগতে আর কোন প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। দুর্দ্ধর্ষ যবনদিগের করাল-গ্রাস হইতে মিবারের স্বাধীনতা ও গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য রাজপুতবীরগণ ভীমবিক্রমের সহিত মোগলসেনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নির্ভীক বীরকেশরী প্রতাপ-

সিংহ সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হইয়া সিংহবিক্রমে শত্রুসেনাব্যূহ ভেদ কবিবাব চেষ্টা করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত সাহস ও রণনৈপুণ্যে উন্মাদিত হইয়া সামন্ত ও সর্দ্দাবগণ প্রচণ্ড মোগল অক্ষৌহিণীর উপর কেশরিবিক্রমে পতিত হইলেন। তাঁহাদিগেব সেই প্রচণ্ড বিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পাবিযা শত শত মোগলসৈনিক সমরাঙ্গণে নিপতিত হইল বটে, কিন্তু কিছুই ফললাভ হইল না। দলে দলে মুসলমানসৈন্য নিপতিত হইতে লাগিল; আবাব দলে দলে অন্য সৈন্য তাহাদিগেব স্থান অধিকাব করিয়া ভীষণবেগে যুদ্ধ কবিতে লাগিল। ক্রমে প্রতাপেব পক্ষ ক্ষযপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি প্রতাপের ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহ হইলেন না। কঠোরতম উদ্যম, অদম্য অধ্যবসায এবং অপূর্ব্ব অসিচালনেব সহিত শত্রুসেনাকে দলিত, বিভক্ত ও বিত্রাসিত কবিতে কবিতে মদোন্মত্ত মাতঙ্গেব ন্যায় পবি-ভ্রমণ কবিতে লাগিলেন। শত্রুর অবিবাম অস্ত্রাঘাতে তাঁহাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও অজস্র বক্তসেকে গাত্র-বস্ত্র সকল বঞ্জিত হইল; তথাপি তাঁহাব শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, মুহূর্ত্তের জন্য কাতবতা নাই। বীবকেশবী প্রতাপসিংহের জ্বলন্ত বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া রাজপুতগণ প্রাণপণে যুদ্ধ কবিতে লাগিল বটে, কিন্তু একে মোগল-সেনা শতগুণে অধিক, তাহাতে আবার তাহারা কামান,

বন্দুক, প্রভৃতিব সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছিল, সুতরাং কিছু ফলোদয় হইল না। সেই দিন সেই ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে সেই দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুতসৈন্যের মধ্যে অষ্টসহস্রমাত্র প্রত্যাগত হইতে পাবিযাছিল।

পব পর অনেক যুদ্ধে পবাজিত হইযা প্রতাপ পবিশেষে কমলমীবে সেনাদল স্থাপন কবিলেন। একটী বিস্তৃত কূপ ভিন্ন কমলমীরে আব জলাশয় ছিল না। সেলিম কোন গৃহশত্রুব সাহায্যে বিষধব পতঙ্গ দ্বাবা সেই কূপজল দূষিত কবিলেন। তখন প্রতাপ জলাভাবে কমলমীব পবিত্যাগ কবিযা চৌন্দ নামক গিবিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন। দুর্দ্দান্ত মোগলগণ সে স্থানও অববোধ কবিল। এ দিকে রাজা মানসিংহ ধর্ম্মবতী ও গোগুণ্ডা নামে তাব দুইটী গিবিদুর্গ অববোধ কবিলেন, মহবৎ খাঁ উদযপুব অধিকাব কবিল, আমিশাহ নামক জনৈক যবনবাজপুত্র ভীলদিগেব সহিত তাঁহাব সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দিল, ফবিদ খাঁ নামক অন্যতম মোগলসেনাপতি চপ্পন আক্রমণ কবিযা দক্ষিণ দিক্ হইতে একেবাবে প্রতাপেব আশ্রযস্থল চৌন্দ পর্য্যন্ত অগ্রসব হইল। এইরূপে চাবিদিকেই অবরুদ্ধ হইযা বীবকেশবী প্রতাপসিংহ একেবারে নিবাশ্রয হইয়া পডিলেন। যে গিবিকাননকুন্তলা বিশাল মিবাব ভূমির উপর একদা তাঁহাব একাধিপত্য দৃঢ সংবদ্ধ ছিল, যেথানে তাঁহাব পূর্ব্বপুরুষগণ অপ্রতিহতপ্রভাবে দীর্ঘকাল

ধবিয়া শাসনদণ্ড পবিচালন করিয়া আসিযাছেন, আজি তাঁহার প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক পল্লী ও প্রত্যেক গিরিদুর্গ শত্রুকর্তৃক অধিবৃত, দুর্দ্দান্ত মোগলগণ মিবাববাজ্যেব কন্দরে কন্দবে, বনে বনে, শিখবে শিখরে তাঁহাব অনুসরণ করিযা বেড়াইতে লাগিল। সেই বিস্তৃত ভূভাগেব কোন স্থানেই প্রতাপ মুহূর্ত্তেব জন্য স্থিব থাকিতে পারিলেন না। তখন গুপ্তভাবে গূঢ়প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া অতি সতর্কতাসহকাবে শত্রুকুলেব গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ কবিতে লাগিলেন ; যখনই তাহাদিগকে অসতর্ক দেখিতেন, তখনই ভীমবিক্রমে তাহাদিগেব উপর নিপতিত হইযা সমূলে তাহাদিগকে সংহাব কবিতেন। এইরূপে শত শত যুদ্ধবিশাবদ মোগল-বীব তাঁহাব হস্তে নিপতিত হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল লাভ হইল না। ক্রমে সমস্ত আশ্রযস্থলই তাঁহাব হস্ত-স্খলিত হইযা যবনাধিকৃত হইল।

এই সমযে পবিবারবর্গেব জন্য তাঁহার অত্যন্ত চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি আত্মবক্ষার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিতেন না, কিন্তু পাছে তাঁহার পুত্রকলত্রাদি শত্রুকুলেব হস্তে পতিত হয, পাছে পবিত্রতম শিশোদীযকুল কলঙ্কিত হয, এই আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়কে অনুদিন নিপীড়িত কবিত। অনেকবাব তাঁহার পরিবারবর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইতে হইতে বক্ষা পাইয়াছেন। একবার কাবানিবাসী ভীলগণ

তাঁহার পরিবারবর্গকে বেতের ঝুড়ির ভিতর রাখিয়া জবুয়ার বিখ্যাত টিনের খনিতে লইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ভীলগণ সেই মহারণ্যের অভ্যন্তরস্থ বিশাল বৃক্ষসমূহের স্কন্ধদেশে কীলক ও লৌহবলয় প্রোথিত করিয়া তাহাতে ঝুড়ি ঝুলাইয়া রাজপুত্রদিগকে তন্মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। প্রতাপের শিশুসন্তানগণ সেই সকল বেতসদোলায় স্থিত হইয়া তিক্তকষায় ফলমূলে জীবনধারণ করিতেন। সুখসেব্য রাজভোগ ও সুদৃশ্য প্রাসাদেও যাঁহাদের হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হইত না, তাঁহারা অনাথ নির্ব্বাসিতের ন্যায় কন্দমূলফলে ক্ষুন্নিবারণ করিয়া বৃক্ষস্কন্ধে বেতসকরণ্ডকে কালাতিবাহন করিতেন। ইহ দেখিয়াও প্রতাপ স্বদেশের মায়া ত্যাগ করেন নাই। এরূপ কঠোর বিপৎকালেও তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় সম্পূর্ণ অটল ছিল। নিয়ত অনাহার ও অনিদ্রার যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তিনি মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হয়েন নাই।

বীরপুঙ্গব প্রতাপের উক্তরূপ অতুলনীয় সহিষ্ণুতা, অদম্য সাহস ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের বিবরণ আকবরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অতীব চমৎকৃত হইয়া তাঁহার প্রভূত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, দিল্লীশ্বরের প্রধানতম সামন্ত খাঁ খানান প্রতাপের মাহাত্ম্যে অতিমাত্র বিমোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এ জগতে সকলই অনিত্য, সকলই

অস্থায়ী, রাজ্য ধন সকলই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এক মহাপুরুষের অসীম কীর্ত্তিকলাপ অনন্তকালের জন্য সজীব থাকিবে। প্রতাপ আপনার রাজ্যধন, বিষয়বিভব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও কাহারও নিকট নিজ মস্তক অবনত করেন নাই।"

ক্রমে তাঁহার পরিবারবর্গের কষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাঁহাদের আহারের জন্য সময়ে সময়ে বন্য ফলমূলেরও সংযোজন হইত না, অথবা হইলেও তাঁহারা ভোজন করিবার সময় পাইতেন না। মোগলগণ অবিরত এরূপ কঠোরভাবে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিল যে, এক এক দিন পাঁচবার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াও সময়াভাবে খাইতে পাইতেন না। একদা দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকুলের কঠোর অনুসরণ হইতে কিয়ৎকালের জন্য মুক্তিলাভ করিয়া প্রতাপ সপরিবারে একটী নিভৃত মহারণ্যে বিরামসম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ তৃণ-বীজ-চূর্ণে কয়েক খানি পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া, অর্দ্ধভাগ বালক বালিকাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন, অপরার্দ্ধ ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করিলেন। প্রতাপ তৎপার্শ্বে শ্যামল তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া, আপনার দুর্ভাগ্য ও ভারতের ভবিতব্যতার বিষয় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দুহিতার মর্ম্মভেদী চীৎকার শব্দ শ্রবণ করিয়া, বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে বোরুদ্যমানা

বালিকার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটী বন্য বিড়াল সেই সঞ্চিত পিষ্টক লইয়া পলায়ন করাতে, সুকুমারী বালিকা রোদন করিয়া উঠিয়াছে। প্রতিনিয়ত ভীষণ সমরক্ষেত্রে হৃদয়ের গ্রন্থিস্বরূপ পুত্র ও আত্মীয় স্বজনগণের জীবনোৎসর্গ দর্শন করিয়া যিনি মুহূর্ত্তের জন্যও কাতর হয়েন নাই, তিনি আজি প্রাণনন্দিনীকে ক্ষুধার ভয়ে সামান্য পিষ্টকের জন্য ক্রন্দন করিতে দেখিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ প্রতাপ রাজপদে ধিক্কার প্রদান করিয়া আকবরের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। উক্ত প্রার্থনা-পত্র প্রাপ্ত হইয়া দিল্লীশ্বর আকবর পরমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং রাজ্যমধ্যে নৃত্যগীত ও আমোদ প্রমোদ করিতে আদেশ করিলেন, দিল্লীর গৃহে গৃহে নৃত্যগীত হইতে লাগিল। মোগলকুলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আনন্দে মত্ত হইল। বিকানীররাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, নিম্নলিখিত মর্ম্মে তেজস্বিনী ভাষায় এক কবিতা লিখিয়া প্রতাপসিংহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

'হিন্দুর আশা ভরসা হিন্দুর উপরই নির্ভর করিতেছে। আমাদের রাজন্যগণ জাতীয় বীরত্ব হারাইয়াছেন, আমাদের মহিলাগণ পবিত্র সম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। এই বিশাল বিপণীতে আকবরই একমাত্র ক্রেতা। একমাত্র উদয়ের পুত্র ভিন্ন তিনি আর সকলকেই ক্রয় করিয়াছেন,

ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম পণ্য সকলেই বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া চিতোরও কি এই হাটে আসিবে? প্রতাপ রাজা, ধন, বিষয়, বিভব, সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি সে অমূল্য ধন অদ্যাবধি ত্যাগ করেন নাই। তরবার ও মহাপ্রাণতার দ্বারা তিনি ক্ষত্রিয়ের গৌরব সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। মানব-বিপণীর এই ক্রেতা কিছু চিরজীবী নহেন, একদিন তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেই হইবে। তখন আমাদিগের বংশগৌরব-রক্ষার ভার প্রতাপের করে ন্যস্ত হইবে, প্রতাপ তখন রাজপুত-বীজ আমাদিগের পরিত্যক্ত ক্ষেত্রে বপন করিবেন। যাহাতে কুলসম্ভ্রম রক্ষা পায়, যাহাতে ইহার পবিত্রতা এক দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাহার জন্য সকলেই সতৃষ্ণ-নয়নে প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।"

পৃথ্বীরাজের এই তেজস্বিনী কবিতা পাঠ করিয়া, প্রতাপ পুনরায় প্রচণ্ড উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, যেন দশ সহস্র রাজপুতবীর আসিয়া তাঁহাকে আনুকূল্য দান করিল। প্রতাপের মুহ্যমান হৃদয় আবার নবোৎসাহে, নবীন বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল, তিনি কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আবার উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। যখন প্রত্যেক হিন্দু স্বদেশের গৌরবোদ্ধারের জন্য তাঁহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিয়াছে, তখন কি প্রতাপ নিশ্চিন্ত ও অলসভাবে কালযাপন করিতে পারেন? কিন্তু ক্রমেই

তাঁহার সহায় সম্বল হীন হইয়া পড়িল ও বন্য কন্দমূলফল, তৃণবীজ প্রভৃতি হীন ভক্ষ্য দ্রব্যও ফুরাইয়া আসিল। তখন নিরুপায় হইয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে রাজ্যস্থাপনমানসে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। এমন সময়ে পরম প্রভুভক্ত মন্ত্রী ভামশা অপরিমিত ধনরাশি লইয়া তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার পিতৃপুরুষগণ মিবারের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত থাকিয়া যে ধন সঞ্চিত করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত ধন একত্র করিয়া সচিববর ভামশা প্রভুপদে উৎসর্গ করিলেন। সেই ধনরাশির সাহায্যে একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্যের ভরণপোষণ চলিতে পারে। এই অসীম উপকারের জন্য মহাত্মা ভামশা মিবারের "উদ্ধার কর্ত্তা" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই বিপুল আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া, প্রতাপ আপনার সৈন্যসামন্তদিগকে সমবেত করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই অমিত-বিক্রমসহ দেবীরক্ষেত্রে মোগলসেনার উপর আপতিত হইলেন। সেই ভীষণ দেবীর-ক্ষেত্রে উভয়দলে বহুক্ষণ ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম হইল। প্রতাপের সেদিনকার সেই অমিতবিক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া, সাবাজ খাঁ সদলে তাঁহার করে নিপতিত হইল। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে কমলমীর প্রভৃতি বত্রিশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ প্রতাপের হস্তগত হইল। তিনি ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে

চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড ভিন্ন আর সমগ্র মিবারভূমির পুনরুদ্ধার করিলেন এবং স্বদেশ-দ্রোহিতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য মানসিংহের অম্বর-রাজ্য আক্রমণ করিয়া তত্রত্য প্রধান বাণিজ্যনগর মালপুর উৎসাদিত করিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জীবনের গৌরবময় মধ্যাহ্নকালে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অন্তিমকালের বিবরণ পাঠ করিলে, কোন ক্রমেই অশ্রুসংবরণ করিতে পারা যায় না। তিনি যেরূপ অলৌকিক বীরত্ব ও মহত্বের সহিত জীবনকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ অলৌকিক বীরত্ব ও মাহাত্ম্যের সহিত এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুধা-ধবলিত সুখসেব্য অট্টালিকাদি পরিত্যাগ করিয়া বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহ পেশলা সরোবরের তটোপরি কয়েকখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত কুটীরমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া তিনি ও তাঁহার সর্দ্দারগণ দারুণ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। জীবনের অন্তিমকালেও প্রতাপ তন্মধ্যস্থ একটী সামান্য কুটীরাভ্যন্তরে সামান্য শয্যায় শায়িত, সুখদুঃখের চিরসহায় পরম বিশ্বস্ত সর্দ্দারগণ শয্যার চারিদিকে সোৎকণ্ঠভাবে সমুপবিষ্ট, প্রতাপ একটী প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।" তদ্দর্শনে

শালুম্ব্রাপতি কাতর বচনে কহিলেন, "মহারাজ। এ অন্তিম শয়নে কিসে আপনার শান্তির ব্যাঘাত ঘটিতেছে?" প্রতাপসিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন, "সর্দারশিরোমণি। একটী মাত্র আশ্বাস বাক্যের জন্য। আপনারা আমার সম্মুখে শপথ করিয়া বলুন যে, প্রাণ থাকিতে তুর্কির করে মাতৃভূমিকে কখনও অর্পণ করিবেন না, তাহা হইলে আমি সুখে নয়ন মুদ্রিত করিতে পারি। আমার পুত্র অমরসিংহ আমার পিতৃপুরুষগণের গৌরবগরিমা রক্ষা করিতে পারিবে না— সে কষ্ট স্বীকার করিতে পারিবে না। সে এই সকল কুটীরের স্থানে সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবে, মিবার-ভূমির দুরবস্থা ভুলিয়া গিয়া, নানা প্রকার বিলাসিতার বশীভূত হইয়া পড়িবে, এই কঠোর ব্রত আর পালন করিবে না। সে আত্মসুখের জন্য স্বাধীনতাগৌরব ত্যাগ করিবে, আর তোমরা সকলে তাহার অনর্থকর উদাহরণের অনুসরণ করিয়া, মিবারের পবিত্র শুভ্র যশঃ কলঙ্কিত করিয়া ফেলিবে।" প্রতাপের বাক্যশেষ হইবামাত্র উপস্থিত সর্দারগণ একস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ। আমরা বাপ্পা-রাওয়ের পবিত্র সিংহাসনের দিব্য লইয়া শপথ করিতেছি, যতদিন আমাদের এক জনও জীবিত থাকিবে, ততদিন কোন তুর্কিই মিবারভূমি অধিকার করিতে পারিবে না, ততদিন আমরা রাজকুমারকে মহারাজের আদেশ অবহেলা করিতে দিব না এবং যতদিন মিবারভূমির পূর্ব্বস্বাধীনতা

পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করিতে না পারিব, ততদিন এই সকল কুটীরেই আমরা বাস করিব।" এই আশ্বাসবচনে প্রতাপ শান্ত হইলেন, সকল চিন্তা, সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া প্রশান্তভাবে পরমানন্দসহকারে অমরলোকে যাত্রা করিলেন। ভারতগগনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অনন্তকালের জন্য কক্ষচ্যুত হইয়া পড়িল।

প্রতাপের ন্যায় ত্যাগশীল মহাবীর এ জগতে আর কোন দেশে কোন কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। যে মোগলসম্রাট্ তদানীন্তন নরপতিগণের উচ্চতম আসনে স্থান পাইয়াছিলেন, যাঁহার প্রচণ্ড অনীকিনীর বিশালতা ও রণদক্ষতার সহিত তুলনা করিতে গেলে জারাক্সেসের বিশাল বাহিনীও অতি সামান্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, রাজপুতবীর প্রতাপসিংহ কতিপয়-মাত্র রাজপুত সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া একক্রমে পঞ্চবিংশতি বৎসর সেই ভীমবিক্রান্ত বিপুলসহায়বলসম্পন্ন দিল্লীশ্বর আকবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এ জগতে যত দিন বীরত্বের আদর থাকিবে, তত দিন প্রতাপের সেই বীরত্ব, মহত্ত্ব ও গৌরব অক্ষয়ভাবে বিরাজ করিবে, ততদিন সেই হলদিঘাট মিবারের থর্ম্মাপলী এবং দেবীরক্ষেত্র মারাথন বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে। রাজকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কোন ব্যক্তিই প্রতাপের ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত হয়েন নাই, কেহই তাঁহার ন্যায় ভীষণতম অসংখ্য

বিঘ্ন ও বিপদের বিরুদ্ধে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন নাই, কেহই স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের পবিত্র মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া এরূপ অমানুষ আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন নাই। উচ্চতম রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিষয়বিভব ও সৌভাগ্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কে স্বেচ্ছাবশতঃ সকল সুখ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে? কে বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া কেবল স্বদেশোদ্ধারের মহামন্ত্রসাধনের জন্য পথের ভিখারীর ন্যায় এরূপ দীর্ঘকাল বনে বনে, কন্দরে কন্দরে, দুর্গম গিরিগহনে ও অগ্নিময় মরুপ্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারিয়াছে? তিনি ইচ্ছা করিলে—সন্ধি করিতে স্বীকার করিলে, চিরজীবন মহাসুখে অতিবাহিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি অনুগ্রহের পাত্র হইয়া ভোগসুখে অতিবাহিত করা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে চিরজীবন অনাহারে ও অনিদ্রায় অতিবাহন করা শ্রেয়স্কর মনে করিতেন।

অমরসিংহ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলে, আকবর আর শেষ জীবনে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। সুতরাং অমরসিংহ নিরাপদে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে অমরসিংহ নিতান্ত আলস্যপরতন্ত্র হইয়া পড়িলেন ও অমরমহল নামে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে চাটুকারদলে পরিবৃত হইয়া, নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

প্রতাপের মৃত্যুর আট বৎসর পরে আকবরের মৃত্যু হইলে, তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীর তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। জাহাঙ্গীর রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু অমরসিংহ আমোদে মত্ত রহিলেন, প্রতিবিধানের কিছুমাত্র উদ্যোগ করিলেন না। তখন সর্দ্দারগণ প্রতাপসিংহের অন্তিমকালের বাক্য ও আপনাদের কৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া নানাপ্রকার উত্তেজনা ও তিরস্কারবাক্যে অমরসিংহকে উত্তেজিত করিয়া দিল্লীশ্বরের আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন। উৎসাহপূর্ণ তেজীয়ান্ সর্দ্দারগণে পরিবৃত হইয়া অমরসিংহ রণপুর ক্ষেত্রে প্রবল বিক্রমের সহিত সম্রাটের সেনাদলকে পরাস্ত করিলেন। জাহাঙ্গীর পরাজিত হইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, ও বৈরনির্য্যাতনের এক অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন—প্রতাপের বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা সাগরজিকে রাণা নামে অভিহিত করিয়া, চিতোরে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে কৌশল সফল হইল না। কোন ব্যক্তিই সাগরজিকে রাণা বলিয়া স্বীকার করিল না। কেহই অমরসিংহকে পরিত্যাগ করিল না। কুলকলঙ্ক সাগরজি শূন্য সিংহাসনে বসিয়া, সৌন্দর্য্যপূর্ণচিতোরের ধ্বংসাবশেষ অবলোকন ও আপনাকে তাহার একমাত্র হেতু মনে করিয়া, নিতান্ত অনুতপ্ত হইলেন। পরিশেষে স্বীয় দুষ্কৃতিজনিত মর্ম্মপীড়ায় একান্ত অস্থির হইয়া প্রায়শ্চিত্তবিধান জন্য ভ্রাতুষ্পুত্র অমরসিংহকে চিতোর প্রদান করিলেন ও

জাহাঙ্গীরের সম্মুখে রাজসভা মধ্যে অস্ত্রাঘাতে আপনার প্রাণনাশ করিলেন।

অমরসিংহ চিতোর পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু আর তাহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না। চিতোরে আর রাজধানী হইল না। রাজধানী উদয়পুরেই স্থাপিত রহিল। অমরসিংহ শেষ জীবনে দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। বাপ্পারাওয়ের বংশের সুবিমল গৌরবের সহিত চিতোরের অমরাবতীতুল্য সৌন্দর্য্য এক কালে বিনষ্ট হইয়া গেল।

ধর্ম্মব্যাধ।
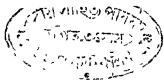
কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া বনে অবস্থানকালে পাণ্ডবগণ বহুতর তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গ্রীষ্মশেষে নারায়ণাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গ্রীষ্মাবসানে সুখময় বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে, শ্যামল জলদজাল নভস্তল ও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন মূষলধারে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; বিভাকরের প্রভামণ্ডল একবারে তিরোহিত হইল ও সৌদামিনীর প্রভা সতত স্ফুরিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন ঘনমণ্ডলী বর্ষাকালের পটমণ্ডপস্বরূপ হইয়াছে। নবীনতৃণসমাচ্ছন্ন অবনী বর্ষানীরে অভিষিক্ত হইয়া মানবগণের একান্ত রমণীয় হইল। তীব্রবেগবতী কলুষসলিলা স্রোতস্বতী সকল কল কল রবে প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ বনস্থলী সকল পরিশোভিত করিল। ধারাজলসমাচ্ছন্ন বরাহ, মৃগ ও পক্ষিগণ বহুবিধ আনন্দনিনাদ করিতে লাগিল। চাতক ও ময়ূর একান্ত

মত্ত এবং দর্দুর সকল নিতান্ত দর্পিত হইয়া উঠিল। গিরি-প্রদেশচারী পাণ্ডবগণ নীবদরবানুনাদিত বর্ষাকাল সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর শরৎকাল উপস্থিত হইল। অরণ্যে ও পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তৃণসমূহ সমুৎপন্ন হইল এবং নিম্নগাসকল স্বচ্ছসলিল, আকাশমণ্ডল নির্ম্মল ও নক্ষত্রনিকর সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্রৌঞ্চ, হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিহার করিতে লাগিল। বিভাবরী উজ্জ্বলকান্তি গ্রহনক্ষত্র ও শশাঙ্কমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সরোবর ও পুষ্করিণী সকল শীতল, স্বচ্ছ এবং কুমুদ, কুবলয় ও কহ্লারে সমলঙ্কৃত হইয়া মনোহর হইল। বেতসলতাসঙ্কুল নীলতটশালী সরস্বতীতীরে ভ্রমণ করিয়া মানবগণের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সঞ্চার হইতে লাগিল।

মহাবীর পাণ্ডবেরা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত প্রসন্ন-সলিলা পুণ্যতোয়া সরস্বতীতীরবর্ত্তী নারায়ণাশ্রমে বাস করিয়া, অসিত পক্ষের প্রারম্ভেই মহাস্বত্ত্বতাপসগণ, মহর্ষি-ধৌম্য, সূত ও পরিচারকবর্গসমভিব্যাহারে কাম্যকবনে গমন করিলেন। বনে উপনীত হইয়া মহর্ষিদত্ত আতিথি-সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক উপবেশন করিলে, বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে সুলক্ষণসম্পন্ন-অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া

বাসুদেব, শচীসনাথ সুবনাথের ন্যায়, প্রিয়তমা সত্যভামার সহিত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও ধৌম্যকে যথাবিধি অভিবাদন ও প্রিয়তম অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া দ্রৌপদীরে সান্ত্বনাবাদ প্রদান করিলেন। এদিকে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীরে আলিঙ্গন করিলেন।

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্যের সহিত কৃষ্ণের সমুচিত সৎকার করিয়া চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলে, কৃষ্ণ দ্রৌপদীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পাঞ্চালি। ধনুর্ব্বেদে অনুরক্ত তোমার সুশীল আত্মজগণ সতত সুহৃদ্গণানুমোদিত সাধুজনাচরিত পথে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ প্রভৃত ধন বিবিধ ও উৎকৃষ্ট বসনভূষণ প্রদান করিলেও তাহারা লোভ-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদের আবাসে গমন করিতে সম্মত হয় নাই, দ্বারকা নগরীতে যাদবদিগের সহিত অবস্থিতি করিতেই তাহাদিগের একান্ত অভিলাষ। আর্য্যা কুন্তী ও তুমি তাহাদিগকে যাদৃশ যত্ন ও স্নেহসহকারে প্রতি-পালন করিতে, সুভদ্রাও তাহাদিগকে সেইরূপে প্রতি পালন করিয়া থাকে।' তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজন। রাজ্যলাভ অপেক্ষা

ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট, ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত তপোহনুষ্ঠান করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়, আপনি সেই ধর্ম্মকে সত্য ও সারল্য দ্বারা প্রতিপালন করিয়া ইহলোক ও পরলোক জয় করিয়াছেন। আপনি ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক চিরপ্রার্থিত যাগযজ্ঞ সকল সংসাধন করিয়াছেন। আপনি কামনাপরতন্ত্র হইয়া কদাচ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না, অর্থলোভেও কখন ধর্ম্মপথ-পরিভ্রষ্ট হন নাই, রাজ্য, ধন ও বহুবিধ ভোগলাভ করিলেও দান, সত্য, তপ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা ও ধৃতি এই সকল বিষয়ে আপনার সবিশেষ অনুরাগ আছে। এই নিমিত্তই আপনি ধরণীতলে ধর্ম্মরাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের অদ্বিতীয় গতি, পাণ্ডবেরা তোমার শরণাপন্ন, কি বিপদ্ কি সম্পদ্ সকল কালেই তুমি তাহাদিগের কর্ত্তা ও উপদেষ্টা। তোমার যেন সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের সহিত এইরূপ সদ্ভাব থাকে, ও সবান্ধব পাণ্ডবেরাও যেন তোমার শরণাগত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ধর্ম্মাত্মা মহাতপা মার্কণ্ডেয় তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি বহুবর্ষবয়স্ক, কিন্তু দেখিলে তাঁহাকে পঞ্চবিংশতিবর্ষ-দেশীয়ের ন্যায় বোধ হয়। মহর্ষি সমাগত হইবামাত্র সমুদায় ব্রাহ্মণ ও

কৃষ্ণসমেত পাণ্ডুতনয়গণ ভক্তিসহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।

মহাভাগ মার্কণ্ডেয় বিধিমত অর্চ্চিত হইয়া সুখে উপবেশনপূর্ব্বক পরিশ্রম অপনয়ন করিলে, বৃষ্ণিবংশাবতংশ কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের ও পাণ্ডবদিগের মতানুসারে মহর্ষিকে কহিলেন, "ঋষিপুঙ্গব মার্কণ্ডেয়! আমরা সকলে আপনার অত্যুৎকৃষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক সদাচার ও লোকধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।"

মহাতপা মার্কণ্ডেয় এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'মনুষ্যলোকে যাহা পরম শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হয়, কেহ তাহা ইহলোকে, কেহ পরলোকে, কেহ বা উভয় লোকেই প্রাপ্ত হয়, কেহ কেহ ইহলোক ও পরলোক কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। যাহাদিগের বিপুল ধন আছে, যাহারা প্রতিদিন বিভূষিতাঙ্গ ও নিরন্তর কায়িক সুখে সংসক্ত হইয়া ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন করে, ইহলোকই তাহাদিগের সুখকর, তাহাদের পরকালে সুখসম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা যোগী, তপস্যানুরক্ত, স্বাধ্যায়শীল, জিতেন্দ্রিয় ও প্রাণিবধে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া দেহ জর্জরিত করেন, তাঁহাদিগের পরকালে সুখসম্ভোগ হয়, ইহলোকে হয় না। যাঁহারা ধর্ম্মতঃ ধন লাভ করিয়া ধর্ম্মাচরণ ও যথাকালে দারপরিগ্রহ করিয়া যোগানুষ্ঠান প্রভৃতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে তৎপর হন, তাঁহাদিগের

ইহলোক পরলোক উভয় স্থানেই সুখলাভ হয়। যে মূঢ়েরা বিদ্যা, তপস্যা ও দানাদি বিষয়ে যত্ন করে না, তাহারা ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তি দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাক পাক করিয়া ভোজন করিয়াও কুমিত্র পরিহার করে, যাহারে লোক ঔদরিক বলে না, ও যে ব্যক্তি দিবস গণনায় উদ্বিগ্ন হয় না, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি অন্যের আশ্রয় না লইয়া, আপন গৃহে স্বীয় ক্ষমতায় অর্জ্জিত শাক পাক করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার অপেক্ষা সুখী আর কে আছে? ফলতঃ আপন গৃহে ফল, মূল ও শাকান্ন ভোজন করাও শ্রেয়স্কর তথাপি পরগৃহে প্রতিদিন তিরস্কৃত হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করা সুখকর নহে। যে উদরপরায়ণ, কুকুরের ন্যায় পরান্নে-প্রতিপালিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ধিক্। যে ব্যক্তি অতিথি, অভ্যাগতপ্রাণী ও পিতৃগণকে প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে সে পরম সুখী, এবং সেই অবশিষ্ট অন্ন অতি পবিত্র ও পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

মাতা অতি ক্লেশে সন্তানগণের লালনপালন করেন, পিতা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পুত্রগণের ভরণপোষণ ও বিনয়াধানাদি করেন। পিতামাতা পুত্র হইতে যশ, ঐশ্বর্য্য, বংশবিস্তার ও ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পিতামাতার আশা পূর্ণ করে, সেই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। যে

ব্যক্তি পিতামাতাকে নিত্য সন্তুষ্ট করিয়া থাকে, তাহার ইহকালে ও পরকালে শাশ্বতধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি লাভ হয়। কামিনীগণ স্বামিশুশ্রূষা দ্বারাই ধর্ম্মলাভ করিতে পারে। যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে, কি যজ্ঞ কি উপবাস তাহার সকলই বৃথা হয়। এ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ বেদাধ্যয়ননিরত ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা তিনি এক গৃহস্থভবনে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, ঐ গৃহস্থপত্নী কহিলেন, "মহাশয়। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি।" গৃহিণী এই বলিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কৃত করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার স্বামী ক্ষুধাতুর হইয়া আবাসে প্রবেশ করিলেন। পতিব্রতা কামিনী পতিরে ক্ষুধিত জানিতে পারিয়া পাদ্য, আচমনীয়, আসন ও বিবিধ সুমধুর ভক্ষ্য দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ঐ কামিনী পতিরে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সতত সংযতচিত্তে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিয়া কাল যাপন করিতেন।

পতিব্রতা স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে ভিক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিলেন ও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত

স্মরণপূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ রোষকষায়িতলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "বরাঙ্গনে। তুমি কি নিমিত্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলে? তখনই বিদায় করিলে না কেন?" পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া সান্ত্বনাবাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, "ব্রহ্মন। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, পরম দেবতা ভর্ত্তা ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য আমি তাঁহার সেবা করিতেছিলাম।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তুমি কেবল স্বামীকেই গুরুতর বোধ করিয়া থাক, ব্রাহ্মণগণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না? গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া অতিথিব্রাহ্মণের অবমাননা করা যে অনুচিত তাহা কি তুমি জান না? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি বৃদ্ধগণের নিকট সদুপদেশ শ্রবণ কর নাই। পতিব্রতা কহিলেন, "তপোধন। ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, ক্রোধ মনুষ্যগণের পরমশত্রু। আমি কদাচ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করি না। আমি ব্রাহ্মণগণের তেজঃ ও মাহাত্ম্যের বিষয় বিলক্ষণরূপ অবগত আছি। তাঁহাদের যেমন ক্রোধ অসীম, প্রসাদও তদ্রূপ। অতএব, আপনি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন। যিনি ক্রোধমোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্য বাক্য বহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন, যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত

শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন, যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গকে বশীভূত করেন, যিনি সমুদায় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন ও সর্ব্ব-ধর্ম্মে রত হন, যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন, যাঁহার মন কখনই অনৃতপ্রবণ হয় না, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। বেদাধ্যয়ন, দান, আর্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সত্য এই কয়েকটী ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম। প্রাচীনেরা কহেন শাশ্বত ধর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয়, আমার মতে পতি-শুশ্রূষাই নারীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম, এবং ভর্ত্তা দেবগণ অপেক্ষাও অধিক পূজনীয়। আপনি স্বাধ্যায়নিরত শুচি, কিন্তু বোধ হয়, আপনি ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম জানেন না। যদি ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না থাকেন, তবে মিথিলায় গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যক্তি সত্য-বাদী, জিতেন্দ্রিয় ও সতত পিতামাতার সেবা করিয়া থাকে। অবলাগণ ধার্ম্মিকদিগের অবধ্য, অতএব আপনি আমার এই রমণীস্বভাব-সুলভ বাচালতাদোষ মার্জ্জনা করুন।"

কৌশিক রমণীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জাবনত বদনে কহিলেন, "শোভনে! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, আমার ক্রোধের উপশম হই-য়াছে। তোমার তিরস্কারবাক্য আমার সাতিশয় হিতকর

হইল ; তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে আমি চলিলাম।" এই বলিয়া পতিব্রতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, কৌশিক আত্মনিন্দা করিতে করিতে, স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করিলেন, ও অনতিবিলম্বে ধৰ্ম্মব্যাধের উদ্দেশে মিথিলা-যাত্রা করিলেন।

দ্বিজোত্তম কৌশিক সেই পতিব্রতাকথিত বাক্যসকল চিন্তা করিয়া, আপনাকে নিতান্ত ঘৃণিত ও অপরাধী বোধ করিলেন, এবং ধৰ্ম্মসংক্রান্ত বিধিবাক্য চিন্তা করিতে করিতে বহুতর অরণ্য, গ্রাম ও নগর অতিক্রমপূর্ব্বক জনক পরি-পালিত মিথিলানগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন স্থানে স্থানে সুপ্রণালীক্রমে সুচারুরূপে নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত রথ্যা, কোন স্থানে বিমান সকল শোভা পাইতেছে, কোন স্থানে অশ্ব, কোন স্থানে রথ, কোন স্থানে অন্যান্য যান সকল শোভমান হইতেছে, কোন স্থানে বা যোদ্ধ বর্গ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। সমুদায় স্থানই উৎসবানন্দ পরিপূর্ণ। সমুদায় লোকই হৃষ্ট পুষ্ট, নগরের চতুর্দ্দিকই ধর্ম্মালয়, যজ্ঞোৎসব ও সুরম্য হর্ম্ম্যসমূহে পরিব্যাপ্ত। কৌশিক নগরের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বহুদূর অতিক্রম পূর্ব্বক ধৰ্ম্মব্যাধের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি-লেন, ব্যাধ সূনামধ্যে আসীন হইয়া মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করিতেছে। সেই স্থানে ক্রেতৃজনসম্বাধ অব লোকন করিয়া, তিনি একান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্যাধ

তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সম্ভ্রমসহকারে উত্থিত হইলেন ও নিকটে গমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। অনন্তর কুশল প্রশ্ন ও আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "হে দ্বিজোত্তম! এই ব্যাধকে কি করিতে হইবে আদেশ করুন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে বলুন, গৃহে গমন করি।" কৌশিক ধর্ম্মব্যাধের বাক্যে অনুমোদন করিলে, ব্যাধ পরমাহ্লাদে তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া আপন আলয়ে গমন করিল। কৌশিক তাঁহার রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া আসন, পাদ্য ও আচমনীয় গ্রহণপূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "তাত! এই মাংসবিক্রয়-কর্ম্ম তোমার ন্যায় ব্যক্তির নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। বলিতে কি, আমি এই বিসদৃশ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি।"

ব্যাধ কহিলেন, "দ্বিজবর! আমি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত কুলোচিত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছি। অতএব, আপনি জাতক্রোধ হইবেন না। এই জনকরাজ্যে চতুর্ব্বিধ বর্ণই স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত। রাজা জনক, আপনার পুত্র দণ্ডার্হ হইলে, তাহারও সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার রাজ্যস্থ কোন ব্যক্তিরই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার সাধ্য নাই। আমরা যে সমুদায় পশুমাংস বিক্রয় করি, তাহা দ্বারা দেব, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে। এই

কারণে স্বধর্ম্ম বিবেচনাকরিয়া উক্ত দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। অহিংসা পরম ধর্ম্ম সত্য, কিন্তু এই লোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি এককালে হিংসা ত্যাগ করিতে পারে? অনেকে কৃষিকর্ম্মকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অনেক হিংসা করিতে হয়, পুরুষগণ লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে বহুবিধ প্রাণীর প্রাণ সংহার করে। এই জগৎ বহুবিধ অসংখ্য জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কি বৃক্ষ, কি ফল, কি জল সকল বস্তুতেই বহুবিধ জীব আছে, অণুমাত্রও প্রাণিশূন্য স্থান নাই, এই নিমিত্ত মনুষ্যগণ ভ্রমণ করিতে করিতে এবং উপবিষ্ট ও শয়ান হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকানেক প্রাণী বিনষ্ট করে। এই প্রকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুঝা যায় কেহই একবারে হিংসা ত্যাগী নহে, অহিংসানিরত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন, তবে অহিংসার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান থাকেন বলিয়া, তাঁহাদের হিংসাদোষ অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"আমি স্বয়ং পশুহত্যা করি না। অন্যের হত পশুর মাংস বিক্রয় করিয়া থাকি। আমি মাংস ভোজন করি না, শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া, রাত্রিতে ভোজন করি, বিধিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে সেবা করিয়া

থাকি, সত্য বাক্য ব্যবহার করি; কাহারও প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না, যথাসাধ্য দান করি, দেবতা, অতিথি, ও ভৃত্যগণের ভুক্তশেষ ভোজন করিয়া থাকি, কাহারও কখন কিঞ্চিন্মাত্র কুৎসা বা নিন্দা করি না, যাহারা আমার নিন্দা বা প্রশংসা করে, আমি বিনয় সম্পন্ন কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগের সকলকেই পরিতুষ্ট করি। যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান করে, সে কদাচারী হইলেও ক্রমে ক্রমে সদাচার সম্পন্ন হইয়া উঠে।"

কৌশিক ব্যাধের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, অতএব কি করিলে ধর্ম্মলাভ হয়, ও কি করিলে শিষ্টাচারবিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান কর।' ব্যাধ কহিলেন, 'সতত সাধ্যানুসারে অন্নদান ও সকলকে সমুচিত পূজা করিবে। ত্যাগই মনুষ্যগণের প্রধান ধর্ম্ম, মিথ্যা বাক্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে, অযাচিত হইয়াও অন্যের প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিবে, কাম, ক্রোধ বা দ্বেষের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না, প্রিয় ঘটনায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে না, অপ্রিয় ঘটিলেও একান্ত ম্রিয়মাণ হইবে না, অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে মুহ্যমান হইবে না এবং ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিবে না, যাহা কল্যাণকর বোধ করিবে তাহাতেই সতত অনুরক্ত থাকিবে। যাহারা ধর্ম্ম নাই, মনে

করিয়া সাধারণকে উপহাস ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।'

'পাপাত্মা ব্যক্তি আঘ্রাত ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে, অহঙ্কারী মূঢ়গণের চিন্তা নিতান্ত অসার। কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পুনরায় এতাদৃশ কর্ম্ম করিব না বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কোন প্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দ্বিতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ পাপাচরণ করিলেও নিষ্পাপ থাকিতে পারেন, কারণ প্রমাদবশতঃ যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, উপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে তাহার বিনাশ হয়। পাপকর্ম্ম করিয়া অস্বীকার করিলে, স্বীয় অন্তরাত্মা ও অন্তর্যামী পুরুষ তাহা দেখিতে পান। যে ব্যক্তি প্রথমে পাপাচার করে, সে যদি পরে কল্যাণ-পথের পান্থ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মহামেঘবিনির্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। যেমন আদিত্য উদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করে, সেইরূপ কল্যাণকর কর্ম্ম সমুদায় পাপ বিনষ্ট করে।

'হে দ্বিজোত্তম! লোভই সমুদায় পাপের আশ্রয়; অনধীতশাস্ত্র অদূরদর্শী লুব্ধ ব্যক্তিই পাপে অনুরক্ত হয়। অধার্ম্মিক ব্যক্তি তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় কপটধর্ম্মরূপ আচ্ছাদনে* আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, বাহিরে তাহাদের

পবিত্রভাব ও ধর্ম্মানুগত আলাপ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিষ্টাচার তাহাদিগের নিকট সুদূরপরাহত।'

'যাঁহারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ ও লোভ বশীভূত করিয়া 'ইহাই ধর্ম্ম' এইরূপ বোধে সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই শিষ্টগণের সম্মত। গুরুশুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ, দান এই চারিটি শিষ্টাচারের অঙ্গস্বরূপ। শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনও স্বেচ্ছাচার করেন না, তাঁহারা যে সকল আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সকলেরই গ্রাহ্য, কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারে না। বেদের রহস্য সত্য, সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য ত্যাগ। সুতরাং ত্যাগ না করিতে পারিলে বেদ নিষ্ফল হয়।

'নাস্তিক, অমর্য্যাদক, ক্রূর ও পাপমতিদিগকে পরিত্যাগ করিবে, জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং ধার্ম্মিকগণের সেবা করিবে। ধৈর্য্যময়ী নৌকা অবলম্বন করিয়া, কামক্রোধরূপ যাদোগণসমাকীর্ণ পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলপূর্ণ দুর্গম ভবনদী উত্তীর্ণ হইবার যত্ন করিবে। যেমন শুক্লবর্ণ বস্ত্র রঞ্জিত হইলে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, জ্ঞানযোগ দ্বারা সঞ্চিত ধর্ম্ম শিষ্টাচারে মিলিত হইলে, সেইরূপ পরম রমণীয় হইয়া উঠে। অহিংসা ও সত্য বচন সকল প্রাণীরই হিতকর—অহিংসা ও সত্য পরম ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি সকল সত্য সংযুক্ত হইলে, বিচলিত হয় না। শিষ্টাচার সংবলিত সত্যেরই অধিক গৌরব। সদাচারী সাধুগণের

ধর্ম্ম ও সদাচারই সাধুগণের লক্ষণ। যাঁহাদিগের বিদ্যায় পারদর্শিতা, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, সদাচারদর্শন, সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা, অপারুষ্য ও দ্বিজগণে প্রীতি থাকে; যাঁহারা ন্যায়ানুগত, গুণবান, সর্ব্বলোক-হিতৈষী, সৎপথাবলম্বী, দাতা ও দীনানুগ্রহকারী, যাঁহারা কলত্র ও ভৃত্যের পীড়াতে সতত অবহিত থাকেন ও সর্ব্বদা সাধু-সঙ্গ করেন, যাঁহারা লোক-যাত্রা, ধর্ম্ম ও হিতকর কর্ম্ম সকল অবলোকন করেন, তাঁহা-রাই সাধু ও চিরকাল উন্নতি লাভ করেন।

'কখনও পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না, দান করিবে, ও সত্য কথা কহিবে, সাধুগণ এই ত্রিবিধ ব্যবহারকে সৎপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কামক্রোধপরিত্যাগ ও শিষ্টাচার নিসে-বনই সাধুগণের ধর্ম্ম। লোককে ক্লেশ প্রদান না করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন শিষ্ট-প্রকৃতি মানবেরা ধর্ম্মানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং সেই ধর্ম্মসঞ্চিত ধন দ্বারা নানাবিধ গুণপ্রসবকারী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

'লোভাভিভূত ও রাগদ্বেষবিমোহিত ব্যক্তির যথার্থ ধর্ম্ম-বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া কপট ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন সে কপটাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া কুটিল ব্যবহার দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে থাকে, এইরূপে ধনাগম সিদ্ধ হইলে,

বুদ্ধি তাহাতেই আসক্ত হয়, এবং পাপচিকীর্ষা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে। অধর্ম্ম ত্রিবিধ; পাপচিন্তা, পাপকথন ও পাপাচরণ। অধর্ম্মপ্রবিষ্ট ব্যক্তির সদ্গুণ সকল বিনষ্ট হয়, পাপকর্ম্মকারী ব্যক্তিরা পাপীর সহিত মিত্রতা করিয়া দুঃখ ভোগ করে, ও পরিশেষে বিপন্ন হইয়া উঠে।'

'ইন্দ্রিয়সংযম করিলেই তপস্যা হয়; উহা ভিন্ন তপোনুষ্ঠানের আর কোন উপায়ই নাই। ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ ও নরকের কারণ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে স্বর্গ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলে নরক লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ধারণের নামই যোগবিধি; ইন্দ্রিয়সংসর্গে রাগদ্বেষাদিরূপ দোষ-সংশ্রব হয়, এবং তাহাদিগের সংযমে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন প্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয় বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনি কদাপি অনর্থমূল পাপে লিপ্ত হন না। তিনি সদশ্বরথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণদ্বারা পরম-সুখে সঞ্চরণ করেন। যেমন বিমুক্ত অশ্বগণ পথিমধ্যে চপলতা প্রকাশ করিলে, তাহাদিগের ধৈর্য্য সম্পাদন করা সারথির কার্য্য, সেইরূপ, ইন্দ্রিয় সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে তাহাদিগকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন, প্রবল অনিল নৌকাকে জলমগ্ন করে, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মন সেইরূপ মনুষ্যের বুদ্ধিকে পাপসাগরে নিমগ্ন করে।

'অবিদ্যাবহুল, প্রবলেন্দ্রিয়, স্বপ্নশীল, বিবেকবিধুর, মোহাভিভূত, রোষপরবশ ও অলস ব্যক্তিরা তমোগুণান্বিত। যাঁহার বাসনা অত্যন্ত বলবতী ও অভিমানের পরিসীমা নাই, এবং যিনি, অসূয়াশূন্য, মন্ত্রণাভিজ্ঞ ও আপনারে মহৎ বলিয়া বোধ করেন, তিনি রজোগুণবিশিষ্ট। যে ব্যক্তি ধীর, বিষয়বাসনাবিবর্হিত, ক্রোধবর্জ্জিত, দান্ত, ধীশক্তিসম্পন্ন ও অসূয়াশূন্য, তিনি সত্ত্বগুণাস্পদ। সাত্ত্বিক ব্যক্তি জ্ঞাতব্যবিষয় বুঝিতে পারিয়া, রজঃ ও তমঃ গুণের কার্য্যকে নিন্দা করেন।

'তপস্যা সেতুস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে তপস্যা হয় না, মাৎসর্য্যের উদয় হইলে ধর্ম্ম লাভ হয় না, মানাপমানের ভয় করিলে বিদ্যা লাভ হয় না, ও প্রমত্ত হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব, উক্ত দোষসকল পরিত্যাগ করিবে। অনৃশংসতাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই প্রধান জ্ঞান এবং সত্যই পরম পবিত্র ব্রত। যাহা সাধারণের হিতজনক তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়। যাঁহার সকল অনুষ্ঠানই কামনাশূন্য তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। ভোগতৃষ্ণাতে চিত্তের ঔদাস্য হইলে, ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মে প্রীতি জন্মে।'

এইরূপ নানাপ্রকার জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলিয়া ব্যাধ

কহিল, দ্বিজোত্তম! আপনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমার পিতামাতাকে দর্শন করুন ও যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করুন।" কৌশিক ব্যাধের বাক্যানুসারে তাহার সহিত সেই পরম রমণীয় চতুঃশাল সৌধমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সৌধ সুরসদনসদৃশ দেবগণপূজিত নানাবিধ আসন ও শয়নীয়ে সুসজ্জিত, এবং পরমোৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য সমুদায়ে আমোদিত। ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, ব্যাধের বৃদ্ধ পিতামাতা শুক্লাম্বর পরিধান করিয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় পিতা মাতাকে অবলোকন করিবামাত্র তাঁহাদিগের পদতলে নিপতিত হইল। বৃদ্ধ দম্পতী তনয়কে চরণতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! গাত্রোত্থান কর, ধর্ম্ম তোমারে রক্ষা করুন, তুমি দীর্ঘায়ু হও। তুমি আমাদের সৎপুত্র, তুমি কায়-মনোবাক্যে আমাদের শুশ্রূষা করিতে অণুমাত্র ত্রুটি কর না, তোমার মন কেবল আমাদের প্রতিই সতত অনুরক্ত রহিয়াছে।" বৃদ্ধ দম্পতীর বাক্যাবসানে ধর্ম্মব্যাধ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের বিষয় তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিল। তখন তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণকে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলে, ব্রাহ্মণও প্রতিপূজা করিলেন।

তখন ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "ভগবন্! ইঁহারা আমার পিতা মাতা, আমি ইঁহাদিগকে দেবতার তুল্য বিবেচনা করি; দেবগণের উদ্দেশে যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমুদায় আমি ইঁহাদের উদ্দেশে সম্পন্ন করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণগণ যেমন দেবগণের নিমিত্ত উপহার আহরণ করেন, আমিও ইঁহাদের নিমিত্ত সেই-রূপ উপহার আহরণ করিয়া থাকি। এই পিতামাতা আমার পরম দেবতাস্বরূপ; আমি ইঁহাদিগকে অগ্নি, যজ্ঞ ও চারি বেদের ন্যায় জ্ঞান করি। আমার ভার্য্যা, পুত্র, সুহৃজ্জন ও প্রাণ সমুদায়ই ইঁহাদিগের সেবার নিমিত্ত নিয়োজিত। আমি স্বয়ং ইঁহাদিগকে স্নান করা-ইয়া স্বহস্তে আহার প্রদান করি। সতত ইঁহাদের অনুকূলবাক্য প্রয়োগ করি, বিপ্রিয় বাক্য কদাচ আমার মুখ হইতে বিনির্গত হয় না। আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যমনে সতত ইঁহাদিগের শুশ্রূষা করিয়া থাকি।"

"পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেষ্টা এই পাঁচ জন গুরু। প্রত্যহ এই পাঁচ জনের প্রতি সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি তপস্বী, মহাত্মা ও ধর্ম্মনিরত; কিন্তু আপনি পিতামাতার অনুমতি না লইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ জনক জননী আপনার শোকে অন্ধ হইয়াছেন। অতএব তাহা-

দিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গৃহাভিমুখে গমন করুন। নতুবা আপনার সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্মই ব্যর্থ হইবে; আমার মতে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।" কৌশিক ধর্ম্মব্যাধের কার্য্য দর্শন ও বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাত্মন! তোমার তুল্য ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ, আমি ভাগ্যবলেই তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। অদ্য আমি তোমার সদাচার সন্দর্শনে পরম প্রীত হইলাম। আমি নরকে নিপতিত হইতেছিলাম, তুমি অদ্য আমাকে সমুদ্ধৃত করিলে। আমি তোমার বচনানুসারে অদ্যাবধি সংযতচিত্তে পিতামাতার শুশ্রূষা করিব। এক্ষণে আমি চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক, ধর্ম্ম তোমারে রক্ষা করুন।" ব্যাধ কৃতাঞ্জলিপুটে যে আজ্ঞা বলিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলে, তিনি তাহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, ও গৃহে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়তর ভক্তিসহকারে পিতামাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

সন্তোষ।

উদর। তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করি, কারণ, তুমি শাক পাইলেও পরিতোষ লাভ কর। কিন্তু মন। তোমাকে ধিক্, তোমার কিছুতেই তৃপ্তি নাই। তোমার একটী বাঞ্ছা পূর্ণ হইবামাত্র আর একটী বাঞ্ছা উদিত হয়, সেটী পূর্ণ হইলে আবার একটী বাঞ্ছার উদয় হয়, এইরূপে শত শত বাঞ্ছা পূর্ণ হইলেও তোমার তৃপ্তি হয় না।

লোকে উদরপরায়ণদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকে। কিন্তু উদরপরায়ণদিগের অপেক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিরা অধিক ঘৃণার্হ। কারণ, যাহারা পেটের দায়ে ব্যাকুল, তাহারা উদর পূর্ণ হইলে তৃপ্ত হয়—শাকান্নদ্বারাও উদর পূর্ণ হয়। উদর পূর্ণ হইলে ক্ষীরসর প্রভৃতি অতি সুখাদ্য সামগ্রীতেও আর রুচি থাকে না। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা-পরায়ণ জনগণের কিছুতেই তৃপ্তি লাভ হয় না।

যে ব্যক্তি দরিদ্র সে মনে করে আমি শত মুদ্রা পাইলেই কৃতার্থ হইব; কিন্তু যখন সে শত মুদ্রা প্রাপ্ত

হয়, তখন সহস্র মুদ্রা পাইবার ইচ্ছা করে; শত মুদ্রায় তখন আর তাহার প্রয়োজন নির্ব্বাহ হয় না। পরে সহস্র মুদ্রা পাইলেও তাহার অভাবপূর্ণ হয় না। যত আয় বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই তাহার ব্যয় বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন মানব নিতান্ত দরিদ্র থাকে, তখন সামান্য আহারে পরিতৃপ্ত ও সামান্য বাসগৃহে তুষ্ট থাকে, কিন্তু ধনী হইলে আর সে অবস্থায় পরিতুষ্ট থাকিতে পারে না। তখন সুরস নানাবিধ আহারীয়, শোভনীয় চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত সুরম্য অট্টালিকা, প্রভৃত দাসদাসী ও নানাপ্রকার আমোদকর পদার্থের প্রয়োজন হয়। যত আয় বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ঐ সকল প্রয়োজনেরও আধিক্য হইতে থাকে, সুতরাং কোনও পরিমিত অর্থে কাহারও সঙ্কুলন হয় না। যদি এত অধিক ধনোপার্জ্জন হয়, যে তাহাতে সকল প্রকার আবশ্যক দ্রব্যের সঙ্কুলন হইয়া যায়, তথাপি মনের তৃপ্তি হয় না, তখন প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়—রাজপদলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। যদি ভাগ্যবশতঃ দরিদ্র ক্রমে পৃথিবীর অধিপতি হইয়া যথেষ্ট প্রভুত্ব ও ধনমান লাভ করে, তাহা হইলেও সে তৃপ্ত হয় না। তখন তাহার ভোগলালসা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে কিছুতেই তাহা প্রশমিত হয় না। রোগশোকাদি ভোগচরিতার্থের বাধা প্রদান করে বলিয়া, সেই সকল

বাধা অতিক্রম করিবার মানসে, তখন সে দেবত্ব পদ প্রাপ্তির অভিলাষ করে। যে ব্যক্তি সামান্য কুটীরে বাস করিয়া সামান্য বসন পরিধান ও শাকান্ন মাত্র ভোজন করিতে পাইলে সুখী হইবে মনে করিত, সে আজি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সুবৃহৎ সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস, স্বর্ণমুক্তাহীরকখচিত বসন পরিধান ও যথেচ্ছ-ব্যবহার করিয়াও তুষ্ট নহে। ইহা চিত্তের সামান্য দুর্ব্বলতা নহে। সুখী হইবার ইচ্ছা থাকিলে, মনের এই দুর্ব্বলতা পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সন্তোষই সকল সুখের মূল। ঈপ্সিতসম্ভোগ সুখের হেতু নহে। মনে সন্তোষ থাকিলে যিনি যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতেই তিনি সুখ লাভ করিতে পারেন। যাহার মনে সন্তোষ নাই, তিনি সার্ব্বভৌম নরপতি হইলেও সুখলাভে সমর্থ হয়েন না।

নির্দ্দিষ্ট প্রকার অবস্থা বা পদার্থবিশেষ সুখের উপকরণ নহে। যাহার যেমন অবস্থায় থাকা অভ্যাস, তাহার তদুপযোগী পদার্থ দ্বারা সুখলাভ হইয়া থাকে। অধিক কি দেবরাজ ইন্দ্র স্বানুরূপ অবস্থায় থাকিয়া যেমন সুখী, অতি ঘৃণিত পশু শূকরও আপনার উপযোগী অবস্থায় থাকিয়া সেইরূপ সুখলাভ করিয়া থাকে। কারণ, দেব-রাজ ইন্দ্র সুধা ভক্ষণ করিয়া যেরূপ প্রীতিলাভ করেন, শূকর, পুরীষ ভক্ষণ করিয়া সেইরূপ তৃপ্তি লাভ করে। ইন্দ্র

প্রিযপত্নী শচীকে দর্শন করিয়া যেরূপ প্রীতিলাভ করেন, শূকব শূকরী দর্শনেও সেইরূপ প্রীতি লাভ করে। মৃত্যুকে ইন্দ্র যেরূপ ভয কবেন, শূকরও সেইরূপ ভয করে। অন্যান্য উপযোগী বিষয়াদিলাভজনিত সুখ দুঃখও ইন্দ্র ও শূকর উভযেরই সমান। অতএব, 'অন্যের পদবী প্রাপ্ত হইলে সুখ হইবে' মনে করিয়া তল্লাভেব চেষ্টায শরীব-পাত করা, নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। যে যেরূপ উপ-যোগী, তাহার সেইরূপ অবস্থায তৃপ্ত হওয়া উচিত। নিয়ত উচ্চপদবী লাভেব চেষ্টা কবিলে, সুখলাভ হওয়া দূবে থাকুক, আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি-জনিত দুঃখভোগ কবিতে করিতেই জীবন অতিবাহিত হয়। পদতলে ধূলিস্পর্শ হইতে না পাবে, এই অভিপ্রায়ে যিনি পৃথিবীকে চর্ম্ম-মণ্ডিত কবিয়া তদুপবি ভ্রমণ কবিতে ইচ্ছা কবেন, তাঁহাব ইচ্ছা যেমন পূর্ণ হয় না, যিনি সর্ব্বপ্রকাবে ভোগ্য বিষয সম্ভোগ করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা কবেন, তাঁহার ইচ্ছাও সেইরূপ অপূর্ণ থাকে। সোপানৎক হইযা ভ্রমণ কবিলে যেমন পদতল ধূলিসংলগ্ন হইতে পাবে না—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই চর্ম্মমণ্ডিত প্রতীয়মান হয, মনে সন্তোষ থাকিলে সেইরূপ সকল অবস্থাতেই সুখলাভ হইযা থাকে।

সম্পূর্ণ।